শ্রীমদ্রাধাগিরিগোবিন্দো জয়তঃ।

শ্রীশ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতম্।

শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদাসনামে প্রসিদ্ধ মহাত্মা
পরম সাধক
শ্রীলালদাস মহাশয় বিরচিত।

রসামৃত মহোদধি, উজ্জ্বল কিরণ নিধি, ভাগবতামৃতরসসার।
শ্রীবৈষ্ণবগ্রন্থ যত, লইয়া তাহার মত, বিরচিত সিদ্ধান্ত অপার॥
উপাসনাচন্দ্রামৃত, পান কর অবিরত, দূরে যাবে মায়ার সংসার।
শ্রীবৈষ্ণব পায়ে ধরি, এই সে মিনতি করি, কৃপা করি কর অঙ্গীকার॥

শ্রীব্রজভাষায় এবং গুজ্জর ভাষায়, শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়োদ্দেশিকা,
শ্রীগৌরগুণগীতামৃত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের
সম্পাদক ও প্রকাশক, শ্রীবৃন্দাবনস্থ সুবিখ্যাত
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুরসেবাপরায়ণ, তদ্বংশসম্ভূত
সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত
শ্রীল শ্রীযুক্ত গোকুলনাথ গোস্বামি প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
সংশোধিত ও সম্পাদিত।

স্বত্বাধিকারী শ্রীবৈষ্ণবচরণাশ্রিত
শ্রীমনোহর সিংহ কর্ত্তৃক অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত।

শ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীদেবকীনন্দনযন্ত্রে
শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৯ আষাঢ়ী সংক্রান্তি।

প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদগণের সমগ্র শ্রীগ্রন্থাবলীর আলোচনা, অল্পায়ুঃ মনুষ্য-গণের পক্ষে দুষ্কর বলিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, অনেকেই নিরাশ হইতেছেন। ইহার কারণানুসন্ধান করিতে গেলে কেবল এই বুঝা যায় যে, শ্রীগোস্বামিপাদগণের যাবতীয় শ্রীগ্রন্থেরমর্ম্মার্থ-পূর্ণ-পরমার্থ নির্ণায়ক, সরলার্থ-প্রকাশক, একটী প্রাচীন গ্রন্থের আবশ্যক, এতাদৃক্ সর্ব্বগুণময় গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য বলিয়া হতাশ হইয়াছিলাম। শ্রীভগবৎকৃপায় অকস্মাৎ এই "শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতগ্রন্থ" কোন মহাত্মার অনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়া, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বুঝিলাম যে, এই গ্রন্থ মাদৃশ ব্যক্তিগণের পক্ষে সাধনের জন্য অত্যুপযোগী। গ্রন্থখানি ভক্তমাল প্রণেতা শ্রীল লালদাস মহাশয় (অপর নাম কৃষ্ণদাস) কর্ত্তৃক ১৬৮৪ শকাব্দায় রচিত হয়। গ্রন্থকর্ত্তা সমাপ্তিকালে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

চন্দ্রের যতেক কলা আগে অঙ্ক ধর।
তাহার উত্তরে তার অর্দ্ধ অঙ্ক ধর॥
তাহার উত্তরে পুনঃ অর্দ্ধ অঙ্ক তার।
লিখিয়া বুঝহ [illegible]বে শকাব্দাঙ্ক সার॥

এই প্রমাণ দ্বারা গ্রন্থের রচনাকাল সম্প্রতি ১৪২ বৎসর স্থিরীকৃত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়াদির দৃঢ়তা সংস্থাপনার্থে শ্রীগোস্বামিপাদদিগের কৃত গ্রন্থস্থ পৌরাণিক ও উপনিষদ্ আদির শ্লোক ও শ্লোকাংশ, ও পদ্য মহাজনবাক্য ৩৬৫টী সন্নিবিষ্ট আছে।

পরন্তু লিপিকর প্রমাদে এবং গ্রন্থের জীর্ণতায়, এবং স্থানে স্থানে অক্ষরাস্পষ্টনিবন্ধন পাঠের বড়ই অসুবিধা ঘটায়, জীর্ণোদ্ধার মানসে অপর একখানি আদর্শগ্রন্থ প্রাপ্তির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই। কিন্তু বহু চেষ্টায় তদ্বিষয়ে বিফল-মনোরথ হইয়া পরিশেষে শ্রীশ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীসীতানাথ সেবাপরায়ণ সুবিখ্যাত শ্রীমদদ্বৈতবংশসম্ভূত শ্রীল শ্রীযুক্ত গোকুলনাথ গোস্বামি প্রভুপাদের আশ্রয় গ্রহণ করি। উক্ত প্রভুপাদ নিঃস্বার্থভাবে অসীম পরিশ্রম সহকারে প্রতিশ্লোক, প্রতিগ্রন্থ দৃষ্ট পূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া এবং লিপিকর প্রমাদপূর্ণ-পদ্য শাস্ত্রীয় তত্তৎভাবসম্বলিত শ্লোক দৃষ্টে সংশোধন করিয়া, আমাকে চিরকৃতজ্ঞতার ভার পুনঃ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থ সংশোধনকালে কলিকাতানিবাসী শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুবংশাবতংস সুবিখ্যাত জগৎপ্রতিষ্ঠিত বক্তা বহুপরমার্থ গ্রন্থের প্রচারক শ্রীলশ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি প্রভুপাদ সৌভাগ্যক্রমে শ্রীধামে উপস্থিত হইয়া, উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য স্বয়ং এবং পত্রের দ্বারা উৎসাহ প্রদান করেন, তজ্জন্য তাঁহার শ্রীচরণে বহু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অপর দিনাজপুরের শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরের ও শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় সাহেব বাহাদুরের শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস স্মৃতিভূষণ মহাশয় এবং কলিকাতা-নিবাসী সুবিখ্যাত প্রসিদ্ধচিকিৎসক সুপণ্ডিত চরক-সংহিতাপ্রকাশক শ্রীযুক্ত হরিনাথ বিশারদ কবিরাজ মহাশয় গ্রন্থ সংশোধনকালে, গ্রন্থ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া, প্রকাশের জন্য অনুমোদন করায় তাঁহাদের নিকটেও কৃতজ্ঞ হইলাম।

উক্ত গ্রন্থে শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদগণ বিরচিত শ্রীরসামৃতসিন্ধু, শ্রীভাগবতামৃত, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীসন্দর্ভাদি গ্রন্থের সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয়কে উপনিষদ্ পৌরাণিক প্রমাণাদি দ্বারা রঞ্জিত করিয়া, স্বল্পাক্ষরে প্রাঞ্জলভাবে সাধক-বৃন্দকে ভগবৎপ্রাপ্তি সোপানে উঠাইবার জন্য গ্রন্থকর্ত্তা অপূর্ব্ব রচনার কৌশল দেখাইয়াছেন। কেবল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সপ্রমাণ করিয়াছেন এমত নহে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি আচার্য্যগণের গ্রন্থের অনেক প্রমাণেও পরিব্যাপ্ত। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উ 'সনাংশের ভাষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীবৃন্দাবন
৮৮ নং গিরিগোবিন্দ কুঞ্জ
কিশোরপুরা।
আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া, রথযাত্রা।
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৯।

প্রকাশক
শ্রীবৈষ্ণবচরণাশ্রিত
শ্রীমনোহর সিংহ।

"ব্রজবিনোদ কার্য্যালয়।"

নির্ঘণ্টু পত্র।

প্রথম বিভাগ।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় বিভাগ।

"আরাধ্যোঃভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।

রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ॥

শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাগ্রহো নঃ পরঃ ॥"

ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রভু, উপাস্য পরম বিভু,

তাঁর প্রিয় বৃন্দাবনধাম।

ব্রজভূমে গোপীচয়, যেই ভাবে উপাসয়,

তাহা হয় শ্রেষ্ঠ পূর্ণকাম ॥

বেদকল্প তরুফল, ভাগবত সুনির্ম্মল,

এই ত প্রমাণ সর্ব্বসার।

সেই মহা পুমর্থপ্রেমা, যাহা বাঞ্ছে সদা রমা,

এই সে চৈতন্য মত সার ॥

ইহাতে আগ্রহ যার, সে জন বুঝিল সার,

তারে মুই ধন্য করি মানি।

"উপাসনাচন্দ্রামৃত", কহে ইহা অবিরত,

সর্ব্বশাস্ত্রসুসম্মত বাণী ॥

প্রকাশক।

শ্রীশ্রীরাধাগিরিগোবিন্দৌ জয়তঃ।

শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃত।

প্রথম বিভাগ।

প্রথম কলা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ, শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং। সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং, শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১ ॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে করিয়া প্রণাম। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন্দোঁ স্বয়ং ভগবান্ ॥ তাঁহার প্রকাশ অবতার শক্তিগণ। সবার চরণপদ্ম করি যে বন্দন ॥ গ্রন্থ আরম্ভেতে এই মঙ্গলাচরণ। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥ যথা শ্রীচরিতামৃতে।

বন্দে গুরূনীশ-ভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎ প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং।

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ বন্দোঁ শিষ্য উপশিষ্যগণের সহিত। কল্পতরুসম শাখা প্রশাখা বেষ্টিত ॥ যার ফলে ফুলে পূর্ণ হইল সংসার। মহাদয়াময় সব রসের ভাণ্ডার ॥ শ্রীগোপাল ভট্ট, শিষ্যাচার্য্য শ্রীনিবাস। গৌড়ে আনি কৈলা ভক্তিগ্রন্থের প্রকাশ ॥ তাঁর পাদপদ্ম বন্দোঁ করি জোড় কর। পরম পরমেষ্ঠী গুরু মহাশয় মোর ॥ তাঁর প্রিয়শিষ্য শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। বরাকুলিগ্রাম পাট যাঁহার বসতি ॥ দেখিয়া আচার্য্য প্রভু তাঁর ভাবগতি। থুইলা ভাবুক চক্রবর্ত্তী বলি খ্যাতি ॥ পরমেষ্ঠী গুরু মোর করুণার ধাম। তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ গৌরাঙ্গ-বল্লভা দেবী ঘরণী তাঁহার। ঠাকুরাণী মহাশয়া বলি খ্যাতি যাঁর ॥ পরাপর গুরু তেঁহ কৃপার আলয়। ভূমেতে পড়িয়া বন্দো তাঁর পদদ্বয় ॥ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ঠাকুর কিশোরী। তাঁহার ঘরণী নাম শ্রীমতি মঞ্জরী ॥ অতএব ছোট মাতা বলি তাঁর নাম। আমার পরম গুরু কৃপার নিধান ॥ তাঁহার চরণ পদ্ম করিয়া বন্দন। যাঁহার স্মরণে সর্ব্ব বিঘ্নবিনাশন ॥ শ্রীগুরুচরণে করি অসংখ্য প্রণতি। শ্রীযুত ঠাকুর নয়নানন্দ চক্রবর্ত্তী ॥ অদোষদরশি চিত্ত সদাই যাঁহার। মো হেন পামরে যেবা কৈলা অঙ্গীকার ॥ যাঁহার চরণ কৃপা সম্বন্ধা-ভিমানে। ক্রমেতে করিল এই গুর্ব্বাদি বন্দনে ॥ এবে আর পঞ্চতত্ত্ব করি যে বন্দন। যাঁ সবার স্মরণেতে বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ভক্তস্বরূপ স্বয়ং কৃষ্ণ গৌরচন্দ্র নাম। মহা অবতারী সর্ব্ব অবতার ধাম ॥ মহাদাতা দয়াময় কল্পতরু যিনি। বেদ, বিধি অগোচর মহিমা বাখানি ॥ জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

পতিতপাবন অবতার ধন্য ধন্য ॥ নিজ রস আস্বাদিতে গৌর অবতার। অনুসঙ্গে প্রেমময় করিলা সংসার ॥ নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর স্বরূপ প্রকাশ। তাঁর পাদপদ্ম বন্দোঁ করিয়া বিশ্বাস ॥ দয়ালু কৃপালু নাই নিত্যানন্দ সম। জগাই মাধাই তাহে সাক্ষি দুই জন ॥ চৈতন্য জানান তবে জানে নিত্যানন্দে। নদীয়ায় খুঁজিয়া না পান ভক্তবৃন্দে। বন্দোঁ ভক্ত অবতার অদ্বৈত ঈশ্বর। যে করিল মহাপ্রভু বিশ্বের গোচর ॥ গৌরপ্রেম ভাণ্ডারেতে যাঁর অধিকার। তেঁহ যাঁরে দেন সেই পায় অংশ তার ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত আদি গৌরভক্তগণ। ভক্ত আখ্যা সবে মহা পতিতপাবন ॥ চৈতন্য আজ্ঞায় সবে প্রেম করে দান। সবার পদারবৃন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ পণ্ডিত শ্রীগদাধর ভক্ত শক্তিরূপ। অন্তরঙ্গা শক্তি যেঁহ প্রেমের স্বরূপ ॥ তাঁহার চরণপদ্ম করিয়া বন্দন। তাঁহার কৃপাতে সর্ব্ব অভীষ্ট পূরণ ॥ এই পঞ্চতত্ত্ব ভেদাভেদ পরকাশ। এক আত্মা তথাপীহ বিবিধ বিলাস ॥

যথা গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়াং—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং ॥

সংক্ষেপে কহিল এই মঙ্গলাচরণ। এবে কহি শুন কিছু গ্রন্থ বিবরণ ॥ উপাসনা চন্দ্রামৃত নাম যে ইহারি। দুই বিভাগেতে প্রসঙ্গ হইল চারি ॥ প্রথম বিভাগেতে প্রস্তাব তিন কৈল। শ্রীগুরু বৈষ্ণব-ভক্তিতত্ত্ব যে নিখিল ॥ দ্বিতীয় বিভাগে এক ভগবন্ মাহাত্ম্য। কিছু তার ধাম লীলা স্বরূপাদি তত্ত্ব ॥ তাহি মধ্যে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ভেদ গণ। দুই

পক্ষ অনুসারে সিদ্ধান্ত কথন॥ এই চারি তত্ত্ব মহাসমুদ্র অপার। যেবা যত পারে তত করয়ে সাঁতার॥ আকাশে উঠিয়া কেবা পাইয়াছে সীমা। স্বর্গের নক্ষত্র কেবা করয়ে গণনা॥ তবে যে লিখি এ মাত্র বৈষ্ণব আজ্ঞায়। দিগ্‌দরশন তাঁর ইচ্ছা অভিপ্রায়॥ নিজ গ্রামবাসি মধ্যে কতেক বৈষ্ণব। মো অধমে অকিঞ্চনে কৃপা করে সব॥ শ্রীগোপাল-দাস নামে এক মহাশয়। নিরন্তর তার সঙ্গে শ্রবণাদি হয়॥ অনেক প্রসঙ্গ হৈল না রহে স্মরণ। তেঁহ আজ্ঞা দিল মোরে করিতে লিখন॥ অতএব লিখি কিছু তাঁর আজ্ঞা লৈয়া। সর্ব্বত্র প্রমাণ দিব বিশ্বাস লাগিয়া॥ পূর্ব্বাপর সাধুশাস্ত্রগণ অনুসার। লিখিব কিঞ্চিৎ তাঁরে করি নমস্কার॥ ইথে যদি কোন কথা মধ্যে ভ্রম হয়। সাধুগণ অপরাধ ক্ষমিবে নিশ্চয়॥ কাব্যের কৌশল কিছু নাহিক ইহাতে। অক্ষর জোটন মাত্র করি কোন মতে॥ পরমার্থ তত্ত্ব ইহার মূল প্রয়োজন। অতএব ক্ষমিবেন যত দোষগণ। রসালের বৃক্ষ যেন মুকুলে পূরিত। কণ্টকলতাতে যদি থাকয়ে বেষ্টিত॥ রসজ্ঞ কোকিলে মুকুলের রস খায়। অরসজ্ঞ উষ্ট্র মাত্র কণ্টক চিবায়॥ অদোষদরশি চিত্ত বৈষ্ণব গোসাঞি। তোমার করুণা বিনু অন্য গতি নাই॥ নিজগুণে দয়া করি এ গ্রন্থ শুনিবে। বিচার সম্মত নহে শোধন করিবে॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ। গুরু, কৃষ্ণ, ভক্ত, ভক্তি যাঁর প্রাণধন॥ হেন পাত্র স্থানে ইহা করিবে প্রকাশ। তবে সে হইবে মোর আনন্দ উল্লাস॥ অতঃপর কহি কিছু পরিহরি লাজ। দয়া করি শুনিবেন বৈষ্ণব সমাজ॥ সংক্ষেপে কহিল এই গ্রন্থ

বিবরণ। ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ শ্রীগুরু-চরণপদ্ম করিয়া প্রত্যাশ। উপাসনা চন্দ্রামৃত কহে লাল দাস ॥

ইতি শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতে প্রথমবিভাগে গুর্ব্বাদিবন্দনং
গ্রন্থবিবরণাদি-কথনঞ্চ নাম প্রথমকলা ॥

অথ দ্বিতীয়কলা।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ শ্রীগুরু-চরণপদ্ম করিয়া বন্দন। ক্রমে গুরু-তত্ত্ব কিছু করিব বর্ণন ॥ মনুষ্য-দুর্লভ দেহ যবে লভ্য হয়। ভবসিন্ধু তরিবারে নৌকা সে নিশ্চয় ॥ আপনি শ্রীগুরু তার হয় কর্ণধার। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বায়ু করেত সঞ্চার ॥ তবে অনায়াসে জীব তরয়ে সংসার। ইহা ব্যতিরেকে আর নাহিক নিস্তার ॥ ইথে যেই গুরু-কৃষ্ণ-চরণ আশ্রয়। নাহি করে সেইজন আত্মঘাতী হয় ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্বচনং—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং, প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং

ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং, পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।

তাতে কৃষ্ণ-দীক্ষাদি বৈষ্ণব গুরু স্থানে। উপাসনা করিবেক এই সে বিধানে॥ অন্য দেব-মন্ত্র হৈতে কৃষ্ণ-মন্ত্র সার। কৃষ্ণ বিনে অন্যে নারে তারিতে সংসার॥

যথা পাদ্মে—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যো হন্যদেবমুপাসতে;
তৃষিতো জাহ্নবী-তীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগণ-বাক্যঞ্চ—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং, স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তং। বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ, শ্ব-লাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুং॥ যথা তত্রৈব—মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূত-পতীনথ। নারায়ণ-কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥

কিম্বা অবৈষ্ণব স্থানে কৃষ্ণ-মন্ত্র যদি। লইয়া থাকয়ে কেহ সেহ ত অবিধি॥ পুনশ্চ বৈষ্ণব স্থানে গ্রহণ বিধান। এই মত হয় সাধু-শাস্ত্র-পরমাণ॥

যথা শ্রীপদ্মপুরাণে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেন নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গৃহ্লীয়াদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ॥

কিন্তু এক প্রভেদ আছয়ে মধ্যে তার। তান্ত্রিকের মতে এক সম্প্রদায়ি আর॥ সম্প্রদায় বিহীন মন্ত্রে কভু ফল নহে। এতেক কলিতে চারি সম্প্রদায়ি কহে॥

যথা শ্রীপাদ্মপুরাণে—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রীমাধ্ব-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভ.ব্যাঃ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকাঃ॥

সনৎকুমার সংহিতায়াং—

সম্প্রদায়ী কৃপাপূর্ণো বিরাগী গুরুরুচ্যতে।

তাতে পুনঃ বিশেষতঃ এই কলিকালে। গৌর কৃষ্ণ অবতার জীব তারিবারে॥ যুগধর্ম্ম হরিনাম কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন। আপনে আচরি বিশ্বে করিলা স্থাপন॥ যে কালে যে ধর্ম্ম প্রভু করেন প্রচার। সেই ধর্ম্মাচারে সাধুগণ পায় পার॥

যথা শ্রীগীতায়াং—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতে—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

শ্রীচরিতামৃতে—

আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এই সে সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥ ইতি। এই ত কহিল এক ধর্ম্মের

স্থাপন। দ্বিতীয় যে রাগানুগা ভক্তি প্রকরণ॥ বৃন্দাবন-রসকেলি মাধুর্য্য বিলাস। নিজ পারিষদ দ্বারে করিলা প্রকাশ॥

যথা কবিকর্ণপুরকৃতবাক্যং—

কালেন বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা, লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য। কৃপামৃতেনাভিষিষেচ নাথ, স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ।

শ্রীচন্দ্রামৃতে—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণ-পথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবিপিন মহামাধুরীষু প্রবেশঃ। কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্য-সীমা-মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার।

অতএব তার ধর্ম্মে তার মতে রতি। পরিবারসহ তারে যে করে ভকতি॥ কোনো সম্প্রদায়ী হন কোনো বা আশ্রম। সেই সে পণ্ডিত সেই বৈষ্ণব উত্তম॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

কলৌ যং বিদ্বাংসঃস্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরাদকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণংমখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ। উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিল, চতুর্থাশ্রময়ুনাং স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাম্নঃ কৃপয়তু।

তাতে পুনঃ চৈতন্যের যে সম্বন্ধধারী। সম্প্রদায়ী মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ অধিকারী॥ চৈতন্য সম্বন্ধ বিনা অন্যত্রে না হয়। শুদ্ধ প্রেমভক্তি রাগানুগা সুনিশ্চয়॥ তার স্থানে দীক্ষামন্ত্র করিয়া গ্রহণ। শুদ্ধ ভক্তি মতে করে কৃষ্ণ আরাধন॥ ভজন পক্কতা হইলে হয় প্রেমোদয়। প্রেমে কৃষ্ণ পায় ইথে নাহি

সংশয় ॥ যদি এক জন্মে পক্ক না হয় সাধন। জন্মান্তরে তভু হয়, না হয় খণ্ডন ॥

যথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরেঃ, র্ভজন্ন পক্কোথ পতেত্ততো যদি। যত্রক্কবা ভদ্রমভূদমুষ্যকিং কোবার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ।

শ্রীগীতায়াঞ্চ—

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে, যোগভ্রষ্টোঽভি জায়তে।

অতএব থাকে যদি জন্মের অপেক্ষা। পুনর্জ্জন্মে সেই গুরু হইতে পায় দীক্ষা ॥ গুরু নিত্য গুরুর সম্বন্ধ নিত্য হয়। কভু বা প্রকট কভু অপ্রকটময় ॥ পুনর্জ্জন্মে সেই গুরু প্রকট হইয়া। সেই শিষ্যে দীক্ষা দেন কৃপা ত করিয়া ॥

যথা শ্রীনরোত্তমঠাকুর মহাশয়েনোক্তং—

চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত। ইহলোকে পরলোকে, কিবা দুখে কিবা সুখে, সে চরণে রহু মোর চিত ॥

এই ত কহিল কিছু দীক্ষা প্রকরণ। গুরুর স্বরূপ এবে শুন ভক্তগণ ॥ শ্রীগুরু স্বরূপ হয় দুই ত প্রকার। সিদ্ধান্তের পক্ষে এক রস পক্ষে আর ॥ সিদ্ধান্তের পক্ষে গুরু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। নরবুদ্ধি করি কভু নহিবে বিতৃষ্ণ ॥

যথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেব-ময়োগুরুঃ ॥

অন্যত্রে—

যো মন্ত্রঃ সগুরুঃ সাক্ষাৎ যোগুরুঃ সহরিঃ স্মৃতঃ।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্ট স্তস্য তুষ্টো হরিঃস্বয়ং॥

রসপক্ষে যেই তাঁর নিজ আচরণ। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিসেবা সুখ আস্বাদন। সেই ত স্বরূপ তাঁর পরিকর মূর্ত্তি। যার অনুগতে ত শিষ্যের সেবা প্রীতি॥

তথাহি মনঃশিক্ষায়াং—

শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং।
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং নতুমনঃ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বাক্যং—

সাক্ষাৎ কবিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ, রুক্তুস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং॥

শ্রীচরিতামৃতে—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ॥

এই ত কহিল দুই প্রকার স্বরূপ। এবে কহি কিছু ক্রমে সেবা ভক্তি রূপ॥ দুই রূপ গুরু সেবা ভক্তি আচরণ। সিদ্ধান্তের পক্ষে আর রস পক্ষের লক্ষণ॥ অতএব আগে কহি সিদ্ধান্ত কিঞ্চিৎ। পশ্চাৎ কহিব রস পক্ষের যে রীত॥ প্রথমে করিবে গুরুদেব আরাধন। তবে সে হইবে সিদ্ধি কৃষ্ণের পূজন॥

শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রে—

প্রথমং তুগুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনং।
কুর্ব্বন্‌সিদ্ধি মবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।

গুরুদেব আরাধনা হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীগুরু সন্তোষে হন শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট॥

শ্রীভজনামৃতে—

গুরুরেব সদারাধ্যঃ শ্রেষ্ঠমন্ত্রপ্রদোহিবঃ।
গুরৌতুষ্টে হরিস্তুষ্টো নান্যথা কল্পকোটিভিঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ চরণে যদি অপরাধ হয়। গুরুকৃপা হইলে সেই অপরাধ ক্ষয়॥ গুরুস্থানে অপরাধ বড়ই বিষম। শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাহা নাহি হয় ক্ষম॥

তত্রৈব—

হরৌরুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌরুষ্টে ন কশ্চনঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুদেবং প্রসাদয়েৎ॥

গ্রামবাসী গুরুস্থানে অবশ্য যাইবে। ত্রিকাল প্রণাম করি দর্শন করিবে॥ দূরস্থ হইলে সেই দিগে ত উদ্দেশে। ত্রিকাল প্রণাম নিত্য করিবেক শিষ্যে॥

যথা আগমে—

সগ্রামবাসিনি গুরৌ ত্রিকালং প্রণমেৎ সুধীঃ।
দূরস্থ স্তদ্দিশং প্রেক্ষ্য প্রণমেৎ ভক্তিতঃ সদা॥

গুরু-শিষ্য সমাসনে কভু না বসিবে। আজ্ঞা আর ছায়া তাঁর কভু না লঙ্ঘিবে॥ গুরুর আসন হইতে উচ্চতরাসনে। না বসিবে, নীচ প্রায় রহিবে আপনে॥

যথা বামন কল্পে—

গুরোঃ সমাসনেচৈব নচৈবোচ্চাসনেবসেৎ।
আজ্ঞাং ছায়াং ন লঙ্ঘেত সদোপাসীত নীচবৎ॥

গুরুর কদাপি না দেখিবে ক্রিয়াকর্ম্ম। ক্রিয়াকর্ম্ম বিচারিলে নাশে নিজ ধর্ম্ম॥

যথা মহাভারতে—

গুরোর্ব্বা বৈষ্ণবানাঞ্চ ক্রিয়াকর্ম্ম বিলোকনাৎ।
তে সর্ব্বে বিলয়ংযান্তি যদি ধর্ম্মে প্রবর্ত্তনঃ॥

যেরূপ করিবে গুরু চরণে ভকতি। সেইরূপ তাঁর পুত্র কলত্রেতে রতি ॥ কায়মনোবাক্যে সাধুবর্ত্ম অনুসারে। ত্রিকাল প্রণাম আদি ভক্তিভাবে করে ॥

যথা তন্ত্রে—

গুরুবদ্ গুরুপুত্রেষু তৎকলত্রেষু ভক্তিকৃৎ।
ত্রিকালং প্রণমেৎ ভক্তো মনোবাক্-কায়বৃত্তিভিঃ ॥

কিন্তু তার মধ্যে গুরুপত্নীর বিষয়। ব্যবহার বিরুদ্ধতা যেই সেবা হয় ॥ পাদসম্বাহন আর কেশ সংস্কার। তৈলাদি মর্দ্দন অঙ্গে অকর্ত্তব্য তাঁর ॥ এই মত গুরুভক্তি অশেষ প্রকার। শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে গুরু মর্য্যাদাদি আর ॥ রসপক্ষে শুদ্ধপ্রেম মাধুর্য্য লক্ষণে। তার হিত যাতে হয় চিন্তে কায়মনে ॥ তাঁর সুখে আপনার দুঃখ যদি হয়। সেই দুঃখ দুঃখ নয় সুখের বিষয় ॥ গুরুর চরণে করি আত্ম সমর্পণ। স্নেহে আত্মবৎ সেবা করি অনুক্ষণ ॥ এই ত কহিল রস পক্ষ অনুসার। স্নেহে আচরণ গুরু ভক্তি সুখ সার ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

মর্য্যাদা হইতে কোটিসুখ স্নেহ আচরণে।
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে ॥

এই দুইরূপ সেবা ভক্তি আচরণ। আনুগত্যান্তর এবে শুন সাধুজন ॥ দুইরূপ হয় গুরুদেবের বিলাস। এক আত্মা অন্তর্বাহ্যে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥ বাহ্যেতে আচার্য্যরূপে জীবে কৃপা করে। অন্তরেতে ভাবমূর্ত্তি সদাই বিহরে ॥ দুইরূপ নিত্য তাঁর এক আত্মাময়। যেমত শ্রীগঙ্গাদেবী দুইরূপ হয় ॥ বাহ্যে নীর রূপে করে লোকের নিস্তার। অন্তরেতে দেবীরূপে

তাঁহার বিহার ॥ সেইরূপ গুরুদেব দুই মূর্ত্তি ধরে। শিষ্য তৈছে দুইরূপে আনুগত্য করে ॥ আচার্য্যরূপের যৈছে ভক্ত আচরণ। কৃষ্ণ গুণ লীলাদি শ্রবণ কীর্ত্তন ॥ চৈতন্যেতে শ্রীকৃষ্ণেতে অভেদ মনন। চৈতন্যচরিত আদি সদানুশীলন ॥ বৈষ্ণব আচার আর বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। পরমার্থ বিষয় যতেক ক্রিয়াকর্ম্ম ॥ সেই মত শিষ্যেহ করিবে আচরণ। যথাশক্তি কিন্তু তাহে নহে ব্যতিক্রম ॥

যথা শ্রীগীতায়াং—

যদ্যদাচরতিশ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরোজনঃ।
সযৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

বাহ্য আনুগত্য এই কহিল প্রত্যেকে। শ্রীগুরুজাতীয় ধর্ম্ম কহে যারে লোকে ॥ অন্তরের আনুগত্য কহি এবে আর। মনের ভাবনা ব্রজ লোক অনুসার ॥ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর যে মধুর। এই চারি ভাব মধ্যে যে ভাব গুরুর ॥ সেই ভাব আরোপ করিয়া মনে মনে। গুরু সঙ্গে কৃষ্ণসেবা করে বৃন্দাবনে ॥ কৃষ্ণ পরিকররূপ গুরুর সঙ্গতি। আপনেহ সেইরূপ ব্রজে করি স্থিতি ॥ যখন যে লীলা হয় সময় জানিয়া। গুরুর ইঙ্গিতে সেবা করিবে বুঝিয়া ॥

যথা শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তং—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য, প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিত মিত্যাদি।

এই ত কহিল আনুগত্য বিবরণ। দীক্ষাগুরু তত্ত্ব মধ্যে সঙ্ক্ষেপ লিখন ॥ শ্রদ্ধা করি এই তত্ত্ব শুনে যেবা জন।

গুরুর প্রসাদে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন॥ শ্রীগুরু চরণপদ্ম করি অভিলাষ। উপাসনা চন্দ্রামৃত কহে লাল দাস॥

ইতি শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতে প্রথম বিভাগে
দীক্ষাগুরুতত্ত্ববর্ণনং নাম দ্বিতীয় কলা।

অথ তৃতীয় কলা।

শিক্ষাগুরূনহংবন্দে কৃষ্ণং মাহান্তরূপিনং।*
যেষাং কৃপালবেনৈব পরতত্ত্বং লভেন্নরঃ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ শিক্ষা গুরুগণ পদে করি নমস্কার। কহি তাঁর তত্ত্ব কিছু বুদ্ধি অনুসার॥ প্রথমেতে কহি গুরুগণের আখ্যান। বর্ত্মোদেশ-শিক্ষা-দীক্ষা গুরু তিন নাম॥
যথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে টীকায়াং শ্রীকবিরাজ গোস্বামিনোক্তং—
কিম্বা বর্ত্মোদ্দেশগুরু র্মন্ত্রগুরুঃ শিক্ষাগুরুরিতি গুরুত্রয়েষ্টদেব স্মরণমিতি কেচিদাহুঃ।

দীক্ষাগুরু তত্ত্ব কিছু কহিলাম পূর্ব্বে। আর দুই গুরুতত্ত্ব শুন কহি এবে॥ ভজন পথের যেহোঁ কহেন উদ্দেশ। তাঁহারে কহি যে এক গুরুবর্ত্মোদ্দেশ॥ দীক্ষার পূর্ব্বেতে যাঁর সঙ্গাদি হইতে। কৃষ্ণ ভজিবারে বাঞ্ছা উপজয় চিতে॥ সেই বর্ত্মোদ্দেশ গুরু পুনঃ দুইরূপ। বিধি-রাগানুরাগা দুই বর্ত্ম অনুরূপ॥ অতএব দুইমত ভজনে প্রবৃত্তি। শাস্ত্রভায়

* মাহান্ত শব্দ; সংস্কৃত শ্লোকে গ্রন্থকর্ত্তা আদরে লিখিয়াছেন।

আর লোভে যার যৈছে মতি ॥ সর্ব্ববেদ শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণেরে ভজিতে। না ভজিলে না পারিবে এ ভব তরিতে ॥ অতএব আবশ্যক কৃষ্ণের ভজন। এইমত ভয়ে কারো হয় প্রবর্ত্তন ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

তস্মাদ্ভারত ! সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ং ॥

কারো বা শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণাদি হৈতে। সে ভাব মাধুর্য্যলোভ উপজয় চিত্তে। শাস্ত্রযুক্তি অপেক্ষাদি কিছু না করিয়া। কৃষ্ণ ভজে রূপ, গুণ, লীলাকৃষ্ট হৈয়া ॥

যথা রসামৃতসিন্ধৌ শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধী র্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণং ॥

বর্ত্মোদ্দেশ গুরু এই সঙ্ক্ষেপে কহিল। শিক্ষা গুরু তত্ত্ব এবে কহিতে হইল ॥ শিক্ষাগুরুকে ত কৃষ্ণ-স্বরূপ জানিবে। দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু অভেদ মানিবে ॥

যথা শ্রীকর্ণামৃতে—

চিন্তামণি র্জয়তি সোমগিরিগুর্রুর্মে, শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছ মৌলিঃ।

সেই শিক্ষাগুরু কহি দ্বিবিধ স্বরূপ। অন্তর্যামি এক আর ভক্তশ্রেষ্ঠ রূপ ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ ॥

অন্তর্যামীরূপে জীব-হৃদয়ে বসিয়া। নিজ তত্ত্ব প্রকাশেন বুদ্ধিযোগ দিয়া ॥ যথা শ্রীগীতায়াং—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগন্তং যেনমামুপযান্তি তে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেচ—

যোঽন্তর্বহি স্তনুভৃতা মশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্য চৈত্যবপুষা স্বগতিংব্যনক্তি।

এই ত কহিল কিছু অন্তর্যামিরূপে। আর কহি এবে শুন মহান্ত স্বরূপে॥ কেহ গুরু স্থানে মন্ত্র করিয়া গ্রহণ। কৃষ্ণদীক্ষা আদি তথি করেন শিক্ষণ॥

যথা ভক্তিরসামৃতে—

গুরুপাদাশ্রয় স্তস্মাৎ কৃষ্ণ দীক্ষাদি শিক্ষণং।

কাহারে বা দীক্ষা দিয়া শিক্ষার লাগিয়া। সমর্পেণ স্বজাতীয় বৈষ্ণব দেখিয়া॥ মহাপ্রভু যেমত শ্রীদাসরঘুনাথে। শিক্ষা লাগি সমর্পিলা স্বরূপের হাতে॥

যথা শ্রীদাসগোস্বামিনোক্তং—

যোমাং দুস্তরগেহ-নির্জ্জল-মহাকুপাদপারক্রমাৎ, সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরী কৃপারজ্জুভিঃ। উদ্ধৃত্যাত্ম-সরোজ-নিন্দি-চরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং, শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে॥

এই দুই সঙ্গতি যদি নহে কদাচনে। তবে কোন ভক্ত শ্রেষ্ঠ স্বজাতীয় স্থানে॥ আপনে করিবে সিদ্ধ সাধন শিক্ষণ। মনের সন্দেহ আর করিবে ভঞ্জন॥

যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেচ—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্তএবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

ইথে এক অনেক নির্দ্দিষ্ট কিছু নয়। যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

যথা শ্রীকবিরাজগোস্বামিনোক্তং—

এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
এই গুরুগণে করি আগে নমস্কার॥

কিন্তু কৃষ্ণভক্ত হন অনেক প্রকার। আশ্রয়ভেদেতে কোন রস হয় কার॥ আপন আপন রসে সবাকার প্রীত। সর্ব্বত্র না হয় ইথে সবাকার হিত॥ অতএব রসতত্ত্ব স্বজাতীয় স্থানে। শ্রবণ করিবে যাতে সুখ হয় মনে॥ অন্যত্র সিদ্ধান্ত তত্ত্ব করিবে শ্রবণ। সেহ নিজ সম্প্রদায়ী জানি বিজ্ঞজন॥

যথা শ্রীউপদেশামৃতে—

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত, দীক্ষাস্তিচেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশং।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞ মনন্য মন্য, নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥

দীক্ষা শিক্ষা গুরু দুই ভক্তির কারণ। পঙ্ক আর নীরে যৈছে পদ্মের সৃজন॥

যথা শ্রীরামচন্দ্রঠাকুর বাক্যং—

গুরু পঙ্ক সাধু নীর, তাহে পদ্ম যেন স্থির, এইমত ভক্তির প্রকাশ।
ভক্তমত মধুকর, মধুলোভে নিরন্তর, আসি আসি করয়ে বিলাস॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য সম্বিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃকথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

শিক্ষাগুরু-তত্ত্ব এই সংক্ষেপে লিখন। ইহা যেই পড়ে সেই পায় প্রেমধন॥ শিক্ষাগুরুগণ-পাদপদ্ম করি আশ। উপাসনাচন্দ্রামৃত কহে লাল দাস॥

ইতি শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতে প্রথম বিভাগে শিক্ষাগুরুতত্ত্ব-বর্ণনং নাম তৃতীয় কলা।

অথ চতুর্থ কলা।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ বৈষ্ণব গোসাঞি পাদপদ্ম করি ধ্যান। লিখিব কিঞ্চিৎ তাঁর তত্ত্ব উপাখ্যান ॥ বৈষ্ণব মহিমা কিছু কহনে না যায়। বেদ, শাস্ত্র, পুরাণাদি যাঁর গুণ গায় ॥ আমি মূর্খ দীনহীন কি পাইব পার। লিখিব যে কিছু নিজ বুদ্ধি অনুসার ॥ বৈষ্ণব গোসাঞি তাহে ক্ষমি অপরাধ। অপ-রাধ ক্ষমি মোরে করিবে প্রসাদ ॥ গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবেতে কিছু ভেদ নাই। যেই গুরু, কৃষ্ণ—সেই বৈষ্ণব, গোসাঞি ॥

যথা শাস্ত্রে—

গুরু-কৃষ্ণাবভেদেন বৈষ্ণবাংশ্চ তথৈবচ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

কৃষ্ণের বিগ্রহে আর কৃষ্ণের নামেতে। কৃষ্ণের প্রসাদে আর বৈষ্ণবগণেতে ॥ অল্প পুণ্য যার তার নাহিক বিশ্বাস ॥ এইমত কহে সর্ব্ব শাস্ত্র ইতিহাস ॥

যথা শাস্ত্রে—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম্নি ব্রহ্মণি-বৈষ্ণবে।
স্বল্প পুণ্যবতাং রাজন্! বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

তার মধ্যে যদি হয় কৃষ্ণেতেহ ভক্তি। বৈষ্ণবে না হয় সেই প্রাকৃত মতি ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু সভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

অন্যত্রেচ—

অর্চ্চয়েৎ কৃষ্ণ গোবিন্দং তদ্ভক্তান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে কৃষ্ণ-প্রসাদস্য-ভাজনা দাম্ভিকাজনাঃ ॥

অতএব বৈষ্ণবেতে যার হয় রতি। সেই জন হয় ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি ॥

যথাহি—

মদ্ভক্তোবল্লভোযস্য স এব বল্লভো মম।
তৎপরোবল্লভোনাস্তি সত্যং সত্যং মমার্জ্জুন ! ॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াং—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততমামতাঃ ॥

সর্ব্ব আরাধনে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের পূজন। তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর বৈষ্ণব সেবন ॥

যথা আগমে—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি ! তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥

যাঁহার স্মরণে সর্ব্ব বিঘ্ন যায় দূরে। তাঁহার সেবার ফল কে কহিতে পারে ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

যেষাং সং স্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈগ্রহাঃ।
কিং পুনর্দর্শন-স্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥

কোটি কোটি জ্ঞানী যোগী আর সিদ্ধমুক্ত। সভা হৈতে সুদুর্ল্লভ এক কৃষ্ণ ভক্ত ॥

যথা তত্রৈব—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে! ॥

প্রভাতে উঠিয়া করে বৈষ্ণব কীর্ত্তন। শাস্ত্র কহে কৃষ্ণ তুল্য হয় সেইজন ॥

যথা—

প্রাতরুত্থায় যে নিত্যং বৈষ্ণবানাঞ্চ কীর্ত্তনং।
কুর্ব্বন্তিতে ভগবতি! কৃষ্ণতুল্যঃ কলৌযুগে ॥

কৃষ্ণ ভক্তি-অঙ্গ যত লিখয়ে পুরাণে। প্রায় সেই সব অঙ্গ বৈষ্ণব সেবনে ॥

তথাহি আদিপুরাণে—

যাবন্তি ভগবদ্ভক্তে রঙ্গানি কথিতানীহ।
প্রায়স্তাবন্তি তদ্ভক্তভক্তেরপি বুধাবিদুঃ ॥

কদাচিৎ বাহ্যে যদি কোন দোষাভাষ। শরীর স্বভাবে হয় ভক্তের প্রকাশ ॥ তথাপি প্রাকৃত দেহ, ভক্তের না হয়। নীর ধর্ম্মে গঙ্গা যৈছে ফেন পঙ্কময় ॥

যথা শ্রীউপদেশামৃতে—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চদোষৈ, র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং নখলু বুদ্‌বুদফেনপঙ্কৈ র্ব্রহ্মদ্রবত্ব মপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেচ—

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতা কথিতা ধানা প্রায়োবীজায় নেষ্যতে ॥

এই ত কহিল কিছু বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য। পরেতে কহিবে তার স্বরূপ আদি তত্ত্ব ॥ কৃষ্ণভক্তগণ হন বহুত প্রকার।

সংক্ষেপে কহিব তার দুই ভেদ সার॥ পারিষদগণ আর সাধক আখ্যান। ক্রমে ক্রমে দুই তত্ত্ব করিব ব্যাখ্যান॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

সেই ভক্তগণ হয় দুই ত প্রকার। পারিষদগণ এক সাধকগণ আর॥

সেই ত সাধক মধ্যে দ্বিবিধ স্বরূপ। এক ত সাধক আর কহি সিদ্ধরূপ॥

যথা শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ—

তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতা।
তে সাধকাশ্চ সিদ্ধাশ্চ দ্বিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

তাতে এই রাগানুগামার্গে আছে ভেদ। বিবরিয়া কহি কিছু তাহার প্রভেদ॥ সাধকের মধ্যে পুনঃ দুই ত প্রকার। অনুৎপন্নরতি একোৎপন্নরতি আর॥ অনুৎপন্নরতিভাব দেহে চিন্তা করি। কৃষ্ণসেবাদি করেন ভাব অনুসারি॥ উৎপন্নরতির দেহ স্বয়ং স্ফূর্ত্তি হয়। কৃষ্ণনাম, লীলা, রূপ সদাই স্ফুরয়॥

যথা শ্রীকর্ণামৃতস্য টীকায়াং শ্রীলীলাশুক বিষয়ে
শ্রীকবিরাজ গোস্বামিনোক্তং।

অত্র রাগানুগামার্গেঽনুৎপন্নরতিঃ সাধকভক্তৈরপি স্বেপ্সিতসিদ্ধদেহং মনসি পরিকল্প্য, ভগবৎসেবাদিকং ক্রিয়তে। জাতরতীনান্ত স্বয়মেব তদ্দেহস্ফূর্ত্তিঃ। অস্ততুৎপন্নামধুরজাতীয়ারতিঃ ক্রমেণ অনুরাগদশাং প্রাপ্তা তত, স্বদেহস্ফূর্ত্তিঃ সদৈব॥

শাস্ত্রেচ—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখেহি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

সেই ত উৎপন্নরতি সম্যক্‌রূপেতে। উদয় করয় যথে

যেই সাধকেতে ॥ সাক্ষাৎ করিতে কৃষ্ণে যোগ্যতাদি ধরে। শ্রীবিল্বমঙ্গল যৈছে ধরিল কৃষ্ণেরে ॥

যথা শ্রীবিল্বমঙ্গলস্য বাক্যং—

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতং।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥

তথাপিহ এই যে মাধুর্য্য ভক্তগণে। ভাব অনুরূপ কৃষ্ণ প্রাপ্তি বৃন্দাবনে ॥ এ দেহে না হয় তার হয় যোগ্য দেহে। এই ত সিদ্ধান্ত সর্ব্ব সাধু মতে কহে ॥

যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

ব্রজ লোকের কোন ভাব লৈঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥

আর পুনঃ এ দেহের প্রাকট্য যাবৎ। বৈষ্ণবাপরাধ শঙ্কা রহয় তাবৎ ॥

যথা তত্রৈব—

তত্বপরি যায় লতা গোলোক বৃন্দাবন। কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ তাঁহা বিস্তারিত হয় ফলে প্রেমফল। ইহা মালি সিঞ্চে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জল ॥ যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তবে শুখি যায় পাতা ॥

সাধক রূপের এই কহিল লক্ষণ। ইহার প্রমাণ যৈছে গোস্বামি বচন ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণং সাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকা ইতিকীর্ত্তিতাঃ ॥ বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

ইহাতে মধ্যম অধিকারী আচরণ। গোসাঞি লিখিলা ভাগবতের বচন ॥

যথা শ্রীএকাদশে—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু বা।
প্রেমমৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

এই হয় মাধুর্য্য ভক্তের আচরণ। বিশেষে তাহাতে মহাপ্রভুর যে গণ॥ উত্তম হইয়া করে মধ্যম আচার। শ্রীদাস গোসাঞি কৈলা যৈছে ব্যবহার॥

তথাহি—তস্য গুণলেশ সূচকে।

যঃ প্রাপ্তান্ ব্রজবাসিনোহপ্যতিশিশূন্ মাত্তান্ দ্বিজান্ বৈষ্ণবান্। প্রত্যুত্থায় মুদোপগুহ্য তিলকেনাভ্যর্চ্য সংভাবনৈঃ। মৈত্রীং কৃষ্ণপদাশ্রিতান্ সুখয়তি যঃ স্বাশ্রিতান্ লালনৈঃ, ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথদাস ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ্গোচরঃ॥

কিন্তু প্রকারেতে হয় উত্তম লক্ষণ। বিস্তারিয়া কহি তার শুন বিবরণ॥ সর্ব্বভূতে দেখে যেই ভগবৎ স্বরূপ। উত্তম কহি যে তারে ভাগবৎ রূপ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ, ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

সেই ত স্বরূপ পুনঃ এ চারি প্রকার। জ্ঞান, যোগ ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য অনুসারে॥ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নিরূপয়ে ভগবানে। সেব্য সেবকতা ভাব নাহি যার জ্ঞানে॥ আপন সহিতে বিষ্ণুময় দেখে সব। এই এক হয় জ্ঞানীভক্ত অনুভব॥

তথাহি শাস্ত্রং—

সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।

যোগীগণ কহে অন্তর্যামী যে স্বরূপ। সর্ব্বত্র ব্যাপক

সেই পরমাত্মা রূপ ॥ পরমাত্মারূপো সর্ব্বভূতেঃ ভগবান্। যোগশাস্ত্র মত এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যান।

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

আত্মা অন্তর্যামী যারে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহোঁ ত গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয় ॥

সেব্য সেবকতাভাবে আপনে সেবক। স্বতন্ত্র ঈশ্বর তত্ত্ব জগৎ পালক ॥ সচ্চিদানন্দময় বপু পরম ঈশ্বর। অংশ রূপে ব্যাপি আছে জীবের ভিতর ॥

তথাহি তত্রৈব—

অনেক স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥

ঐশ্বর্য্য ভক্তের এই কহিলা সিদ্ধান্ত। ক্রমেতে কহিলা এই ত্রিবিধ বৃত্তান্ত ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—ত্রিবিধ রূপং।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞান মদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

মাধুর্য্যভক্তের এবে শুন বিবরণ। প্রেমে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি তার হয় অনুক্ষণ ॥ যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে। অতএব কৃষ্ণময় দেখয়ে সংসারে ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বত্রেই হয় ইষ্টদেবের স্ফুরণ ॥

সাধক রূপের এই কহিল লক্ষণ। সিদ্ধরূপ তত্ত্ব এবে শুন ভক্তগণ ॥ এই দেহে কৃষ্ণপ্রাপ্তি সাক্ষাৎ যাঁহার। মহাভক্ত কহি তারে সিদ্ধ নাম তার ॥ তাহার লক্ষণ কহি শুন

দিয়া মন। কৃষ্ণপ্রেম সুখার্ণবে সদা নিমগণ॥ কৃষ্ণাশ্রিত ক্রিয়ামুদ্রা কৃষ্ণ সেবা বিনে। সংসারের ক্লেশ যত কিছুই না জানে॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ, সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃস্যুঃ সন্ততংপ্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ॥

সেই দুই মত হয় শুন তত্ত্ব তার। সাধনেতে সিদ্ধি এক, কৃপাসিদ্ধি আর॥ যথা তত্রৈব—

সাধনৈঃ কৃপয়া চাস্য দ্বিধা সংপ্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ।

সাধনেতে সিদ্ধি হইল মুনি মার্কণ্ডেয়। কৃপাসিদ্ধি যজ্ঞপত্নী বলি-শুকাদয়॥

যথা—

মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ প্রোক্তাঃ সাধনৈঃ প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ। কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী-বৈরোচনি-শুকাদয়ঃ॥

অথ কৃপাসিদ্ধা শ্রীদশমে—

নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ননিবাসো গুরাবপি। ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়া শুভা। তথাপিহ্যুত্তমশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে। ভক্তির্দৃঢ়া নচাস্মাকং সংস্কারাদিমতা মপি।

সাধকাদি ভেদ এই কহিল কিঞ্চিৎ। এবে পারিষদ-তত্ত্ব শুন দিয়া চিত॥ কৃষ্ণ পারিষদগণ নিত্যসিদ্ধ নাম। কোটি প্রাণ তুল্য প্রেম কৃষ্ণ অনুপাম॥ কৃষ্ণসম গুণ যার মহিমা অপার। নিত্যানন্দময় সদা প্রেমের আকার॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ॥

সেই ব্রজবাসী আর যাদবাদি যত। কৃষ্ণ সঙ্গে হয় তা' সবার গতাগত॥ কর্ম্মবন্ধে জন্ম নাহি হয় তা' সবার। কৃষ্ণের সদৃশ ইচ্ছাময় অবতার॥

যথা পাদ্মে—শ্রীভগবৎ সত্যভামাদেবী সম্বাদে—

অথ ব্রহ্মাদিদেবানাং তথা প্রার্থনয়াভুবঃ। আগতোহহং গণাঃ সর্ব্বেঃ জাতাস্তেহপিময়া সহ॥ এতেহি যাদবাঃ সর্ব্বে মদগণা এব ভামিনি! সর্ব্বদা মৎপ্রিয়া দেবি! মত্তুল্যগুণশালিনঃ॥

শ্রীদশমেঃ—

অহোভাগ্য মহোভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণংব্রহ্ম সনাতনং॥

পদ্মোত্তরখণ্ডে—

যথা সৌমিত্রিভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ। তথা তেনৈব জায়ন্তে নিজ লোকাদ্ যদৃচ্ছয়া॥ পুনস্তেনৈব গচ্ছন্তি তৎপদং শাশ্বতং পরং। ন কর্ম্ম-বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥

কৃষ্ণের অনন্তলীলা পরিবার ধাম। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক পরব্যোম নাম॥ তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠতর কৃষ্ণলোক খ্যাতি। দ্বারকা, মথুরা, ব্রজ ত্রিবিধত্বে স্থিতি। তার মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ব্রজ বৃন্দাবন। শুদ্ধপ্রেম-ক্ষেত্র সেই সর্ব্বোত্তমোত্তম॥

যথা শ্রীদাসগোস্বামিনোক্তং—

বৈকুণ্ঠাদপি সোদরাত্মজবৃতা দ্বারাবতী সাপ্রিয়া, যত্র শ্রীশতনিন্দি পট্টমহিষীবৃন্দৈঃ প্রভুঃ খেলতি। প্রেমক্ষেত্রমসৌ ততোপি মথুরা' শ্রেষ্ঠা হরে র্জন্মতঃ, যত্র শ্রীব্রজ এব রাজতিতরাং তামেব নিত্যং ভজে॥

শাস্ত্রেচ—

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরিয়সী।
দিন মেকং নিবাসেন হরৌভক্তিঃ প্রজায়তে॥

সেই ব্রজপরিকরগণ ব্রজবাসী। শুদ্ধ প্রেম-মাধুর্য্য সমুদ্রে রহে ভাসি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় গোপীগণ। কৃষ্ণের নিগূঢ় প্রেম রসের ভাজন॥

যথা শ্রীপ্রেমামৃতে—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ! নিগূঢ় প্রেমভাজনং॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

নপারয়েহহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুসাপিবঃ।
যামাভজন্ দুর্জ্জর গেহশৃঙ্খলাং সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতি যাতু সাধুনা॥

সেই গোপিকার মধ্যে উত্তম রাধিকা। রূপে গুণে সৌভাগ্যেতে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥

যথা গোপীপ্রেমামৃতে—

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনংপুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ! তত্র রাধাভিধা মম॥

অন্যত্রচ—

দেবী কৃষ্ণময়ীপ্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃসম্মোহিনীপরা॥

এই ত কহিল নিত্য পারিষদতত্ত্ব। সংক্ষেপে কহিল এই বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য॥ ইহা যেই শুনে সেই কৃষ্ণ-ভক্তি পায়। বৈষ্ণব গোঁসাঞি তার হয়েন সহায়॥ বৈষ্ণবঠাকুর পায়ে করি অভিলাস। উপাসনাচন্দ্রামৃত কহে লাল দাস॥

ইতি শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতে প্রথম বিভাগে বৈষ্ণব-মহিমাদিতত্ত্ববর্ণনং নাম চতুর্থ কলা।

অথ পঞ্চম কলা।

বৈরাগ্য বিদ্যা নিজভক্তি যোগ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্য স্তমহং প্রপদ্যে॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ এবে কহি কিছু জ্ঞান বৈরাগ্য বারতা। বৈষ্ণবের ধর্ম্ম সেই ভক্তির পুষ্টিতা॥ যদ্যপি আপনে ভক্তি স্বয়ং সিদ্ধ হয়। জ্ঞান বৈরাগ্যের প্রায়াপেক্ষা না করয়॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥

তথাপি প্রথমে ভক্তি প্রবেশ কারণে। অল্প উপযোগিতা তার চাহি সাধারণে॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং

জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা।
ঈষৎ প্রথম মেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥

ভক্তির স্বভাব হয় অতি সুকুমার। জ্ঞান ও বৈরাগ্য দুই কঠিন ব্যাপার॥ এই হেতু প্রথমাবস্থায় অল্প কয়। যথা- যোগ্য যাতে চিত্ত কঠিন না হয়॥

যথা তত্রৈব—

যদুভে চিত্তকাঠিন্যহেতূ প্রায়ঃ সতাং মতে।
সুকুমারস্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা॥

কিন্তু ভক্তি হৈলে জ্ঞান বৈরাগ্যাদি যত। আপনি উদ্ভব হয় সহজই কত॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

যৎকর্ম্মভি র্যৎতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্ম্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি ॥

শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

রুচিমুদ্বহত স্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ।
বিষয়েষু গরিষ্ঠোঽপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে ॥

অতএব ভুক্তি অঙ্গে না কৈলা গণনা। কিন্তু ইহাতেহ বাড়ে ভক্তের গরিমা ॥ যথা তত্রৈব—

বিশেষণত্বমেবৈষাং সংশ্রয়ন্ত্যধিকারিণাং।
বিবেকাদীন্যতোঽমীষামপি নাঙ্গত্বমুচ্যতে ॥

ভক্তি কৃপা হইতে হয় ইহার সঞ্চার। সামান্য জীবের ইথে নাহি অধিকার ॥ মুই অতি তুচ্ছ মতি কি পারি কহিতে। যে কিছু কহিল মাত্র সাধু শাস্ত্রমতে ॥ আগে ত কহিব জ্ঞান পশ্চাৎ বৈরাগ। ক্রমেতে কহিয়ে দুই শুন মহাভাগ ॥ জ্ঞান দুইরূপ হয় এক ব্রহ্মজ্ঞান। আর কৃষ্ণ স্বরূপাদি তত্ত্বানুসন্ধান ॥

যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ টীকায়াং—

জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতমিতি শ্লোকার্থে। জ্ঞানমত্র নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানং নতু ভজনীয়ত্বানুসন্ধানমপীতি ॥

অভাগিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ। তাহার দুর্লভ এই প্রেমসেবা সুখ ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

অভাগিয়া জ্ঞানী-কাক চুষে নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেচ—

যা নির্বৃতি স্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-ধ্যানাদ্ ভবজ্জনকথা-শ্রবণেন বা স্যাং। সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথমাভূৎ কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী কৃষ্ণজীবে অভেদ মানয়। সেই মহা অপরাধ জানিহ নিশ্চয় ॥ জীব মায়াবশ কৃষ্ণ মায়ার ঈশ্বর। চিদানন্দ-ময় তনু সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ॥

যথা শাস্ত্রে—'হ্লাদিনী' ত্যস্য টীকায়াং সর্ব্বজ্ঞ সূক্তৌ।

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ নিকরাকরঃ ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং ॥

কেহ ব্রহ্ম কহে, কেহ পরমাত্মারূপ। কেহ ত কহয়ে তারে ভগবান স্বরূপ ॥ সকল সম্ভবে যাতে স্বয়ং ভগবান। অঙ্গদ্যুতি অংশ আর স্বরূপের ধাম ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধের চিহ্ন ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেচ—

বদন্তি তত্তত্ত্ব বিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞান মদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥'

অনন্তাবতার তাঁর যত বিশ্ব ভরি। সভার আশ্রয় কৃষ্ণ মূল অবতারী ॥

যথা তত্রৈব—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথা বিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

ব্রহ্মবাদি নিরাকার কহে ত ঈশ্বরে। নিঃশক্তি করিয়া পুনঃ কহয়ে তাঁহারে॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার। হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥ স্বাভাবিকা তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়। নিঃশক্তি করিয়ে তারে করহ নিশ্চয়॥ ইতি॥ অনন্ত কৃষ্ণের শক্তি না জায় বর্ণন। তার মধ্যে তিন শক্তি প্রধান গণন॥

যথা তত্রৈব—

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান। চিৎশক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥ চিৎশক্তি অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। তটস্থা জীবশক্তি, তিনে করে কৃষ্ণভক্তি॥

বিষ্ণু পুরাণে—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞ্যাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

চিৎশক্তি স্বরূপাশক্তি কৃষ্ণের স্বরূপ। একই চিৎশক্তি পুনঃ ধরে তিনরূপ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ। এক চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ॥ আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

শাস্ত্রেচ—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরীমিশ্রা ত্বয়িনো গুণবর্জ্জিতে॥

ক্রমে কহি এই তিন শক্তি বিবরণ। প্রথমেত শ্রীহ্লাদিনী স্বরূপ গণন॥ হ্লাদিনীর সাররূপা শ্রীমতি রাধিকা। কৃষ্ণের প্রেয়সি-শ্রেষ্ঠ গুণে সর্ব্বাধিকা॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

হ্লাদিনীর সার প্রেম; প্রেম সার ভাব। ভাবের পরমকাষ্ঠী নাম মহাভাব॥ সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণ খনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি॥

শাস্ত্রেচ—

মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরিয়সী।

সেই রাধা হৈতে তিন গুণের বিচার। গোপিকা মহিষী-গণ লক্ষ্মীগণ আর॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

অবতারি কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধিকা হৈতে তিন গণের প্রচার॥ মহিষীগণ হন তাঁর বিলাস স্বরূপ। লক্ষ্মীগণ হয়েন বৈভব অংশরূপ॥ আকার ভেদেতে তাঁর ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহ রূপ তাঁর রসের কারণ॥ ইতি॥ এই ত কহিল হ্লাদিনী শক্তির তত্ত্ব। সন্ধিনীশক্তির এবে শুনহ মহত্ব॥ সন্ধিনীর স্বরূপ হয় অনেক প্রকার। কৃষ্ণের যে নিজ ধাম আদি পরিবার॥

তত্রৈব—

সন্ধিনির সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম। ভগবানের সত্তা যাঁহা যাঁহাতে বিশ্রাম॥ মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর। এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

সত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং। যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ॥

সম্বিৎ শক্তির এবে শুনহ মহত্ব। যাহারে কহিয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ব॥ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা স্বয়ং সর্ব্ব সার। কৃষ্ণতত্ব ভগবত্তা স্বরূপাদি আর॥ ব্রহ্মজ্ঞান আদি তত্ত্ব কহিয়ে যাহারে। সম্বিৎশক্তির এক অংশ পরিবারে॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার। ব্রহ্ম জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার"॥ ইতি॥ এই ত কহিল কৃষ্ণস্বরূপাদি তত্ত্ব। এবে কহি তার কিছু ধামের মহত্ব॥ "ত্র্যধীশ" শব্দের অর্থ যে কৈল গোঁসাঞি। বাহ্য মধ্যাবাস অন্তঃপুর তিন ঠাঁই॥ তিনের ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। নাহি যার অতিশয় নাহিক সমান॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ।

এই তিন স্থানে হয় কৃষ্ণের বিলাস। এই তিন মধ্যে পুনঃ অণ্ড প্রকাশ॥ যদ্যপি প্রমাণ সব আছয়ে সমাজে। তথাপি দৃষ্টান্ত কহি যাতে লোক বুঝে॥ ইহার দৃষ্টান্ত সব শরীর ভিতরে। শরীরের তত্ব যেবা জানিবারে পারে॥ জীবতত্ব পরতত্ব দুই হয় জ্ঞান। ক্রমে দুই তত্ব করি একত্রে ব্যাখ্যান॥ শরীরের মধ্যে বস্তু ত্রিবিধ প্রকার। ভূতাত্মা, জীব আত্মা, পরমাত্মা আর॥ উত্তরোত্তরেতে শ্রেষ্ঠ স্বরূপ বিভেদ। সেইমত হয় কৃষ্ণধামের প্রভেদ॥ তিন স্থান,

শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্রে পরমাণ। বাহ্য, মধ্যাবাস আর অন্তঃপুর নাম ॥

তথা শ্রীচরিতামৃতে—

"এই অর্থ মধ্যে হয় শুন অর্থ আর। তিন স্থান শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্র খ্যাত যার। অন্তঃপুর গোলোক আর বৃন্দাবন। যাহা নিত্য স্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ॥ তার তলে পরব্যোম বিষ্ণুলোক নাম। নারায়ণ আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম॥ মধ্যাবাস কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্য ভাণ্ডার। অনন্ত স্বরূপে যাহা করেন বিহার॥ তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা কোঠরি অপার" ॥ ইতি ॥ ভৌতিক দেহেরে কহি ভূতাত্মা নাম। আকাশ আদি পঞ্চভূতে যাহার সংস্থান॥ মহৎ অহঙ্কার তত্ত্ব গুণাদি বেষ্টিত। প্রকৃতি বিকার এই দেহ পরাকৃত॥ তৈছে পরাকৃত গুণ ব্রহ্মাণ্ডের গণ। দুই এক তত্ত্ব এক স্বরূপে গণণ॥

যথা শ্রীদশমে—

ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ সম্বেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তি কায়ঃ। ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ড পরাণুচর্য্যা বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বং।

প্রাকৃত দেহেতে যৈছে স্থূলেন্দ্রিয়গণ। হস্তপাদ চক্ষু নাসা প্রভৃতি গণণ॥ ব্রহ্মাণ্ডগণের তৈছে বিরাট স্বরূপ। ইন্দ্রিয় বিশেষ সেইমত স্থূলরূপ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

হিরণ্যগর্ব্ভঃ সূক্ষ্মোঽত্র স্থূলো বৈরাজসংজ্ঞকঃ।

মায়িক বিভূতি এই ব্রহ্মাণ্ডেরগণ। এক পাদৈশ্বর্য্য মধ্যে

ইহার গণন॥ ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম। গোলোক শ্রীবৃন্দাবন বৈকুণ্ঠাদি নাম॥

যথা শাস্ত্রে—

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদং।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥

এই ত সংক্ষেপে বাহ্যাবাস বিবরণ। মধ্যাবাস তত্ত্ব এবে শুন দিয়া মন॥ জীবআত্মা স্বরূপেতে দৃষ্টান্ত তাহার। সেই তত্ত্ব কহি আগে করিয়া বিচার॥ জীব আত্মা অপ্রাকৃত হয় নিত্য রূপ। অসংখ্য অপার সূক্ষ্ম চিৎকণ স্বরূপ॥

তথাহি শাস্ত্রং—

জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোয়ং সংখ্যাতীতোহি চিৎকণঃ।

সেই জীব হয় পুনঃ দুই ত প্রকার। মায়িক নামেতে এক জীবন্মুক্ত আর॥ মায়িক জীবের আত্মা মায়াতে জড়িত। তাহার দৃষ্টান্ত ইহাঁ না হয় উচিত॥ মায়াপার হয় এই মধ্যাবাস ধাম। চিন্ময় স্বরূপ মহা বৈকুণ্ঠ আখ্যান। অতএব জীবন্মুক্ত সহ এক রূপ। মায়াশূন্য যাতে জীব জীবন্-মুক্তের স্বরূপ॥ সেই ত জীবন্মুক্ত দুই ত প্রকার। কৃষ্ণভক্ত জীবন্মুক্ত জ্ঞানিমুক্ত আর॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"জীবন্মুক্ত অনেক সেহ দুই ভেদ জানি। ভক্ত জীবন্মুক্ত জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি"॥ ইতি॥ কৃষ্ণভক্ত আত্মা হয় মাধুর্য্য স্বরূপ। তার সহ বৈকুণ্ঠের নহে একরূপ॥ কেবল ঐশ্বর্য্য ময় হয় এই ধাম। জ্ঞানী জীবন্মুক্তসহ ইহার উপাম॥ সেই

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুনঃ দুই ভেদ। নির্ব্বিশেষ সবিশেষ ভাবনা প্রভেদ॥ তাতে তার দুইরূপে মোক্ষে অধিকার। ব্রহ্মসাযুজ্যে এক সালোক্যাদি আর॥ অতএব জীবন্মুক্ত জ্ঞানী দুই রূপ। সবিশেষ নির্ব্বিশেষ চিন্ময় স্বরূপ॥ সেই মত পরব্যোমে হয় দুই রূপ। সবিশেষ নির্ব্বিশেষ চিন্ময় স্বরূপ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ। ভিতরেতে সূর্য্যরথ আদি সবিশেষ॥ তৈছে পরব্যোম ধাম চিচ্ছক্তি বিলাস। নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ব্যূহ বাহিরে প্রকাশ॥ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকার তাঁহা পায় লয়" ॥ ইতি ॥ সেই মহা বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণ নাম। লক্ষ্মীপতি ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবান্॥ চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-বৈকুণ্ঠ অধিকারী। তুরীয় বিশুদ্ধ বাসুদেব সঙ্কর্ষণ। প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধসহ চতুর্ব্যূহ হন॥ শ্রীশক্তি ভূ-শক্তি আদি যত শক্তিগণ। নিরন্তর করে তাঁর চরণ সেবন॥ চতুর্ভুজরূপ পারিষদগণ সঙ্গে। ক্রীড়া করে নারায়ণ ভগবান্ রঙ্গে॥ চতুর্ব্বিধ মুক্তি দিয়া জীবের নিস্তার। কৃপায় করেন এই কার্য্য হয় তাঁর॥

যথা তত্রৈব—

"যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম। তথাপি জীবে কৃপায় করে এক কর্ম্ম॥ সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার। চারি মুক্তি দিঞা করে জীবের নিস্তার॥ অনন্ত-

কোটি বৈকুণ্ঠ যাঁর ভাণ্ডার কোঠরি। পারিষদগণ আছে ষড়ৈশ্বর্য্য ভরি” ॥ ইতি ॥ সে সব বৈকুণ্ঠ মধ্য স্বরূপ বিভেদ। অস্ত্রাদি ধারণ ভেদে নামের প্রভেদ ॥ এক নারায়ণ যেঁহো ব্যোম অধিকারী। তাঁহার প্রকাশ সব আছয়ে বিস্তারি ॥ সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যাবাস তত্ত্ব। এবে শুন কিছু অন্তঃপুরের মহত্ত্ব ॥ অন্তঃপুর হয় সেই পরমাত্মা রূপ। আগে কহি সেই পরমাত্মার স্বরূপ ॥ তেঁহো ত ঈশ্বর তাহে প্রভেদ অনেক। অংশ, কলা, রূপ আর স্বয়ং রূপ এক ॥ অংশরূপে ব্যাপি জাগে জগতের মাঝে। অন্তর্যামি রূপে জীব-হৃদয়ে বিরাজে ॥

যথা কবিরাজগোস্বামিনোক্তং—

য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতেচ—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তঃ। চতুর্ভুজং কঞ্জ-রথাঙ্গ-শঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি।

স্বয়ংরূপ সর্ব্বাংশী সম নহে যার। মূল পরমাত্মা সেই ব্রজেন্দ্র কুমার ॥

যথা তত্রৈব—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥

অনন্ত বৈভব তাঁর অচিন্ত্য শকতি। সর্ব্বত্র ব্যাপক কিন্তু লিপ্ত নহে কতি ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

“আত্মা শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহৎ স্বরূপ। সর্ব্ব ব্যাপক সর্ব্ব

সাক্ষী পরমাত্মাস্বরূপ" ॥ ইতি ॥ কিন্তু তাতে হয় তার দুই লিপ্ত স্থান। ভক্ত হৃদিমাঝে আর যোগপীঠ ধাম ॥ ভক্ত হৃদিপদ্ম মাঝে ভক্তিযোগ দ্বারে। আবির্ভাব সদা তাঁর ভাব অনুসারে ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো নন্থ নাথ পুংসাং।

চিত্তে আবির্ভাব হৈলে স্ফুরে বিদ্যমান। অন্তর্ভাবে বিরহ প্রলাপ বাহ্য জ্ঞান ॥ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তৈছে যোগপীঠ স্থানে। সর্ব্বত্রেই শ্রীকৃষ্ণের সদা অধিষ্ঠানে ॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কহিয়ে গোকুল। স্বরূপে সহস্র পত্র পদ্ম সমতুল ॥ যাহার কর্ণিকা রূপ বৃন্দাবন নাম। সেই নিজ ধাম তাঁর শাস্ত্র পরমাণ ॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং। তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাং শসম্ভবং ॥

আবির্ভাব অন্তর্ভাব যৈছে ভক্ত মনে। প্রকটাপ্রকট তৈছে যোগপীঠ স্থানে ॥ আর যত স্থান আর জীব চরাচরে। অন্তর্ভাবে অংশ রূপে রহেন অন্তরে ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্যভাষে। তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে" ॥ ইতি ॥ অতএব কৃষ্ণ মূল পরমাত্মারূপ। তার স্থান অন্তঃপুর সেহো সেইরূপ ॥ কৃষ্ণ-তনু সম হয় বৈভব অনন্ত। সর্ব্বত্র ব্যাপক যাঁর নাহি আদ্য

অন্ত ॥ জগতের মধ্যে আছে জগৎ বাহির । সকল ব্রহ্মাণ্ডে বৈসে একই শরীর ॥

যথা তত্রৈব—

"সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণ তনু সম । উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম ॥ ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায় । চতুর্ব্যূহ একই স্বরূপ হয় নাহি দুই কায়" ॥ ইতি ॥ সেই অন্তঃপুর কৃষ্ণলোক তার নাম । চতুর্ব্যূহরূপে চতুর্ব্বিধে সংস্থান ॥ মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার অনুরূপ । দ্বারকা, মথুরা, ব্রজ, গোলক স্বরূপ ॥ এই চারি ধামেতে কৃষ্ণের নিত্যবাস । মধুর ঐশ্বর্য্য আর মাধুর্য্য-বিলাস ॥

যথা গোস্বামিনোক্তং—

বস্থা বাসঃ পুরাণাদৌ খ্যাতঃ স্থানচতুষ্টয়ে ।
ব্রজে মধুপুরি দ্বারাবত্যাং গোলোক এব চ ॥

তার মধ্যে মনে চিত্তে ভেদাভেদ জানি । তৈছে ভিন্ন ভিন্ন ব্রজে গোলোকে বাখানি ॥ অতএব ত্রিবিধত্বে তাঁর সংস্থান । দ্বারকা, মথুরা আর গোকুল আখ্যান ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি । দ্বারকা, মথুরা, গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥ সর্ব্বোপরি গোকুল ব্রজলোক ধাম । গোলোক, শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম" ॥ ইতি ॥ যৈছে চতুর্ব্যূহেতে প্রধান এক মন । হৃৎপদ্ম তাহার নাম পদ্মের গঠন ॥ তৈছে ইহা পদ্মাকৃতে হয় ত গোকুল । সকল ধামের শ্রেষ্ঠ গুণেতে অতুল ॥ সম্পূর্ণ মাধুর্য্যময় লীলার এ স্থান । ব্রজেন্দ্রনন্দন যাঁহা স্বয়ং ভগবান ॥ ব্রহ্মাণ্ডের

যোগে যত আছে লীলাস্থলী। নানা অবতারে কৃষ্ণ যাঁহা করে কেলি॥ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের সব অংশেতে গণনা। অতএব তাঁর অঙ্গ উপাঙ্গে যোজনা॥ একই আত্মার যৈছে ইন্দ্রিয় বিস্তার। নিজ নিজ গুণে বাস পৃথক সবার॥ তৈছে এক যোগে ইহা একই স্বরূপ। সর্ব্বধাম মায়া পার চিদানন্দ রূপ॥ অন্তঃপুর তত্ত্ব এই কহিল সংক্ষেপে। অন্তর্বাহ্য পুনঃ তার হয় দুই রূপে॥ অন্তরে কৃষ্ণলোক বাহ্যে গৌর-ধাম। অন্তরেতে কৃষ্ণ যৈছে বাহ্যে গৌর নাম॥

যথা শ্রীজীবগোস্বামিনোক্তং—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

কৃষ্ণের যতেক ধাম লীলা পরিকর। গৌরাঙ্গলীলার অন্তর্ভূত নিরন্তর॥ ব্রজেতে যমুনা—গঙ্গা নদীয়া নগরে। সে যমুনা বহে যৈছে গঙ্গার ভিতরে॥ সেই ধাম সেই লীলা সেই পরিজন। সেই স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ সর্ব্ব অবতারময় চৈতন্য স্বরূপ। যার যে ভাবনা তারে স্ফুরে সেই রূপ॥

যথোক্তং—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ কৃপাময়ৌ।
সর্ব্বাবতার সংশক্তৌ সর্ব্বভক্তজনাশ্রয়ৌ॥

শ্রীরাধিকার ভাব-দ্যুতি করি অঙ্গীকার। নিজ রস আস্বা-দিতে এই অবতার॥ ঈশ্বরের নাহি দেহ দেহীর প্রভেদ। স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিচ্ছেদ॥ সেই মত হয় তার ধামের স্বরূপ। এক কৃষ্ণ লোক অন্ত র্বাহ্যে দুই রূপ॥

তথাহি—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কারণাতীত বিগ্রহং।
তল্লীলাকারণাতীতধাম ভৃত্যাদিভিঃ সহ॥

যল্লীলাধামদ্বৈবিধ্যাৎ ভেদেপি দেশকালয়োঃ। উপেক্ষ্যো ব্রজতল্লীলে ন তং গৌরবিধুং ভজে॥

প্রসঙ্গে লিখিল কিছু চৈতন্যের তত্ত্ব। আগে বিস্তারিয়া তার কহিব মহত্ত্ব॥ সংক্ষেপে কহিব এই কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞান। বৈরাগ্যের কহি কিছু এবে উপাখ্যান॥ বৈরাগ্যের প্রকরণ দুই ত প্রকার। ফল্গু নাম হয় এক যুক্ত নাম আর॥ মুমুক্ষুজীবের যেই বৈরাগ্য করণ। মুক্তি হেতু অভিপ্রায় সংসার মোচন॥ কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি সুখ কিছুই না জানে। ব্রহ্মানন্দ পদ তারা শ্রেষ্ঠ করি মানে॥ কৃষ্ণের স্বরূপ ধাম লীলা পরিবার। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বস্তু প্রসাদাদি আর॥ প্রাকৃত বুদ্ধিতে সব পরিত্যাগ করে। এ ফল্গুবৈরাগ্য নাম ফল্গু কহি যারে॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

অতএব মহাপ্রভু ইহা নিষেধিলা। যুক্ত-বৈরাগ্য সনাতনেরে কহিলা।

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"যুক্তবৈরাগ্যস্থিতি সব দেখাইল। শুষ্কবৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল"॥ ইতি॥ অনাশক্ত যথোচিত বিষয়ভুঞ্জন। ভক্তির বাধক ভক্ষ পালনা করণ॥ কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কার্য্য কৃষ্ণানুশীলন। নির্ব্বন্ধ করিয়া তাতে ইন্দ্রিয় প্রেরণ॥ এই ত

বৈরাগ্যযুক্ত কহে সাধুমতে। ভক্তির পোষক এই হয় সুনিশ্চিতে॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হ মুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

তবে কাম ক্রোধ আদি ছয় রিপুগণ। অযোগ্য ইন্দ্রিয় মধ্যে যাহার গণন॥ কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কার্য্যে কিরূপে স্থাপিবে। ভক্তির পোষক এই কিরূপে হইবে॥ সেই তত্ত্ব কহি এবে করিয়া বিচার। "কাম"-শব্দ অর্থ আগে শুন দ্বি-প্রকার॥ কাম শব্দে এক কাম কন্দর্পবিকার। নিজাভীষ্ট কামনাদি কহি কাম আর॥ কন্দর্প বিকার আগে কহি তার স্থান। দুইরূপে হয় তার ইহা সংস্থান॥ কাম ক্রীড়া লোভেতে প্রকৃতিভাবে ভজে। সেই ভাবে কৃষ্ণ সঙ্গে কামকেলি যজে॥ তাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে যেই মুনিগণ। রাম দেখি কামে পায় কৃষ্ণের চরণ॥ তথাহি পাদ্মে—

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহং॥ তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততোমুক্তা ভবার্ণবাৎ॥

এই এক সম্ভোগেচ্ছাময়ী অনুসার। তদ্ভাবেচ্ছাময়ী রাগানুগা শুন আর॥ ব্রজে নিত্য সখীরূপা রাগাত্মিকাগণ। তার ভাবাশ্রয় সেই রাগানুগাজন॥ সখীভাবে রাধাকৃষ্ণে মিলন করায়। নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণ-প্রেম-কল্পলতা। সখীগণ হয় তার

পল্লব, পুষ্প, পাতা॥ কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতারে সিঞ্চয়। নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটী সুখ হয়"॥ ইতি॥ রাধাকৃষ্ণ সুখের তাৎপর্য্য এই কাম। অতএব হয় তার ইহাঁ প্রেম নাম॥

যথা তত্রৈব—

নিজ সুখ তাৎপর্য্য তারে কহি কাম।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য ধরে প্রেম নাম॥

শাস্ত্রেচ—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।

এইত কহিল কাম কন্দর্প বিকার। কামনা অর্থের স্থান শুন কিছু আর॥ আপনাকে কৃষ্ণদাস করে অভিমান। তাঁর সেবা কর্ম্ম এই কামনাদি দান॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

কামঞ্চ দাস্যে নতুকামকাম্যয়া।

এই ত কহিল কাম দুই ত প্রকার। এবে পঞ্চ ক্রোধাদির কহি স্থান আর॥ কৃষ্ণের নিন্দুক জনে ক্রোধ সে করিবে। কৃষ্ণাধরামৃতে লোভ মোহ কৃষ্ণে হবে॥ কৃষ্ণ কথা মধুপানে মদ যে সর্ব্বথা। কৃষ্ণ ত্বদীয়ত্বে মান কহি মাৎসর্য্যতা॥　　যথা শাস্ত্রে—

ভবদ্দাস্যে কামঃ ক্রুধিরপি ভবন্নিন্দুকজনে, ভবচ্ছিষ্টে লোভো যদি ভবতি মোহস্তবরতৌ ত্বদীয়ত্বে মানং তব বচন পাথোজমধুনা মদস্তে মাৎসর্য্যং ভজনক্রিয়য়া ষট্ সুবিজিতা।

শ্রীনরোত্তমঠাকুরবাক্যং—

"কাম কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষি জনে" ইত্যাদি। এই ত কহিল ছয় রিপু পরাজয়। স্থান পূজা পাইলে আপনে

সাম্য হয় ॥ বৈরী ভাব ছাড়ি তবে করএ সহায়। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয় কার্য্যে প্রেরণ করায় ॥ অন্যের কাকথা কাল হয় অনুকুল। কুগ্রহ সুগ্রহ হঞা করে ত প্রতুল ॥ মহাতীর্থসম হয় এই দেহ তার। শ্রীকৃষ্ণ চরণ স্মৃতি হৃদয়ে যাহার ॥

শাস্ত্রেচ—

কৃষ্ণস্মৃতির্যদি ভবেৎ বপুরেব তীর্থং, কামাদয়োপি নিয়তং সুহৃদো ভজন্তি ॥
দেহগ্রহাঃ খলু ভবন্তি শুভগ্রহা স্তে। কালানুকুল্য মধুনেহ কথা পরা কা ॥

ইহার দৃষ্টান্ত যৈছে ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে। অসুরগণেরা নানা দুষ্টতা সঞ্চারে ॥ তাহা দেখি ব্রহ্মা তবে লঞা দেবগণ। কৃষ্ণের প্রার্থনা আর করেন স্তবন ॥ তবে কৃষ্ণ পৃথিবীতে করি অবতার। ক্রমেতে করেন সব অসুর সংহার ॥ সংহারিয়া তা সবারে দেন দিব্যগতি। অসুরত্ব হইতে তারা পায় অব্যাহতি ॥ সংসারের মধ্যে হয় ধর্ম্মের প্রচার। পৃথিবী পুরিয়া হয় লোকের নিস্তার ॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ কৃতার্থ মানয়। সেইমত দশা ইহা শরীরের হয় ॥ এই ত শরীর হয় ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। কাম, ক্রোধ আদি রিপু অসুরের রূপ ॥ জীবরূপী ব্রহ্মা ইন্দ্রিয় দেবগণ। ভক্তি দ্বারে করে যদি কৃষ্ণ আরাধন ॥ তবে কৃষ্ণ শরীরেতে করি আগমন। কামাদি অসুরের করিয়া দমন। শত্রু ভাব ছাড়াইয়া মিত্রতাকে দেন ॥ ইন্দ্রিয় সহিত জীবে কৃতার্থ করেন ॥ শরীরেতে হয় প্রেমভক্তির উদয়। তটস্থ স্বভাব তার সব যায় ক্ষয় ॥

যথা শাস্ত্রে—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাণং যস্যাস্ত উদয়ে সতি।
তটস্থং নিধনং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধে র্গরিয়সী ।
জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা ॥

এই ত কহিল কিছু বৈরাগ্য লক্ষণ। এইমত হয় যদি ইন্দ্রিয় বারণ ॥ গৃহত্যাগ করিবারে অপেক্ষা না করে। গৃহবাস গৃহত্যাগ সমান তাহারে ॥

যথা তত্রৈব—

ভয়ংপ্রমত্তস্ত বনেষপিস্যাৎ, যতঃ স আস্তে সহষট্সপত্নঃ। জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতে র্বুধস্য। গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যং।

এই ত কহিল জ্ঞান-বৈরাগ্য কিঞ্চিৎ। ইহা যেই শুনে তার বাঢ়ে কৃষ্ণে প্রীত ॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে করি অভিলাষ। উপাসনাচন্দ্রামৃত কহে লালদাস ॥

ইতি শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতে প্রথম বিভাগে জ্ঞান-বৈরাগ্যয়ো স্তত্ত্ব-কথনং নাম পঞ্চম কলা ।

অথ ষষ্ঠ কলা ।

যে মুক্তাবপি নিস্পৃহাঃ প্রতিপদং প্রোন্মীলদানন্দদাং। যামাস্থায় সমস্ত মস্তকমণিং কুর্ব্বন্তি যং স্বে বশে ॥ তান্ ভক্তানপি তাঞ্চ ভক্তিমপি তং ভক্তপ্রিয়ং শ্রীহরিং। বন্দে সন্ততমর্থয়েহনুদিবসং নিত্যং শরণ্যং ভজে ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ জয় রূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব

গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥ ভক্তিদেবী পায় করি কোটি নমস্কার। কহিব তাঁহার তত্ত্ব বুদ্ধি অনুসার॥ যে ভক্তি প্রসাদে হয় বশ চরাচর। যাহার প্রসাদে বশ স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥ তাহার মহিমাগুণ কি পারি বর্ণিতে। তুচ্ছ বুদ্ধি ক্ষুদ্র জীব অযোগ্য জগতে॥ যে কিছু লিখিয়ে মাত্র সাধু শাস্ত্রমতে। অপরাধ না হউক আমার ইহাতে॥ কৃষ্ণভক্তি মহাদেবী গুণে অনুপম। ভুক্তি মুক্তি আদি যার চেটিকা সমান॥

নারদ পঞ্চরাত্রে—

হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বমুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতা তস্যা শ্চেটিকা বদনুব্রতাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

যথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে—

ভক্তি স্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদিস্যাদ্ দৈবেন নঃ ফলতি দিব্য কিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতে স্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

সেই ত ভক্তির কিছু কহি প্রকরণ। প্রথমে কহিয়ে তার উত্তম লক্ষণ॥ নিরুপাধি ভক্তি অন্য কামনাদি শূন্য। জ্ঞানমিশ্রা কর্ম্মমিশ্রা হৈতে হবে ভিন্ন॥ আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণের সেবন। ইহারে কহি যে ভক্তি উত্তমা লক্ষণ॥

যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

নারদ পঞ্চরাত্রে—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

সেই ভক্তি হয় পুনঃ ত্রিবিধ প্রকার। সাধনাঙ্গ ভাব ভক্তি প্রেমভক্তি আর॥

যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা।

ক্রমেত কহিব এই তিন বিবরণ। সাধন ভক্তির আগে শুনহ লক্ষণ॥ সাধন কহিয়ে যাতে ভাব সাধ্য হয়। ভাবের সাধ্যতা কহি ভাবের উদয়॥ নিত্য সিদ্ধ ভাব তার নাহিক সাধন। শ্রবণাদি হৈতে ভাব হয় প্রকটন॥

যথা তত্রৈব—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥

শ্রীচরিতামৃতে—

"কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥
সেই ত সাধন-ভক্তি দ্বিবিধ স্বরূপ। বৈধীভক্তি রাগানুগা এই দুই রূপ॥"

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।

বৈধীভক্তি কহি যেই রাগহীন জন। শাস্ত্র আজ্ঞা মানি করে কৃষ্ণের ভজন॥

যথা তত্রৈব—

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তি রুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

তস্মাদ্ভারত ! সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

সেই বৈধীভক্তি অঙ্গ বহুত প্রকার। একেক অঙ্গের মধ্যে কত অঙ্গ তার ॥ প্রধান অঙ্গ হয় তার চতুঃষষ্টি রূপ। পরম মহত্ব এই চিন্ময় স্বরূপ ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"গুরু পাদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। স্বধর্ম্ম শিক্ষা পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন ॥ কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ কৃষ্ণ তীর্থে বাস। যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস ॥ ধাত্র্যশ্বত্থ গো-বিপ্র বৈষ্ণব পূজন। সেবা নামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন ॥ অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ বহু শিষ্য না করিবে। বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে ॥ হানি লাভ সম, শোকাদি বশ না হইবে ॥ অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে ॥ বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে। প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে ॥ শ্রবণ কীর্ত্তন বন্দন স্মরণ পূজন। পরিচর্য্যা সখ্য দাস্য আত্ম-নিবেদন ॥ অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎনতি। অভ্যুত্থান অনুব্রজ্য তীর্থ, গৃহে গতি ॥ পরিক্রমা স্তব পাঠ জপ সঙ্কীর্ত্তন। ধূপ, মাল্য, গন্ধ, মহাপ্রসাদ ভোজন ॥ আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন। নিজ প্রিয় দান, ধ্যান তদীয় সেবন ॥ তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত। এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥ কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তৎকৃপাবলোকন। জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥ সর্ব্বদা শরণাগত কার্ত্তিকাদি ব্রত। চতুঃষষ্ঠী অঙ্গ এই পরম

মহত্ব ॥ সাধুসঙ্গ নাম-সংকীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ। শ্রীমথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায় সেবন ॥ সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ” ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণং।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনমিত্যাদি ॥

এই চতুঃষষ্টী যে পৃথগঙ্গগণ। কায়মনোবাক্যে করি ইঁহার সেবন ॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

ইতি কায়হৃষীকান্তঃকরণানামুপাসনাঃ
চতুঃষষ্টীঃ পৃথক্ সাজ্যাতিকভেদাৎ ক্রমাদিমাঃ।

তাতে এক অঙ্গ মুখ্য কিবা বহু অঙ্গ। নিষ্ঠায় সাধিলে হয় প্রেমের তরঙ্গ ॥

তথা তত্রৈব—

সা ভক্তিরেকমুখ্যাঙ্গাশ্রিতানেকাঙ্গিকাথবা।
স্ববাসনানুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকৃদ্ভবেৎ ॥

এবে কহি সেবা নাগাপরাধ গণন। কৃষ্ণ গৃহে পাদুকায় যানেতে গমন ॥ দুই অঙ্গ মধ্যে বহু অঙ্গের গণন। অগ্রে অপ্রণাম উৎসবাদি না করন ॥ উচ্ছিষ্টে বা অশৌচে বা বন্দনাদি করে। এক হস্ত প্রণামী কৃষ্ণ সম্মুখেতে ফিরে ॥ পাদপ্রসারণ আর পর্য্যঙ্কবন্ধন। শয়ন ভক্ষণ কৃষ্ণ অগ্রেতে জল্পন ॥ উচ্চ ভাষা মিথ্যা কথা রোদন নিগ্রহ। পরনিন্দা ক্রূর ভাষা স্তুতি অনুগ্রহ ॥ কম্বলাবরণ অধোবায়ুবিমোচন ॥

গুরুদগ্রে কলহ আর অশ্লীল ভাষণ ॥ নিজ শক্তি হৈতে অল্প উপচার করে। যে কালে যে ফল জন্মে না দেয় কৃষ্ণেরে ॥ অন্যত্র নিযুক্ত অবশিষ্ট ব্যঞ্জনাদি। তাহা নিবেদন করে কৃষ্ণ স্থানে যদি ॥ কৃষ্ণেরে না নিবেদিয়া করে ভক্ষ পান। কৃষ্ণ পৃষ্ঠে করি বৈসে অন্যের সম্মান ॥ গুরুগুণ নাহি কহে দেবতা নিন্দন। নিজস্তোত্র এই সেবা অপরাধ গণন ॥

যথা আগমে—

যানৈর্ব্বা পাদুকৈর্ব্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে। দেবোৎসবাদ্যসেবা চ অপ্রণাম-স্তদগ্রতঃ ॥ উচ্ছিষ্টে বাপ্যশৌচে বা ভগবদ্ বন্দনাদিকং। একহস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণং ॥ পাদপ্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্কবন্ধনং। শয়নং ভক্ষণঞ্চাপি মিথ্যাভাষণমেবচ ॥ উচ্চৈর্ভাষা মিথোজল্পো রোদনানি চ বিগ্রহঃ। নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নৃষু চ ক্রূরভাষণং ॥ কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ। অশ্লীলভাষণঞ্চৈব অধোবায়ুবিমোক্ষণং ॥ শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনি-বেদিতভক্ষণং। তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণং। বিনিযুক্তা-বশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনাদিকে। পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরেষামভিবাদনং গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা। অপরাধাস্তথাবিষ্ণো দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

অন্ধকারে কৃষ্ণস্পর্শ রাজান্নভক্ষণ। অবিধিপূর্ব্বক পরিচর্য্যাদি করণ ॥ বাদ্য বিনা মন্দিরের দ্বারবিমোচন। কুক্কুরের দৃষ্টপূর্ব্বভক্ষ সমর্পণ ॥ পূজাকালে মৌনভঙ্গ শৌচকে গমন। গন্ধমাল্য অনর্পিত গ্রহণ ধারণ ॥ স্ত্রীসঙ্গ করিয়া বা অযুক্ত পুষ্প লৈয়া। কৃষ্ণ পূজে কিম্বা দন্তকাষ্ঠ না করিয়া ॥ মৃতকপরশি দীপ রজস্বলা নারী। রক্ত নীল অধৌত পরের বস্ত্র পরি ॥ মলিন বসন আর মৃতক দেখিয়া। অপান মরুত কিম্বা মোচন করিয়া ॥ ক্রোধ করি আর কিম্বা

শ্মশানে যাইয়া । অতিরিক্ত ভোজনে অজীর্ণ যুক্ত হৈয়া ॥ তৈলাভ্যাঙ্গে কুসুম্ভাহিফেণভক্ষণে । কৃষ্ণস্পর্শ কৃষ্ণ কর্ম্ম পাতক করণে ॥

যথা বরাহে—

ধ্বান্তাগারে হরেঃ স্পর্শস্তথা রাজান্নভক্ষণং । বিধিং বিনা হর্য্যুপসর্পণং বাদ্যং বিনা তদ্দ্বারোদ্ঘাটনং ॥ কুক্কুরদৃষ্টভক্ষ্যসংগ্রহঃ অর্চ্চনে মৌনভঙ্গঃ । পূজাকালে বিড়ুৎসর্গায় সর্পণং ॥ গন্ধমাল্যাদিকমদত্ত্বা ধূপনং । অনর্হ পুষ্পেণ পূজনং॥ তথা অকৃত্বা দন্তকাষ্ঠঞ্চ কৃত্বা নিধুবনং তথা । স্পৃষ্ট্বা রজঃস্বলাং দীপং তথা মৃতকমেবচ ॥ রক্তনীলমধৌতঞ্চ পারক্যং মলিনং পটং, পরিধায় মৃতং দৃষ্ট্বা বিমুচ্যাপানমারুতং ॥ ক্রোধং কৃত্বা শ্মশানঞ্চ গত্বা ভুক্ত্বা প্যজীর্ণযুক্ । ভুক্ত্বাকুসুম্ভং পিন্যাকং তৈলাভ্যঙ্গং বিধায় চ । হরেঃ স্পর্শো হরেঃ কর্ম্ম করণং পাতকাবহং ॥

অন্যত্র—

ভগবচ্ছাস্ত্রের যদি পাঠে অনাদরে । অন্য অন্য শাস্ত্র গণে প্রবর্ত্তন করে ॥ বিগ্রহ সাক্ষাতে করে তাম্বুল চর্ব্বণ । ভূমে কিম্বা পীঠে বসি করয়ে পূজন ॥ এরণ্ডপত্রস্থ পুষ্পে করে কৃষ্ণ পূজা । আসুর কালেতে করে কৃষ্ণ পরিচর্য্যা ॥ কৃষ্ণে স্নান কালে বাম হস্তে স্পর্শ করে । পূজার কালেতে কিম্বা ষ্ঠীবন আচরে ॥ যাচিত পুষ্পেতে কিম্বা বাসি ফুলে পূজে । আমি পূজা করি বলে অভিমানে মজে ॥ তির্য্যক্ পুণ্ড্র তিলক মস্তকে ধারণ । পদ প্রক্ষালন বিনা মন্দিরে গমন ॥ অবৈষ্ণবহস্তপক্ব করে নিবেদন । অবৈষ্ণব দৃষ্টে কৃষ্ণে করয়ে পূজন ॥ বিঘ্নেশ না পূজি কিম্বা কপালী দেখিয়া । কৃষ্ণ পূজে আর স্নান নখোদক দিয়া ॥ ধর্ম্মযুক্ত হইয়া করে কৃষ্ণের পূজন । কৃষ্ণ শপথাদি আর নির্ম্মাল্যলঙ্ঘন ॥

তথাহি শাস্ত্রে—

ভগবচ্ছাস্ত্রানাদরেণ তৎপ্রতিপত্তিঃ অন্যশাস্ত্র প্রবর্ত্তনং। তদগ্রতস্তাম্বুল-চর্ব্বণং॥ আম্বুরকালে পূজনং পীঠে ভূমৌ বোপবিশ্য পূজনং স্নপনকালে বামহস্তেন তৎস্পর্শঃ। পর্য্যুষিতৈর্যাচিতৈর্ব্বা পুষ্পৈরর্চ্চনং পূজায়াং নিষ্ঠীবনং। স্বস্যাং সগর্ব্ব প্রতিপাদনং। তির্য্যক্‌পুণ্ড্রধৃতিঃ। অপ্রক্ষালিত পদস্যেহপি তন্মন্দিরে প্রবেশঃ। অবৈষ্ণবপক্কনিবেদনং। অবৈষ্ণব দৃষ্টৌ পূজনং। বিঘ্নেশমপূজয়িত্বা কপালিনং দৃষ্ট্বা বা পূজনং। নখাম্ভসা স্নপনং। ঘর্ম্মাম্বু-লিপ্তত্বেপি পূজনমিত্যাদয়ঃ।

অন্যত্র—

নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনভগবচ্ছপথাদয়োঽন্যে চ বহবঃ।

কৃষ্ণাশ্রয় হইলে খণ্ডে অপরাধ যত। কৃষ্ণস্থানে অপরাধ হয় প্রমাদতঃ।

যথা পাদ্মে—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাৎ দ্বিপদপাংশনঃ॥

তবে যদি হয় কভু নামের আশ্রয়। কৃষ্ণনাম হইতে হয় অপরাধ ক্ষয়॥ পুন যদি নাম স্থানে অপরাধ করে। অধোগতি হয় তার নাহিক নিস্তারে॥

তত্রৈব—

নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নো হি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

সনৎকুমার সংহিতায়াং—

অপরাধ সহস্রাণি কৃত্বা কৃষ্ণে নিরন্তরং।
নামাশ্রয়ে তরত্যেব তানি সর্ব্বাণি মানবঃ॥

নাম্নি কৃতাপরাধাস্তু যান্তি নরকং ধ্রুবং। ইথক্ষ দুষ্করা ভক্তিঃ সুকরাপি জনার্দ্দনে।

সেই নাম অপরাধ হয় দশ রূপ। বিবরিয়া কহি কিছু তাহার স্বরূপ॥ সাধু নিন্দা আর বেদ পুরাণ নিন্দন। গুরু স্থানে অবজ্ঞাদি অপরাধগণ॥ নামের মহিমা অর্থবাদ করি মানে। কিম্বা অন্য প্রকারেতে কর‌য়ে ব্যাখ্যানে॥ বিষ্ণু সকাশত শিব নামাদি মহিমা। স্বতন্ত্র করিয়া কিম্বা মানে যেই জনা॥ নাম-বলে করে যেবা পাপেতে প্রবৃত্তি। অন্য শুভ ক্রিয়াকর্ম্মে নামসমমতি॥ অপ্রীতে কর‌য়ে নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ। শ্রদ্ধাহীনেরে নাম উপদেশ করণ॥

যথা পাদ্মে—

সতাং নিন্দা শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাৎ শিবস্য নামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননং। গুর্ব্ববজ্ঞা, শ্রুতিতদনুগত শাস্ত্রনিন্দনং। হরিনামমহিম্নি অর্থবাদমাত্রমিদমিতি মননং। তত্র প্রকারান্তরেণার্থকল্পনং। নামবলেন পাপে প্রবৃত্তিঃ। অন্য শুভক্রিয়াভির্নামসামান্যমননং। অশ্রদ্দধানাদৌ নামোপদেশঃ। নামমাহাত্ম্যে শ্রুতেঽপ্যপ্রীতিঃ। সর্ব্ব এবৈতে হরিভক্তিবিলাসে প্রমাণবচনৈ র্দ্রষ্টব্যাঃ॥

তবে যদি সেই নাম অবিশ্রান্ত করে। নাম অপরাধ পাপ নাম হৈতে হরে॥

যথা পাদ্মে—কলিধর্ম্ম নির্ণয়ে—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি যৎ॥

এই ত কহিল বৈধী ভক্তি প্রকরণ। ইথে অধিকারী যৈছে শ্রদ্ধাবান্ জন॥

যথা গোস্বামিনোক্তং—

যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে।
নাতিশক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্য্যসৌ॥

তথা একাদশে—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ননির্ব্বিণ্নো নাতিশক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

এবে শুন রাগানুগা ভক্তিপ্রকরণ। ব্রজে রাগাত্মিকা যেই ব্রজবাসীজন॥ তার অনুগতে যেবা করয়ে সাধন। তাহে কহি রাগানুগা ভক্তির ভাজন॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥

ব্রজে রাগাত্মিকা ব্রজবাসীজনাদয়। তা সবার ভাব প্রাপ্তে যার লোভ হয়॥ সেই হয় রাগানুগা ভক্তি অধিকারী। অন্যত্রে না হয় ইহা কহিল বিচারি॥

যথা তত্রৈব—

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্॥

ব্রজের মাধুর্য্য ভাব আদির শ্রবণে। শাস্ত্রযুক্তি অপেক্ষাদি কিছুই না গণে॥ লোভে ব্রজবাসীভাবে করে অনুগতি। ইহারে কহিয়ে রাগানুগার পদ্ধতি॥

তত্রৈব—

তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং॥

* সেই রাগানুগা হয় দ্বিবিধ প্রকার। সম্বন্ধ অনুগা এক কামানুগা আর ॥ নন্দসুবলাদি ভাবে যার অনুগতি। সম্বন্ধ অনুগা মধ্যে তাহার খেয়াতি ॥

তত্রৈব—

সা সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি। যা পিতৃত্বাদি সম্বন্ধমননারোপনাত্মিকা। লুব্ধৈর্বাৎসল্য সখ্যাদৌ ভক্তিঃ কার্য্যাত্র সাধকৈঃ। ব্রজেন্দ্র সুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিত মুদ্রয়া।

কামানুগা কহি কামরূপানুগামিনী। ব্রজে সেই কামরূপা গোপীগণ জানি ॥ কামরূপা হয় পুনঃ দুই ত প্রকার। সম্ভোগেচ্ছাময়ী তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা আর ॥ কেলি তাৎপর্য্য রতি সম্ভোগেচ্ছাময়ী। তৎভাবেচ্ছাত্মিকা ভাব মাধুর্য্য চাহই ॥

তথাহি তত্রৈব—

কামানুগা ভবেৎ তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী। সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তৎ ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা ॥ কেলি তাৎপর্য্যবত্যেব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ। তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্য্যকামিতা ॥

শ্রীমূর্ত্তি মাধুরী রূপ লাবণ্য দর্শনে। কিম্বা রাধাকৃষ্ণ লীলা গুণাদি শ্রবণে ॥ সে ভাব মাধুর্য্য আস্বাদিতে হয় মন। এই দুই কামানুগার সাধন কারণ ॥

শ্রীমূর্ত্তের্মাধুরীং প্রেক্ষ্য তত্তল্লীলাং নিশম্য বা।
তদ্ভাবাকাঙ্ক্ষিণো যেস্যু স্তেষু সাধনতানয়োঃ ॥

এই ত কহিল রাগানুগা বিবরণ। এবে কহি ক্রমে কিছু তাহার সাধন ॥ ব্রজভাব প্রাপ্তি ইচ্ছা হয় যার মনে।

ব্রজলোক অনুসার করিবে সেবনে॥ সেই ব্রজলোক হয় দুই ত প্রকার। সিদ্ধরূপ হয় এক সাধক রূপ আর॥ সিদ্ধরূপ ব্রজলোক ব্রজের নিবাসী। সাধকের রূপ হয় ব্রজের উপাসী॥ দুই রূপে হয় ব্রজলোক অনুসারে। অন্তর্বাহ্যে সেবা সাধ্য এই ত শরীরে॥ বাহ্যেতে সাধকরূপে করিতে সেবন। অন্তরেতে সিদ্ধরূপে করিয়া চিন্তন॥

তত্রৈব—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাব লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

এতস্য টীকায়াং—

সাধকরূপেণ যথাবস্থিত দেহেন সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট তৎসেবোপযোগিদেহেন। তস্য ব্রজস্থস্য নিজাভীষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য যো ভাবোরতিবিশেষ স্তল্লিপ্সুনা। ব্রজলোকাস্তত্র কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনা স্তদনুগতাশ্চ তদনুসারতঃ।

রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকায়াং—

তত্র প্রকারমাহ ব্রজলোকানুসারতঃ সাধকরূপেণানুগম্যমানা যে ব্রজলোকাঃ শ্রীরূপগোস্বাম্যাদয়ঃ যে চ সিদ্ধরূপেণানুগম্যমানাঃ ব্রজলোকাঃ শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদয়ঃ স্তদনুসারতঃ॥

অন্তরেতে করিবেক কৃষ্ণের স্মরণে। আর নিজাভীষ্ট রূপ তাঁর প্রিয় জনে॥ বাহ্যে কথা কীর্ত্তনাদি আর ব্রজে বাস। অসমর্থ হৈলে মনে করিবে নিবাস॥

যথা তত্রৈব—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং।
তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

তত্র টীকায়াং—

সামর্থ্যে সতি ব্রজে শ্রীমন্নন্দব্রজরাজাবাসস্থানে বৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ তদভাবে মনসাপীত্যর্থঃ।

শ্রীচরিতামৃতে—

"বাহ্য অন্তর ইহার দুই ত সাধন। বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥ মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের সেবন॥" ইতি॥ এই ত কহিল সূত্র ইহার বিস্তার। সাধক দেহের আগে শুন কিছু আর॥ পূর্ব্ব বৈধী উক্ত যেই ভক্তি অঙ্গ যত। নিজ ভাব যোগ্য সব কর্ত্তব্য সতত॥

যথা তত্রৈব—

শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥

অত্র টীকায়াং—

বৈধভক্ত্যুদিতানি স্বস্বযোগ্যানীতি জ্ঞেয়ং।

তত্রৈব রাগবর্ত্মচন্দ্রিকায়াং—

স্বীয়ভাবোচিত নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-স্মরণ-শ্রবণাদীনি উপাদানকারণত্বাৎ ভাবসম্বন্ধীনি।

রাগাত্মিকা ব্রজে যেই ব্রজবাসীগণ। তা সবার আছে এই শ্রবণ কীর্ত্তন॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

শ্রবণং পূর্ব্বরাগেচ প্রবাসে চাপিকীর্ত্তনং। স্মরণং প্রেমবৈচিত্ত্যে রসোল্লাসেচ সেবনং, অর্চ্চনং কুঞ্জসেবায়াং মানেঽপিচ বন্দনং। মহারাগে তথৈবঞ্চ সখ্যং, সম্ভোগাত্মনিবেদনং, দাস্যভাবে সদাযুক্তা ভবেৎ প্রেমাভিলীয়তে।

অতএব শ্রবণাদি কর্ত্তব্য ইহার। অন্তর্বাহ্যে দুই ব্রজ-লোক অনুসার॥ রাগানুগা পক্ষে এই বৈধী ভক্তিগণ। পঞ্চবিধ স্বরূপেতে করেন গণন॥ কোন কোন অঙ্গ সে স্বাভীষ্টভাবময়। ভাব সম্বন্ধীয় পুনঃ আর কত হয়॥ ভাব অনুকূল আর তার অবিরুদ্ধ। কতেক হয়েন তাহে ভাবের বিরুদ্ধ॥

যথা রাগবর্ত্মচন্দ্রিকায়াং—

অথ রাগানুগায়া অঙ্গাঙ্গানি ভজনানি কানি কানি কিদৃশানি কিং স্বরূপানি কথং কর্ত্তব্যানি অকর্ত্তব্যানি চেত্যপেক্ষায়া মুচ্যতে।

স্বাভীষ্টভাবময়ানি স্বাভীষ্টভাবসম্বন্ধীনি স্বাভীষ্টভাবানুকুলানি, স্বাভীষ্ট-ভাবাবিরুদ্ধানি স্বাভাষ্টভাববিরুদ্ধানি। ইতি পঞ্চবিধানি।

ইহার মধ্যেতে যে বিরুদ্ধ অঙ্গ হয়। তাহা অকর্ত্তব্য ইহা কহিল নিশ্চয়॥ কেবল বৈধীর মধ্যে তাহার গণন। রাগানুগা ভক্তে কৈলে মিশ্রাভক্তি হন। সেই ত অর্চ্চনে অহং গ্রহ উপাসন। ন্যাস মুদ্রা আদি আর দ্বারকা মনন॥ মহিষীর ভাব পূজা নানা শাস্ত্র মত। সেই সব বিরুদ্ধেতে অকর্ত্তব্য যত॥

যথা চক্রবর্ত্তিঠাকুর বাক্যং—

যদ্যন্তরে রাগে বর্ত্ততে অথচ আগমাদিবিধিং দৃষ্টা ন্যাসাদিকং, মহিষীপূজা দ্বারকাদি ধ্যানাদিকং করোতি, তদা দ্বারকায়াং রুক্মিণ্যাদিমতং প্রাপ্নোতি।

শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে।
কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে॥

সাধক দেহের এই কহিল সাধন। সিদ্ধদেহে সেবা এবে শুন দিয়া মন ॥ দাস, সখা, পিতা, মাতা, প্রেয়সীর-গণ। ব্রজে এই চারি ভাবে কৃষ্ণের সেবন।

যথা হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—

পতি-পুত্র-সুহৃদ্-ভ্রাতৃ পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তা স্তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ ॥

যার যেই ভাব সেই ভাব আরোপিয়া। আপনার সিদ্ধ দেহ চিন্তন করিয়া ॥ যার অনুগত তার হইয়া সঙ্গতি। মনে কৃষ্ণসেবা ব্রজে করিবেক নিতি ॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপা আত্মানং বাসনাময়ী।
আজ্ঞাসেবা পরাভাখ্যা রূপালঙ্কার ভূষিতা ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"ব্রজের কোন ভাব লৈঞা যেই জন ভজে। ভাব যোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥" ইতি ॥ এই ত কহিল অন্তর্বাহের সেবন। রাগানুগা ভক্তি এই পরম সাধন ॥ শ্রীচৈতন্য কৃপা হৈতে যাহার প্রচার। চৈতন্য করুণা বিনা নাহি মিলে আর ॥ শ্রীগুরু চরণে মন্ত্রে নামে গোবর্দ্ধনে। শ্রীশচীনন্দনে শ্রীরূপ সনাতনে ॥ শ্রীরূপ সহিত গণ আর ব্রজবাসী। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ আর দোঁহার সরসী ॥ এই সব স্থানে আর বৈষ্ণব চরণে। পরম অপূর্ব্ব রতি কর একমনে ॥ তবে সে বাঞ্ছিত সব হইবে পূরণ। অনায়াসে পাবে ব্রজে কৃষ্ণের চরণ ॥

যথা স্বনিয়ম দশকে—

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর শচীগর্ভজ পদে। স্বরূপে শ্রীরূপে গণ যুজে তদীয়ে প্রথমজে ॥ গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বা সরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে। ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ। যাঁহার সর্ব্বস্ব তাঁরে মিলে এই ধন ॥" ইতি ॥ সাধন ভক্তির এই দিগ্ দরশন। ইহা যেই শুনে সেই পায় প্রেমধন ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণের আশ। উপাসনাচন্দ্রামৃত কহে লাল দাস ॥

ইতি শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতে প্রথম বিভাগে সাধন-ভক্তি-নিরূপণং নাম ষষ্ঠ কলা।

অথ সপ্তম কলা।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ এবে কহি ভাব প্রেম দুহাঁর লক্ষণ। ক্রমেতে কহিয়ে তাহা শুন সাধুজন ॥ প্রেমের প্রথমাবস্থা ভাব কহি তারে। পুলকাশ্রু আদি কম্প সাত্ত্বিক বিকারে ॥

যথা শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ—

প্রেমস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।
সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষাত্মা প্রেম সূর্য্য-সম। তাহার কিরণ রূপ ভাব অনুপম॥

যথা তত্রৈব—

শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্য কৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

সেই ভাবোদয় হয় দুই ত প্রকারে। সাধন হইতে এক আর কৃপা দ্বারে॥ সেই কৃপা হয় পুনঃ দুই ত প্রকার। এক শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ভক্ত কৃপা আর॥

তথা তত্রৈব—

সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা।
প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে॥

বৈধী রাগানুগামার্গ ভেদ অনুরূপ। সাধনাভিনিবেশের তার দুই রূপ॥

তত্রৈব—

বৈধীরাগানুগামার্গভেদেন পরিকীর্ত্তিতঃ।
দ্বিবিধঃ খলু ভাবোঽত্র সাধনাভিনিবেশজঃ॥

তত্র বৈধিমার্গেন—

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। তাঃ শ্রদ্ধয়া-মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ, প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রুচিঃ॥

যথা পাদ্মে—

ইত্থং মনোরথং বালা কুর্ব্বতী নৃত্য উৎসুকা। হরিপ্রীত্যা চ তাং সর্ব্বাং রাত্রি-মেবাত্যবাহয়ৎ॥

বিনা সাধনেতে এই ভাবের উদয়। সেই ভাব কৃপা হৈতে আপনি জন্ময় ॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

সাধনেন বিনা যস্তু সহসৈবাভিজায়তে।
স ভাবঃ কৃষ্ণতদ্ভক্তপ্রসাদজ ইতীর্য্যতে ॥

এবে কহি কিছু সেই ভাবের লক্ষণ। মহানুভাবেতে যেই অনুভাব গণ ॥ প্রাকৃত ক্ষোভেতে যার অক্ষুভিত মন। কাল ব্যর্থ নাহি যায় সর্ব্বদা ভজন ॥ সংসার-বাসনা হৈতে বিরক্ত আশয়। মনে অভিমান তাহার কদাচিৎ নয় ॥ কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তি আশা বদ্ধ চিত। কৃষ্ণনাম গানে রুচি সদা উৎকণ্ঠিত ॥ কৃষ্ণ গুণ শ্রবণেতে আসক্তি সর্ব্বদা। কৃষ্ণের বসতি স্থানে অতি প্রীত সদা ॥ এই নব অনুভাব ভাবের লক্ষণ। জাতভাবাঙ্কুর জনে হয় প্রকটন ॥

যথা তত্রৈব—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ। আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে।

মুমুক্ষু জনের যদি ভাবাভাস হয়। ভাব প্রতিবিম্ব সেই মূল ভাব নয় ॥ অজ্ঞ জনে যদি বা দেখয়ে কদাচিৎ। ভাবচ্ছায়া কহি তারে জানিহ নিশ্চিত ॥

যথা তত্রৈব—

প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ।

কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ হৈতে হয় ভাবাভাস। কিন্তু তাতে অপ-

.রাধ হইলে যায় নাশ ॥ কৃষ্ণভক্ত অপরাধ বড়ই দুর্জ্জয়। মূল ভাব ভাবাভাস দুই যায় ক্ষয় ॥

তথা তত্রৈব—

দৈবাৎ সদ্ভক্তসঙ্গেন কীর্ত্তনাদ্যনুসারিণাং। প্রায়ঃপ্রসন্নমনসাং ভোগ-মোক্ষাদিরাগিণাং ॥ কেষাঞ্চিদ্ধৃদি ভাবেন্দোঃ প্রতিবিম্ব উদঞ্চতি। তদ্ভক্ত-হৃদয়তঃস্বস্ত তৎসংসর্গপ্রভাবতঃ ॥ ভাবোহপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা পরাধতঃ। আভাসতাঞ্চ শনকৈর্ন্যূন জাতীয়তামপি ॥

· সাধনাদি বিনা অকস্মাৎ মূল ভাব। যদি হয় সেই পূর্ব্ব সাধন প্রভাব ॥ কোন বিঘ্নে রহে সেই হইয়া স্থগিত। পুনঃ উদ্য হয় যৈছে বৃত্রাসুর রীত ॥

তথা তত্রৈব—

সাধনেক্ষাং বিনা যস্মিন্নকস্মাদ্ভাব ঈক্ষ্যতে।
বিঘ্নস্থগিতমত্রোহং প্রাগ্ভবীয়ং সুসাধনং ॥

এই ত কহিল কিছু ভাব প্রকরণ। প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সাধুগণ ॥ সেই ভাব নিবিড়েতে স্নিগ্ধ হয় চিত। কৃষ্ণের মমতা অতিশয়েতে অঙ্কিত ॥ ইহারে কহি ত প্রেম স্বরূপ লক্ষণ। ইহার প্রমাণ শুন হয়ে একমন ॥

তত্রৈব—

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ সএব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥

সেই প্রেম হয় পুনঃ দুই ত প্রকার। ভাবোত্থ এক কৃষ্ণ প্রসাদোত্থ আর ॥

তত্রৈব—

ভাবোত্থোহতিপ্রসাদোত্থঃ শ্রীহরেরিতি স দ্বিধা।

তথা বৈধভাবোত্থো একাদশে—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতিগায়ত্যুন্মাদ বন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

পাদ্মে—

ন পতিং কাময়েৎ কশ্চিদ্‌ব্রহ্মচর্য্যস্থিতা সদা। তামেব মূর্ত্তিং ধ্যায়ন্তী চন্দ্রকান্তি র্বরাননা॥ শ্রীকৃষ্ণগাথাং গায়ন্তী রোমাঞ্চোদ্ভেদলক্ষণা। অস্মিন্মন্বন্তরে স্নিগ্ধাং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়বার্ত্তয়া॥

কৃষ্ণ প্রসাদোত্থ প্রেম হয় দুই রূপ। মহিমাদি জ্ঞানাশ্র রাগাশ্রিতার স্বরূপ॥

তত্রৈব—

মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্ বিধিমার্গানুসারিণাং।
রাগানুগাশ্রিতানান্তু প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ।

যথা পঞ্চরাত্রে—

মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তস্তু সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকঃ।
স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্ত স্তয়া সাষ্ট্যাদি নান্যথা॥

কেবলো যথা—

মনোগতিরবিচ্ছিন্না হরৌ প্রেমপরিপ্লুতা।
অভিসন্ধিবিনির্মুক্তা ভক্তি র্বিষ্ণুবশঙ্করী॥

সেই প্রেম ক্রমে করে সাধকে উদয়। প্রথমেতে সাধু সঙ্গে শ্রদ্ধা উপজয়॥ সেই ত শ্রদ্ধারে কহি পরম বিশ্বাস। তার পর হয় পুনঃ সাধু সঙ্গে বাস॥ তবে কৃষ্ণ ভজনাদি করিতে করিতে। অনর্থ নিবৃত্তি হয় ভজন হইতে॥ তার পর নিষ্ঠারূপে ক্রমেতে আশক্তি। তবে ভাব হয় তার পরে প্রেমভক্তি॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

এতস্য টীকায়াং—

আদৌ প্রথমসাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থবিশ্বাসঃ। ততঃ প্রথমানন্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধুসঙ্গো ভজনরীতিশিক্ষানিবন্ধনঃ॥

এই প্রেম যার চিত্তে করয়ে উদয়। পণ্ডিতাদি মহাত্মার বোধগম্য নয়॥ ভাবেতে উন্মত্ত কৃষ্ণ-প্রেমে আনন্দিত। নিজ সুখ দুঃখ তার না হয় বিদিত॥

যথা তত্রৈব—

ধন্যস্যায়ং নবঃপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি। অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥ ভাবোন্মত্তো হরেঃ কিঞ্চিন্নবেদ সুখমাত্মনঃ। দুঃখঞ্চেতি মহেশানি পরমানন্দ আপ্লুতঃ॥

তারপর স্নেহ আদি প্রেমের বিলাস। সাধকদেহেতে তার বিরল প্রকাশ॥

তত্রৈব—

প্রেম্ন এব বিলাসত্বাদ্বৈরল্যাৎ সাধকেষ্বপি।
অত্র স্নেহাদয়ো ভেদা বিবিচ্য নহি শংসিতাঃ॥

চিত্তের দ্রবতাতে নিবিড় ভাবোদয়। ইহারে কহিতে স্নেহ জানিহ নিশ্চয়॥ তারপর আত্যন্তিক স্নেহে মন ব্যথা। পাইলে কহি যে মনে সেই ক্রোধাবস্থা॥ তারপর অধিক বিশ্বাস যবে হয়। সম্ভ্রমাদি হীন হইলে কহিয়ে প্রণয়॥ তারপর রাগ তার শুনহ লক্ষণ। নিজ সুখ দুঃখে যার না

রহে সন্ধান। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কার্য্যে যদি হয় দুঃখ। দুঃখ করি নাহি মানে মানে মহাসুখ। শ্রীকৃষ্ণ বিষয় বিনা যদি সুখ হয়॥ সেই সুখ সুখ নয় মহাদুঃখময়॥ ইহারে ত কহি রাগ তবে অনুরাগ। বিচিত্র লক্ষণ তার শুন মহাভাগ॥ প্রেমের বৈচিত্র দশা ইহাতেই হয়। অসাক্ষাতে স্ফূর্ত্তি সাক্ষাতে না দেখয়॥ সেই অনুরাগ মহা বৃদ্ধি হয় যবে। মহাভাব বলি নাম কহি তার তবে॥ এই ত কহিল স্থায়ী-ভাব অনুক্রম। প্রথম দশাতে রতি ইক্ষু বীজ সম॥ রতি-ভাব দুই নাম অর্থ এক হয়। অতএব একত্রেই লক্ষণ নির্ণয়॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

পুরাণে নাট্য শাস্ত্রেচ দ্বয়োস্তু রতিভাবয়োঃ।
সমানার্থতয়া হ্যত্র দ্বয়মৈক্যেন লক্ষিতং॥

তারপর প্রেম তারে ইক্ষুদণ্ড মানি। তারপর স্নেহ রস অপূর্ব্ব বাখানি॥ তবে মান সেই দিব্য গুড় সম হয়। তদুপরি খণ্ড সেই প্রণয় নিশ্চয়॥ তার পরে রাগ সে শর্করা সম যেন। তারপর অনুরাগ সিতা মিশ্রী হেন॥ তারপর মহাভাব সিতোৎপলা জানি। ইত্যাদি ক্রমেতে গুণ স্থায়ী-ভাব মানি॥

উজ্জ্বলে—

স্যাৎ দৃঢ়েয়ং রতিঃপ্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃক্রমাদয়ং। স্যান্ মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥ বীজমিক্ষুঃ সচ রসঃ স গুড়ঃখণ্ডএব সঃ। স শর্করা সিতা সাচসা যথাস্যাৎ সিতোপলা॥

এই স্থায়ীভাবে মিলে আরও ভাব চারি। বিকার, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী॥ এ চারি মিলনে পূর্ণ রস করি জানি। মরীচ কর্পূর আদ্যে যৈছে শিখরিণী॥ বিভাবের মধ্যে হয় দুই ত নির্ণয়। এক আলম্বন আর উদ্দীপন কয়॥ আলম্বন হয় পুনঃ দুই ত প্রকার। বিষয়ালম্বন আশ্রয়ালম্বন আর॥ রসের বিষয় কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। রসের আশ্রয় ভক্ত আশ্রয়ালম্বন॥ কৃষ্ণস্মৃতি হয় যেই বস্ত্র অলঙ্কারে। উদ্দীপন ভাব নাম কহিয়ে তাহারে॥ ভাব জ্ঞাত হয় যেই নৃত্য গীতাদিতে। অনুভাব কহি তারে জানিহ নিশ্চিতে॥ অনুভাব হয় সেই বিংশতি প্রকার। ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি আর॥ মাধুর্য্য, প্রগল্ভতা, ঔদাস্য, ধৈর্য্য, কহি। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রমতা কহি॥ কিলকিঞ্চিৎ, মোট্টায়িত আর কুট্টমিত। বিব্বোক, ললিত আর কহিয়ে বিকৃত॥ এই ত কহিল অনুভাব অলঙ্কার। ইহা ব্যতিরেক পুনঃ আছে কিছু আর॥ আগে বিস্তারিয়া তাহা কহিব নিশ্চয়। শৃঙ্গার রসের মধ্যে যত কিছু হয়॥ চিত্তের ক্ষোভেতে হয় তনুতে প্রচার। অষ্ট সে সাত্ত্বিক ভাব কহিলাম তার॥ স্তম্ভ, ঘর্ম্ম, রোমাঞ্চ, বেপথু, স্বরভেদ। বৈবর্ণ্যতা, অশ্রু, আর প্রলয় প্রভেদ॥ এ অষ্ট সাত্ত্বিক হয় পঞ্চ পরকার। ধূমায়িত, জ্বলিতা, দীপ্তা উদ্দীপ্তা আর॥ সুদীপ্তা সহিত পঞ্চবিধেতে নির্ণয়। উত্তরোত্তরেতে শ্রেষ্ঠ কহিল নিশ্চয়॥ এই ত সাত্ত্বিক স্থায়ীভাবে যদি হয়। স্থায়ীভাবোৎপন্ন হইলে স্নিগ্ধ নাম কয়॥ অভিচারি ভাবোৎপন্ন জাতরতি জনে। যদি হয়

জিহ্বা নাম কহি ততক্ষণে॥ ভাবশূন্য ভক্তজনে যদি বা জন্ময়। রুক্ষা নাম কহি তারে জানিহ নিশ্চয়॥ মুমুক্ষু জনেতে যদি জন্মে কদাচিৎ। রত্যাভাস যার নাম কহিয়ে নিশ্চিত॥ কর্ম্মী বিষয়ীর যদি জন্মে কদাচন। সত্ত্বাভাস নাম তার কহি এতক্ষণ॥ পিচ্ছলী চিত্তেতে যদি অভ্যাসে জন্ময়। নিঃসত্ত্বা বলিয়া নাম তাহার নিশ্চয়॥ কৃষ্ণদ্বেষী জনে যদি জন্মে কদাচন। প্রতীপ বলিয়া নাম কহিয়ে তখন॥ সাত্ত্বিক ভাবের এই কহিল লক্ষণ। ব্যভিচারী ভাব এবে শুন সাধুজন॥ নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, শ্রম আর গ্লানি। মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ বাখানি॥ উন্মাদাপস্মৃতি ব্যাধি মোহ আর মৃতি। লজ্জালস্য, জাড্য, চিন্তা অবহিথা স্মৃতি॥ মতি ধৈর্য্য বিতর্কোগ্র্য উৎসুক অসূয়া। হর্ষামর্ষা সুপ্তি নিদ্রা চাঞ্চল্য লইয়া॥ বোধসহ এই ত তেত্রিশ ব্যভিচারী। তারতম্য ইহার যে শাস্ত্র অনুসারী॥ সমুদ্র সদৃশ চিত্তে গাম্ভীর্য্যতাময়। অপ্রাকট্য কিম্বা অল্প প্রাকট্যতা তায়॥ অল্পখাত জল প্রায় সরল চিত্তেতে। অত্যন্ত প্রাকট্য তার জানিহ নিশ্চিতে॥ কোন স্থানে গভীর চিত্তে হয় অতিশয়। প্রাকট্যতা হয় ইহা কহিল নিশ্চয়॥ এই ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশ প্রকার। স্থায়ীভাব মধ্যে ইহা করয়ে সঞ্চার॥ অতএব এক নাম ইহার সঞ্চারী। সেই চতুর্ব্বিধ রূপে সঞ্চার ইহারি॥ ভাবোৎপত্তি ভাবসন্ধি শাবল্যতা শান্ত। এই ত কহিল ক্রমে ইহার বৃত্তান্ত॥ সংক্ষেপে কহিল ইহা প্রসঙ্গ পাইয়া। আগে বিস্তারিব সব লক্ষণাদি দিয়া॥ ভাব প্রসাদীর তত্ত্ব যে কৈল

বর্ণন। ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥ শ্রীরূপ সনাতন চরণের আশ। উপাসনাচন্দ্রামৃত কহে লাল দাস॥

ইতি শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতে প্রথম বিভাগে
ভাব-প্রেম-রসাদি তত্ত্ব-নিরূপণং
নাম সপ্তম কলা।

অথ অষ্টম কলা।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ রসের প্রভেদ কিছু কহিব এখন। পঞ্চ মুখ্য সপ্ত গৌণ দ্বাদশ গণন॥ দ্বাদশ রসের রতি, দ্বাদশ প্রকার। ক্রমেতে কহি যে সব রসের বিচার॥ ইহার প্রমাণ ভক্তিরসামৃত সিন্ধু। সেই অনুসারে কহি তার এক-বিন্দু॥ পঞ্চরস মধ্যে শুদ্ধ দাস্য আর সখ্য। বাৎসল্য প্রিয়তাসহ পঞ্চরতি মুখ্য॥ এক শুদ্ধারতি হয় ত্রিবিধ প্রকার। সামান্য কহিয়ে এক স্বচ্ছ শান্ত আর॥ কোন এক ভাব চিত্তে নাহিক যাহার। কিন্তু কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণে রতি হয় তার॥ সামান্য ভজনেতে সামান্য রতি নাম। ব্রজের বালিকাগণ তাহাতে প্রমাণ॥ এক রসনিষ্ঠ রতি নাহিক যাহার। পঞ্চরস ভক্ত সঙ্গ যবে হয় যার॥ সঙ্গ

অনুরূপ রতি কভু কোনরূপ। স্বচ্ছ রতি কহি যৈছে স্ফটিক স্বরূপ ॥ এই ত কহিল দুই আর শান্তরতি। আপনারে জীব-ভাবে ঈশ্বরেতে ভক্তি ॥ দাস্য ভক্তে দাস্য রতি সখ্যেতে সখ্যতা। বাৎসল্যে বাৎসল্য রতি উজ্জ্বলে প্রিয়তা ॥ শান্ত, দাস্য, সখ্য আর বাৎসল্য উজ্জ্বল। উত্তরোত্তরেতে শ্রেষ্ঠ গুণেতে প্রবল ॥ শান্তে কৃষ্ণনিষ্ঠাবুদ্ধি, দাস্যে সেবাকার্য্য। সখ্যেতে কৃষ্ণেতে সখ্য সম্ভ্রমাদিবর্য্য ॥ বাৎসল্যেতে স্নেহ উজ্জ্বলে অঙ্গ দান। অঙ্গ সঙ্গ দানাদিতে সুখ উপাদান ॥ পূর্ব্বে পূর্ব্বের গুণ পরে পরে হয়। এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য় ॥ শান্তে চতুর্ভুজ নরাকৃতি ব্রহ্ম রূপ। পরমাত্মা আদি গুণ কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ এইরূপ কৃষ্ণ হন বিষয়ালম্বন। সনকাদি প্রভৃতি তপস্বী জ্ঞানীগণ ॥ মুমুক্ষ্বাদি কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত কৃপা হৈতে। ভক্তির বাসনা যাতে জন্মিলা তাহাতে ॥ আশ্রয়ালম্বন সেই সব অধিকারী। উদ্দীপনভাব এই শুনহ তাহারি ॥ তত্ত্বের বিচার, শৈল, সিদ্ধক্ষেত্রগণ। তুলস্যাদি শঙ্খ তা'সবার উদ্দীপন ॥ নাসিকাগ্র দৃষ্টি অবধূত চেষ্টাগণ। নির্ম্মলতা, অভক্তের নিন্দাদি করণ ॥ ভক্তগণে তাহার নাহিক অতিভক্তি। মৌন, জ্ঞানশাস্ত্র অভিনিবেশেতে মতি ॥ ইত্যাদিক হয় তার অনুভাবগণ। প্রণয় বর্জ্জিত হয় সাত্ত্বিক লক্ষণ ॥ সেই ত রোমাঞ্চ স্বেদ কম্পাদি নিশ্চয়। সঞ্চারিকে মতি ধৃতি নির্ব্বেদাদিময় ॥ স্থায়ীভাব শান্তরতি জানিবে তাহার। দাস্য রস বিবরণ শুন এবে আর ॥ ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ শরণাগত পালক। ভক্ত বাৎসল্যতা গুণ কৃষ্ণের সম্যক্ ॥ এইরূপ কৃষ্ণ হন বিষয়ালম্বন। চতুর্ব্বিধ হয় তার আশ্রয়া-

লক্ষণ॥ অধিকৃতভক্ত, আর আশ্রিতভকত। পারিষদ, অনুগত এই চারি মত॥ ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি ভক্ত অধিকৃত। আশ্রিত ত্রিবিধ তার শুন বিস্তারিত॥ শরণ্যাদি, জ্ঞানিচর, সেবানিষ্ঠ আর। এই ত কহিল ভেদ ত্রিবিধ প্রকার॥ কালিয় মগধবদ্ধ রাজাদিক যত। শরণ্যের মধ্যে এই সকলে লিখিত। প্রথমে যে জ্ঞানি তারা মুক্তি পরিহরি। দাসত্বে প্রবর্ত্ত সেই সনকাদি করি॥ জ্ঞানিচর ভক্ত এই কহিল নিশ্চয়। সেবানিষ্ঠ ভকতের শুন পরিচয়॥ প্রথম হইতে তারা ভজনেতে রত। চন্দ্রধ্বজ হরিহয় বহুলাশ্ব যত॥ আশ্রিত ভকত এই ত্রিবিধ প্রকার। পারিষদ ভক্ত কথা শুন এবে আর॥ উদ্ধব দারুক শ্রুতদেব আদি-করি। এই সব পারিষদ কহিব বিবরি॥ পুরানুগ ব্রজানুগ্য-নুগ দুই মত। পুরানুগ সুচন্দ্রমণ্ডল আদি যত॥ রক্তক পত্রক মধুকণ্ঠ পয়োদাদি। ব্রজেতে অনুগ ভক্ত এই নিরবধি॥ তাহার মধ্যেতে কৃষ্ণে স্নেহ পরিবার। ভক্তিমত্ত যেই ধুর্য্য ভক্ত নাম তার॥ কৃষ্ণপ্রিয়বর্গেতে আদরযুক্ত যেই। দাসগণ মধ্যে ধীর ভক্তনাম সেই॥ কৃষ্ণের কৃপাতে যেনা গণয়ে কাহারে। দাসগণ মধ্যে বীর ভক্ত কহি তারে॥ এ সবার কৃষ্ণেতে সম্ভ্রম প্রীতি হয়। গৌরবের প্রীতি সাম্ব প্রদ্যুম্নাদি ময়॥ এ সব কৃষ্ণের সে সাম্যযুক্ত হয়। এইত কহিল দাস্যে ভক্তের বিষয়॥ তাতে কেহ নিত্যসিদ্ধ কেহ ত সাধক। কেহ ত সাধনসিদ্ধ কহিল সম্যক্॥ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ চরণের ধুলি। মহাপ্রসাদাদি এই উদ্দীপন বলি॥ কৃষ্ণ অঙ্গীকরণাদি অনুভাব হয়। স্তম্ভ আদি করি অষ্ট সাত্ত্বিক নিশ্চয়॥

হর্ষ আদি করি ভাব সঞ্চারিতে দেখি। তারপর স্থায়ীভাব বিবরণ লিখি॥ প্রভুতা জ্ঞানেতে হয় চিত্তেতে সম্ভ্রম। পিত্রাদি ভাবে ত সদা আদরময় ক্রম॥ অধিকৃত ভক্তে আর আশ্রিত ভকতে। প্রেমের পর্য্যন্ত স্থায়ীভাব সুনিশ্চিতে॥ পারিষদে স্থায়ীভাব স্নেহের পর্য্যন্ত। পরীক্ষিতে দারুকে উদ্ধবে রাগ অন্ত॥ ব্রজানুগ রক্তকাদ্যে প্রদ্যুম্নাদি আর। রাগ পর্য্যন্ত স্থায়ীভাবে আত্ম অধিকার॥ যেকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণ দর্শন না ছিল। তাবৎ পর্য্যন্ত কাল অযোগ লিখিল॥ দর্শনান্তে বিচ্ছেদে বিয়োগ দশা কয়। বিয়োগেতে দশ দশা করয়ে উদয়॥ উত্তাপ, জাগর্য্যা, কার্শ্য, আলম্বশূন্যতা। অধৃতি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছিতা॥ মৃতি এই দশ দশা কহিল তাহার। এবে ত সখ্যের কিছু শুনহ বিচার॥ বুদ্ধিমান্, বিদগ্ধতা, সুবেশাদি, সুখি। এই সব গুণে কৃষ্ণ আলম্বন লিখি॥ আশ্রয়ালম্বন সখা চারি ত প্রকার। সখা, সুহৃদ, প্রিয়সখা, নর্ম্মসখা আর॥ বয়সেতে ন্যূন কিছু দাস্যভাবময়। বিশাল, বৃষভ, দেবপ্রস্থ, সখা হয়॥ বয়সে অধিক কিছু বাৎসল্য মিশ্রিত। সুহৃদ্ সখা বলি তারে জানিহ নিশ্চিত॥ সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, বলভদ্র আর। এ সবার গুণগণ মহিমা অপার॥ বয়সেতে তুল্য যেই সেই প্রিয়সখা। শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম তাহে লেখা॥ প্রেয়সী রহস্য মধ্যে সহায় যে জন। শৃঙ্গার রসেতে স্পৃহা নর্ম্মসখা হন॥ সুবল, উজ্জ্বল, মধুমঙ্গলাদি করি। এই ত কহিল ক্রমে সখাভেদ চারি॥ কৃষ্ণে কৌমার আদি তিন বয়ক্রম। শিঙ্গা, বেণু বাদ্য আদি কহি উদ্দীপন॥ পঞ্চম বরষাবধি কৌমারে গণন।

দশম পর্য্যন্ত কহি পৌগণ্ডের ক্রম ॥ পঞ্চদশ বরষেতে কৈশোর বয়েশ। তারপর যৌবনের হয় ত প্রবেশ ॥ এইমত হয় বয়ঃক্রমের নিয়ম। তার মধ্যে শুন শ্রীকৃষ্ণের অনুক্রম ॥ দশ বর্ষ অষ্ট মাস প্রকট বিহার। ব্রজমধ্যে ইথে তিন প্রভেদ তাহার ॥ তিনবর্ষ চারিমাস কৌমারে গণন। ছয় বর্ষ অষ্ট মাস পৌগণ্ডের ক্রম ॥ তারপর সপ্তবর্ষে বৈশাখ হইতে। কৈশোরের লীলারম্ভ স্থিতি কৈশোরেতে ॥ অতএব প্রসিদ্ধ যে পৌগণ্ড সময়। প্রেয়সী সহিতে-কৃষ্ণ বিহার করয় ॥ প্রেয়সীগণের পুনঃ তৈছে বয়োধর্ম্ম। প্রসঙ্গে লিখিল এত জানিবারে ক্রম ॥ বাহুযুদ্ধ খেলা একশয্যাতে শয়ন। এই সব হয় তার অনুভাবগণ ॥ অষ্ট যে সাত্ত্বিক পূর্ণ হয় তা সবার। হর্ষ, গর্ব্ব আদি করি সঞ্চারি বিকার ॥ সামান্য দৃষ্ট্যা সম্ভ্রম বিশ্বাস বিশেষ। সখ্য, রতি স্থায়ীভাব কহিল নিঃশেষ ॥ প্রেম, প্রণয়, স্নেহ; রাগ পর্য্যন্ত স্থিতি। ভীম, ধনঞ্জয় আর সুদামা প্রভৃতি ॥ অন্যত্র সখার মধ্যে ইহার গণন। পূর্ব্ববৎ দশ দশা বিয়োগ লক্ষণ ॥ বাৎসল্য রসের এবে শুন প্রকরণ। কোমলাঙ্গ বিনয়যুক্ত সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥ এই মত গুণে কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মাতা, পিতা আদি করি যত গুরুজন ॥ নন্দ, উপনন্দ আর যশোদা রোহিণী। বসু-দেব, দেবকী, কুন্তী আশ্রয়েতে জানি ॥ স্মিত জল্প বাল্য-চেষ্টা আদি উদ্দীপন। শিরোঘ্রাণ আশীর্ব্বাদ লালন পালন ॥ এই সব অনুভাব মধ্যেতে ইহার। দুগ্ধস্রব সহ নব সাত্ত্বিক বিকার ॥ হর্ষ, শঙ্কা আদি করি ভাব ব্যভিচারি। বাৎসল্য

রতির স্থায়ীভাব কহি যে ইহারি॥ প্রেম স্নেহ রাগ পর্য্যন্ত অধিকার। পূর্ব্ববৎ দশ দশা বিয়োগ ইহার॥ মধুর রসের এবে শুনহ বিচার। রূপ, লীলা, গুণ, মাধুর্য্যাদিকরি আর॥ প্রেমের মাধুরীসিন্ধু কৃষ্ণ আলম্বন। প্রেয়সীরগণ তাহে আশ্রয়ালম্বন॥ বসন্ত, মুরলীরব কোকিলাদি করি। এই সব হয় উদ্দীপনের সামগ্রী॥ স্মিত কটাক্ষাদি অনু-ভাবেতে গণন। সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব অষ্ট সম্পুরণ॥ নির্ব্বেদ আলস্য ঔগ্রহীন ব্যভিচারী। স্থায়ীভাব প্রিয়তা রতি যে সভাকরি॥* প্রেম, স্নেহ, রাগ, মহাভাবাদি পর্য্যন্ত। অধিকারভেদে স্থায়ীভাবের যে অন্ত॥ মধুর রসের কথা হয় বহুতর। সংক্ষেপে কহিল ইহা প্রসঙ্গ ভিতর। আগে বিস্তারিয়া তাহা কহিব নিতান্ত। শৃঙ্গার রসের কথা লিখিব বৃত্তান্ত॥ রসের মৈত্রতা আর শুনহ শত্রুতা। তটস্থতা সেহ এই তিনের বারতা॥ শান্ত, দাস্য পরস্পর মিত্র ভাব হয়। বাৎসল্য সখ্যেতে ভাব তটস্থ নিশ্চয়॥ বাৎসল্য উজ্জ্বলেতে শত্রুভাব জানি। উজ্জ্বল সখ্যেতে পরস্পর মিত্র গণি॥ উজ্জ্বল শান্তেতে পুনঃ শত্রুতা গণন। সখ্য, শান্ত পরস্পর তটস্থ লক্ষণ॥ বাৎসল্যের মৈত্রী কেহ নাহিক নিশ্চয়। উজ্জ্বলেতে দাস্যে পুনঃ শত্রুভাব হয়॥ শত্রু মিত্র ভাব এই কহিলাম কৃত। মিশ্রিত রসের অধিকারী শুন যত॥ বলভদ্রে সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য আশ্রয়। মুখরা প্রভৃতি সে

* "প্রিয়তা রতি যে সভাকরি" অর্থাৎ যে সমস্ত আদি করিয়া।

বাৎসল্য সখ্যময় ॥ যুধিষ্ঠির দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যেতে গণি। ভীমসেন সখ্য আর বাৎসল্য বাখানি ॥ উদ্ধব নকুল আর সহদেব ঠাকুর। দাস্য, সখ্য রসাশ্রয় কহিয়ে প্রচুর ॥ অনিরুদ্ধ আদি দাস্য সখ্য রসময়। উগ্রসেন অক্রূরের বাৎসল্য দাস্য হয় ॥ মিশ্রিত রসের এই কহিল কিঞ্চিৎ। গৌণ সপ্তরস এবে শুনহ নিশ্চিত ॥ হাস্যাদ্ভুত বীর আর কহিয়ে করুণ। রৌদ্র ভয়ানক আর বীভৎস গণন ॥ এই সপ্ত গৌণরস পঞ্চ মুখ্য রসে। উদয় করয়ে তাহা শুনহ বিশেষে ॥ হাস্যরসে কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ ভক্তগণ। পরস্পর বিষয়-আশ্রয় আলম্বন ॥ বীভৎস রসের বিষয় ঘৃণাস্পদ জানি। অমেধ্য শোণিত মাংস তাহাতে বাখানি ॥ রৌদ্রে ভয়ানকের বিষয় শত্রুগণ। গণ্ডনেত্র প্রকাশ অনুভাবেতে গণন ॥ সাত্ত্বিকাদি অল্প যথাসম্ভব উদয়। হর্ষ বিমর্ষাদি ভাব ব্যভিচারী হয় ॥ হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয়। জুগুপ্সা সহিত সপ্ত স্থায়ীভাব হয় ॥ বীরেতে উৎসাহ হয় চারি ত প্রকার। দানবীর, দয়াবীর, যুদ্ধ, ধর্ম্ম আর ॥ এই সপ্ত গৌণ পঞ্চ মুখ্যের অন্তরে। যেমতে বর্ত্তয়ে তাহা শুনহ সত্বরে ॥ হাস্য যুদ্ধ সখ্য মধ্যে অদ্ভুত সকলে। দান দয়া ভয়ানক বর্ত্তয়ে বাৎসল্যে ॥ আর দাস্য মধ্যে বৈসে ভয়ানক ভাব। শান্তমধ্যে বীভৎস রসের প্রাদুর্ভাব ॥ বাৎসল্যে রৌদ্রেতে ক্রোধ রতি সে বর্ত্তয়। উজ্জ্বলের পরিবারে এক অংশ হয় ॥ উজ্জ্বলে রৌদ্রেতে অংশে মৈত্রী পরস্পর। উজ্জ্বলে বাৎসল্যে যুক্ত বৈরী নিরন্তর ॥ বৈরীর সংস্মরণেতে কিম্বা আরাধনে। উপমাতে

রসান্তর বিধানে বর্ণনে॥ এই সব হয় রসাভাবের লক্ষণ। এই মত সর্ব্বরসে জানিবেন ক্রম॥ বৈরীযোগ হৈলে তারে রসাভাস কয়। মৈত্রী যোগ হৈলে সু-রসতা-ভাব-ময়॥ মুখ্য পঞ্চরস মধ্যে বিষয়াশ্রয়। বৈরী-যোগভেদে তারে রসাভাস কয়॥ কৃষ্ণ মাত্র এক সর্ব্ব রসের বিষয়। কৃষ্ণ বিনা অন্যত্রেতে রসাভাষ হয়॥ কৃষ্ণে ব্রহ্ম চমৎকার রূপ না দেখয়। শান্তরসাভাসে এই জানিহ নিশ্চয়॥ কৃষ্ণের অগ্রেতে যদি ধার্ষ্ট্যতা আচরে। দাস্যরসাভাস নাম কহিয়ে তাহারে॥ দুই মধ্যে কেহ সখ্য কেহ দাস্যাচরে। সখ্য-রসাভাস নাম কহিত ইহারে॥ বলিষ্ঠ পুত্রেরে হীন-জ্ঞানেতে লালন। বাৎসল্যের রসাভাস এই ত লক্ষণ॥ দুই মধ্যে একে যদি রমণেচ্ছা হয়। উজ্জ্বলের রসাভাষ কহিয়ে নিশ্চয়॥ কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা হাস্যাদি রসাভাষ। কৃষ্ণবৈরীসহ হৈলে অতি রসাভাষ॥ সংক্ষেপে কহিল এই রস প্রকরণ। গ্রন্থ অনুবাদ এবে শুন সাধুজন॥ প্রথম কলার মধ্যে মঙ্গলাচরণ। গুর্ব্বাদি বন্দন গ্রন্থকরণ কারণ॥ দ্বিতীয় কলার মধ্যে দীক্ষা-গুরু তত্ত্ব। স্বরূপ সেবন আদি আর আনুগত্য॥ তৃতীয় কলাতে শিক্ষা গুরুপ্রকরণ। চতুর্থে বৈষ্ণবতত্ত্ব মাহাত্ম্য বর্ণন॥ পঞ্চমেতে জ্ঞান আর বৈরাগ্য নির্ণয়। ষষ্ঠেতে সাধন ভক্তি বৈধীরাগময়॥ সপ্তমেতে ভাব প্রেমভক্তির লক্ষণ। অষ্টমে দ্বাদশ রস প্রভেদ বর্ণন॥ এই ত সকল গ্রন্থ সম্বাদ গনিলা। প্রথম বিভাগ মধ্যে অষ্ট কলা কৈলা॥ যেই ইহা শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ। অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণ প্রেম-

ধন ॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃষ্ণ ভক্তির প্রত্যাস । উপাসনাচন্দ্রা- মৃত কহে লাল দাস ॥

ইতি শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতে প্রথমবিভাগে রসপ্রভেদাদি

বর্ণনং নামাষ্টম কলা ।

ইতি প্রথমো বিভাগঃ ।

অথ দ্বিতীয়ো বিভাগঃ।

অথ প্রথম কলা।

বন্দে চৈতন্যদেবস্তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নর্ত্ততে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যহং ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ জয় শ্রীমুরারিগুপ্ত দাস বৃন্দাবন। কবিকর্ণপুর জয় ঠাকুর লোচন ॥ কবিরাজ গোসাঞি আদি গ্রন্থকর্ত্তাগণে। বন্দনা করিয়ে আর করি যে প্রার্থনে। সবে দয়া করি মোরে ক্ষম অপরাধ। অপরাধ ক্ষমি মোরে করহ প্রসাদ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদপদ্মে দেহ ভক্তি। তার গুণ মহিমাদি কহি যথা শক্তি ॥ সব শ্রোতাগণ পায় করি, নমস্কার। কহিয়ে কিঞ্চিৎ তত্ত্ব বুদ্ধি অনুসার ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্ব অনন্ত অপার। মুঞি জীব-কীট তার কি পাইব পার ॥ এই সব গ্রন্থকর্ত্তা যে কৈল বর্ণন। সেই অনুরূপ কিছু করিয়ে লিখন ॥ প্রথম বিভাগ মধ্যে পঞ্চম কলাতে। চৈতন্য প্রসঙ্গ কিছু কহিয়াছি তাতে ॥ তাহার বিশেষ এবে করিয়ে লিখন। দুই পক্ষ অনুসারে শুন দিয়া মন ॥ সিদ্ধান্তের পক্ষে আগে কহিব কিঞ্চিৎ। পশ্চাৎ কহিব রসপক্ষের চরিত ॥ কৃষ্ণের অনন্ত ধাম অনন্ত স্বরূপ। তার মধ্যে ব্যক্ত মত শাস্ত্র অনুরূপ ॥ প্রকাশ, বিলাস আর লীলা অবতার।

যুগ অবতার আদি যত আছে আর॥ পৃথক্ পৃথক্ তার লক্ষণাদি সব। কেহ অংশ কলা কেহ প্রাভব বৈভব। তাতে প্রকাশেতে এক অভেদ তাহার। এ দুই স্বরূপ যাতে হয় একাকার॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

প্রকাশস্ত নভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃথক্। অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্ত যৈ কদা। সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব সপ্রকাশ ইতীর্য্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

চিত্রংবতৈত তদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্যষ্ট সাহস্রং স্ত্রিয় একউদাবহৎ॥

শ্রীচরিতামৃতে—

"একই বিগ্রহে যদি হয় বহুরূপ। আকারেও ভেদ নাহি একই স্বরূপ॥ মহিষী বিবাহে যৈছে কৈলা মহারাসে। ইহারে কহিয়ে প্রভুর মুখ্য প্রকাশে॥" ইতি॥ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কোঙর। অদ্বিতীয় গোপরূপ রসিকশেখর॥ যবে এক তেঁহো তবে স্বয়ং রূপ নাম। দুই তিন হৈলে স্বয়ং প্রকাশ আখ্যান॥

তথা তত্রৈব—

"স্বয়ং রূপ স্বয়ং-প্রকাশ দুই রূপে স্ফূর্ত্তি। স্বয়ং রূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি॥" ইতি॥ এই ত প্রকাশ রূপ কৃষ্ণের অভিন্ন। কিন্তু এ লক্ষণ নাহি ধরেন চৈতন্য॥ ভিন্ন রূপ অন্যাকার ভিন্ন বর্ণ বেশ। ভিন্ন ভাব ভিন্ন লীলা ভিন্ন কাল দেশ॥ ভিন্নাকার হৈলে কহি বিলাস আখ্যান।

সেহ অসম্ভব যাতে স্বয়ং কৃষ্ণধাম ॥ বিলাস স্বরূপ কিছু ন্যূন কৃষ্ণ হৈতে। প্রায় আত্মাসমশক্তি লক্ষণ যাহাতে ॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

স্বরূপ মন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েনাত্ম সমং শক্ত্যা সবিলাস ইতীর্য্যতে ॥

আর যেবা লিখিলেন যুগ অবতারে। ধর্ম্মের স্থাপন আর ভারাদি সংহারে ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

আসন্‌বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনু যুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

গীতায়াঞ্চ—

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

উপপুরাণেচ—

অহমেব কচিদ্‌ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌপাপহতান্নরান্ ॥

এহো সত্য কিন্তু এহো আনুসঙ্গ ধর্ম্ম। স্বয়ং যেহোঁ তাঁর নহে এই নিজ ধর্ম্ম ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ। আর এক হেতু আছে শুন অন্তরঙ্গ ॥ পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে। কৃষ্ণ অবতার হৈল শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥ স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগতপালন ॥ কিন্তু

কৃষ্ণের হয় যেহ অবতার কাল। ভারহরণ কাল তাতে হইয়া মিশাল॥ পূর্ণ ভগবান্ অবতার যেই কালে। আর সব অবতার তাহে আসি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদি অবতার। যুগ মন্বান্তরাবতার বিষ্ণু যত আছে আর॥ সবে আসি কৃষ্ণ সঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতার কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥" ইতি॥ অতএব চৈতন্যের স্বরূপ লক্ষণ। তর্ক অগোচর বেদ বিধির দুর্গম॥

শ্রীচন্দ্রামৃতেচ—

সর্ব্বাম্নায়চূড়ামণিভি রপি ন সংলক্ষ্যতে যৎ স্বরূপং, শ্রীশব্রহ্মাদ্যাগম্যা, সুমধুরপদবী কাপি যস্যাতিরম্যা। যেনাকস্মাজ্জগৎ শ্রীহরিরসমদিরামত্ততে ভবাধারি। শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রঃ স কিমু মমগিরাং গোচর শ্চেতগোবা॥

তবে স্বয়ং কৃষ্ণ তারে কহি কি প্রমাণে। লোকের বিশ্বাস ইথে হইবে কেমনে॥ সেই তত্ত্ব কহি কিছু শুন দিয়া মন। ঈশ্বরত্ব তত্ত্ব জ্ঞান দুইত লক্ষণ॥ স্বরূপ লক্ষণে আর তটস্থ লক্ষণে। এই দুই লক্ষণে তারে জানে বিজ্ঞজনে॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ। এ দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ॥ আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ লক্ষণ। কার্য্য দ্বারে জ্ঞান হয় তটস্থ লক্ষণ॥" ইতি॥ স্বরূপ লক্ষণ চৈতন্যের গূঢ়তর। অন্তরঙ্গ ভক্ত বিনা নাহি জানে পর॥ শ্রীরায় গোসাঞি যৈছে পাইলা দরশন। ত্রিবিধ স্বরূপ ক্রমে করিয়া খণ্ডন॥

যথা তত্রৈব—

"পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥ তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা। তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্বাঙ্গ দেখি ঢাকা॥ তাতে এক প্রকট দেখি সবংশীবদন। নানাভাবে চঞ্চল কমল নয়ন॥ এইমত দেখি তোমা লাগে চমৎকার। অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥ প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়। যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥ রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি। মোর আগে নিজ রূপ না করিহ চুরি॥ শ্রীরাধার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার। নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥ তবে প্রভু হাঁসি তারে দেখাইল স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥" ইতি॥ এই সব ভক্তবাক্যে বিশ্বাস যাহার॥ সেই সে বুঝিতে পারে স্বরূপ তাহার॥ শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট নাহি এ সব বিচার। তটস্থ লক্ষণে এবে শুন কিছু আর॥ ব্রজের নির্ম্মল প্রেম জগতে দুর্লভ। অন্য অবতারে যাহা দিতে নারে লব॥ সেই প্রেম অযাচকে কৈলা বিতরণ। এই এক কার্য্য তাঁর তটস্থ লক্ষণ॥

যথা শ্রীবিল্বমঙ্গলঃ—

সন্ত্যবতারা বহবঃ, পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃকো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥

আর পুনঃ অবতার সব তার অঙ্গে। সব অবতার-ভক্ত সেই তার সঙ্গে॥ যার যেই উপাসনা দেখে সেই রূপ।

ছয়ভুজ চারিভুজ দ্বিভুজ স্বরূপ॥ সাঙ্গোপাঙ্গ সহ এই গৌর অবতার। নিতাই অদ্বৈত আদি দুই অঙ্গ যার॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। ইত্যাদি।

শ্রীজীবগোস্বামিনোক্তঞ্চ—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং। ইত্যাদি।

রূপে গুণে সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ। অলৌকিক লীলা অলৌকিক চেষ্টাগণ॥ যেই দেখে সেই তারে কৃষ্ণ করি কয়। যবন পাষণ্ড কৃষ্ণপ্রেমেতে ভাসয়॥ এইমত চৈতন্যের অশেষ মহত্ত্ব। এ সব লক্ষণে জানি স্বয়ং ভগবত্ত্ব॥ তথাপীহ তাঁর কৃপা হয় ত যাহারে। সেই সে তাঁহার তত্ত্ব জানিবারে পারে॥ অতএব মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ইথে নাহি আন॥ এক দেহ বর্ণ বেশ ভেদ দুই নাম। গৌরকৃষ্ণ, শ্যামকৃষ্ণ দ্বিবিধ আখ্যান॥ দুই দেহ কহি যদি দুই এক সম। সেই অসিদ্ধান্ত হয় বিরুদ্ধ লক্ষণ॥ কৃষ্ণের নাহিক সম নাহি অতিশয়। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।

অতএব একাশ্চর্য্য প্রকাশ রূপেতে। যেই এক বপু স্থিতি পৃথক্ গৃহেতে॥

যথা তত্রৈব—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ গৃহেষু॥ ইত্যাদি॥

দ্বিতীয় আশ্চর্য্য এই বর্ণাদিভেদ দেহ। শ্রীকৃষ্ণেতে চৈতন্যেতে দুই এক দেহ॥ তেঁহো এক আত্মা রাধাকৃষ্ণ দেহ দুই। এই এক দেহ রাধাকৃষ্ণ দুই সেই॥ অদ্ভুত প্রকাশ এই চৈতন্য স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥ তেঁহ গোপভাবময় এহো গোপীভাব। দুই এক, একে দুই অচিন্ত্য প্রভাব॥

যথা শ্রীকবিকর্ণপুরঠাকুর বাক্যং—

রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে। সিতদ্বীপং প্রাহুঃ পরমপি পরব্যোম জগদুর্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জয়তি পরমাশ্চর্য্যমহিমা॥

বৃন্দাবন ব্যোম আদি তার অন্তর্ভূত। বাহ্যে গৌরলীলা এই পরম অদ্ভুত॥ কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা দুই হয় নিত্য। পূর্ব্বাপর নাহি যার নাহি আদ্য অন্ত॥ লীলার নাহিক কোন কালেতে বিশ্রাম। প্রকটাপ্রকট মাত্র দুই সংস্থান॥ তাতে তার কভু কোন লীলাতে আবেশ। ইচ্ছাশক্তি দ্বারে যার যাহাতে প্রবেশ॥ ইহার আভাষ কিছু শ্রুতিবাক্যে পাই। স্পষ্টার্থ করিল তার কবিরাজ গোসাঞি॥

যথা শ্রীবৃহদারণ্যকশ্রুতৌ—

স একো ন রমতে দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ। সহৈতাবান্ স যথা স্ত্রীপুমাংসৌ, পরিষক্তৌ ন বাহ্যং কিঞ্চ ন বেদ নান্তরং প্রাণস্য প্রাণ উতচক্ষুষশ্চক্ষু রুত শ্রোত্রস্যাপি শ্রোত্রং উতমনসো মনোবিদ্ধি ইত্যাদিকা। শ্রুত্যর্থস্তু সমাধনীয়ঃ। একাকী ন রমতে। রন্তুং ন শক্নোতি। অতো রমণোপযোগিনং দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ কাময়া-মাস। সহ হ্লাদিনীশক্তিসারভূতয়া দ্বিতীয়য়া শ্রীরাধয়া সহ মিলিত্বা এতাবান্ সম্বভূব যথা স্ত্রীপুমাংসৌ।

তদর্থে শ্রীকবিরাজগোস্বামিনোক্তং—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং।

অস্যার্থ—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥ সেই দুই এক এবে চৈতন্যগোসাঞি। রস আস্বাদিতে দুহেঁ হৈলা এক ঠাঁই॥" ইতি॥ ইহার দৃষ্টান্ত যৈছে ভাগবতগণ। অন্তর্বাহ্যে দুই রূপ রস আস্বাদন॥ কভু অন্তর্দ্দশা কভু বাহ্যবৃত্তিময়। এক আত্মা এক যোগে পৃথক্ না হয়॥ কিন্তু বাহ্য বৃত্তে জীবে দয়া অতিশয়। ভক্তি উপদেশ তত্ত্ব প্রদানাদিময়। অতএব মহাপ্রভু বড় দয়াবান্। পাত্রাপাত্র নাহি অযাচকে প্রেমদান॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

একো দেবঃ সহজকরুণঃ শ্রীকলৌ দ্বাপরে বা, গৌরঃ শ্যামঃ প্রকৃতিমধুরো যদ্যপিক্লেশহন্তা। তথাপূর্ব্বো মধুরমধুরঃ প্রেমবিস্তারকারী, গৌরঃ শ্যামাৎ প্রকটকরুণঃ শ্রীশচীনন্দনোঽয়ং॥

দুর্ল্লভসারে—

"কৃষ্ণ বিনা আর কেহো নাহিক ঈশ্বর। সত্য কিম্বা ত্রেতা কলি আর যে দ্বাপর॥ সেই প্রভু অবতার প্রতি যুগে যুগে। করুণা কারণে ছোটবড় বলে লোকে॥ চৈতন্যগোসাঞি এহো করুণাতে বড়। তেঁই অবতার সার

কহি কথা দঢ় ॥" ইতি ॥ এইমত হয় তাঁর ভক্তের মহিমা। শুদ্ধসত্ত্ব বৈষ্ণবত্ব যার নাহি সীমা ॥

যথা শ্রীচন্দ্রামৃতে—

তৃণাদপিসুনীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ, সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধ থূথূকৃতিঃ। হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা ভবন্তি কিল সদ্‌গুণা জগতি গৌরভাজামমী ॥ কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে, দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলীপ্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে। বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে, যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেবস্তুমঃ ॥

বড় দয়াময় সবে পতিতপাবন। জীব উদ্ধারিতে আর নাহি যাঁর সম ॥ চৈতন্য প্রসাদে সবে প্রেমভক্তি দাতা। প্রেমকল্পতরুর পল্লব পুষ্প পাতা ॥ ব্রহ্মা, শিব, সনকাদি দেব মুনিগণ। সত্য ত্রেতা দ্বাপরের যত ভক্তগণ ॥ শুদ্ধপ্রেম ভক্তিরস পান করিবারে। সবে অবতরে আসি গৌর পরিকরে ॥ গৌরাঙ্গ কৃপাতে সবে শ্রবণ কীর্ত্তনে। ব্রজের নির্ম্মল রস কৈলা আস্বাদনে ॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ পরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।

এই ত কহিল কিছু চৈতন্য মহত্ত্ব। নিজবুদ্ধি অনুসারে সাধুশাস্ত্রমত ॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর মোরে দয়া। অপরাধ ক্ষমি মোরে দেহ পদছায়া ॥ জয় জয় মহাপ্রভু জয় দয়াময়। পতিতপাবন অবতার জয় জয় ॥ এই ত সিদ্ধান্ত পক্ষে চৈতন্যের তত্ত্ব। সংক্ষেপে কহিল কিছু পরম মাহাত্ম্য ॥ ইহা যেই শুনে কিম্বা যে বা জনে গায়। চৈতন্যচরণপায়ে

দৃঢ়ভক্তি পায় ॥ শ্রীচৈতন্যপদদ্বন্দ্ব করি অভিলাষ। উপাসনা চন্দ্রামৃত কহে লাল দাস ॥

ইতি শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতে দ্বিতীয় বিভাগে
শ্রীভগবৎ চৈতন্যস্য সিদ্ধান্ত পক্ষানুসার
তত্ত্ব কথনং নাম প্রথম কলা।

অথ দ্বিতীয় কলা।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ এবে কহি কিছু রসপক্ষ অনুসার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ॥ পূর্ব্বে দ্বাপরের শেষে ব্রজে অবতরি। আস্বাদিলা কৃষ্ণরস নির্য্যাস মাধুরী ॥ যদ্যপি কৃষ্ণের ব্রজে সদাই বিহার। তথাপি প্রকট লীলা কল্পে একবার ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোক ব্রজের সহ নিত্য যে বিহার ॥ ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার।

অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥” ইতি ॥ যদ্যপি করেন, তিহোঁ রস আস্বাদন। তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ ॥ বেদগুহ্য কথা এই হয় অতি গূঢ়। বুঝয়ে রসিকভক্ত না বুঝয়ে মূঢ় ॥ সেই তিন বস্তুতত্ত্ব শ্রীচরিতামৃতে। কবিরাজ গোসাঞি কহিলেন বিস্তারিতে ॥ সংক্ষেপে কহিয়ে ইহাঁ সেই তিন তত্ত্ব। কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছা পরম মহত্ত্ব ॥ প্রথমে ত রাধিকার প্রেমের মহিমা। নিত্য নবীনতা যার নাহিক উপমা ॥

যথা শ্রীদানকেলিকৌমুদ্যাং—

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ। মুহুরুপচিতবক্রিমাপিশুদ্ধো জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ।

সেই বাক্যে মন আর মোর মধুরিমা। রাধার আস্বাদ যেই যার নাহি সীমা ॥

যথা ললিত মাধবে—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী স্ফুরতি মমগরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ। অহমহমপিহন্ত প্রেক্ষ্যযং লুব্ধচেতাঃ। স রভস মুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥

এই বাক্যে মন আর তৃতীয় বৃত্তান্ত। অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

“অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত। স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥ যেবা কেহ অন্যে জানে সেহো তাহাঁ হৈতে। চৈতন্য গোসাঞির যেঁহো অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে।” রাধাদির প্রেম হয় অধিরূঢ় নাম। কৃষ্ণ সুখ তার সুখ কভু নহে কাম ॥

যথা শাস্ত্রে—

যদস্যাঃ কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবল মুদ্যমঃ।
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎপ্রথাং॥

গোপিকা দর্শনেতে কৃষ্ণের যে আনন্দ। তাহা দেখি কোটিগুণ গোপী-প্রেমানন্দ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥ কিন্তু কৃষ্ণসুখ হয় গোপী রূপ গুণে। তাহা দেখি সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাধা সর্ব্ব গুণে। অতএব কৃষ্ণ তাহা বিচারেন নিজ মনে॥ আমার মিলনে রাধা যে আনন্দ পায়। সেই বা কেমন? আস্বাদিতে মন ধায়॥ এই তিন বাঞ্ছা তাঁর মূল প্রয়োজন। রাধাভাব বিনা তাহা নহে আস্বাদন॥ অতএব রাধিকার ভাব কান্তি ধরি। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ নদীয়া নগরী॥"

যথা শ্রীকবিরাজগোস্বামিনোক্তং—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা। স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ॥ সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভাৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।

এই মূল-হেতু শুন দ্বিতীয় কারণ। ব্রজপ্রেম দান আদি নাম-সংকীর্ত্তন॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"দাস, সখা, পিতা, মাতা, প্রেয়সী লইয়া। ব্রজে ক্রীড়া

করেন কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥ যথেচ্ছ বিহরে কৃষ্ণ করি অন্তর্ধান। অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান ॥ চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান। ভক্তি বিনা জগতের নাহি পরিত্রাণ ॥ জ্ঞানকর্ম্ম মিশ্রাভক্তি যাজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা ॥ সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য। সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য ॥ যুগ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তাব নাম সংকীর্ত্তন। চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচাব ভুবন। আপনি করিব ভক্তি ভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাব সবারে ॥ আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥

যথা শ্রীগীতায়াং—

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

তথাচ—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহং।

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"যুগ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনে অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥" ইতি ॥ এই দুই হেতু অবতারের কারণ। দুই গুণে দুই হেতু করয়ে উদ্গম ॥ রসিকশেখর গুণে রস আস্বাদন। পরম করুণাগুণে দান প্রেম ধন ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম ॥" ইতি ॥ এইকালে করেন অদ্বৈত আরাধনা।

সেইকালে যুগধর্ম্ম স্থাপন নিয়ম ॥ স্বগণ সহিত কৃষ্ণ করি অবতার। সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা অশেষ প্রকার ॥ অবতার মূল-হেতু রস আস্বাদন। সেই দ্বারে কৈলা ব্রজ-প্রেম প্রকটন ॥ কলিযুগ-ধর্ম্ম কৃষ্ণ নাম-সংকীর্ত্তন। প্রকাশ করিয়া কৈলা কলিযুগ ধন্য ॥ পরিবারসহ করি রস আস্বাদনে। আনু-সঙ্গে প্রেমময় কৈলা ত্রিভুবনে ॥ যে লীলা যে অবতার কৈলা কৃষ্ণচন্দ্র। তাহার সহায় সব পরিকরবৃন্দ ॥ অন্যান্য যুগে তন্ত্র যজ্ঞাদি ধারণে। যজ্ঞেশ্বর রূপ কৃষ্ণে করে আরা-ধনে ॥ কলিযুগে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন রূপ যজ্ঞে। কৃষ্ণচৈতন্যেরে ভজে তারে ভক্ত বিজ্ঞে ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।

শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরাদকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ। উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিল চতুর্থাশ্রমযুষাং স দেবশ্চৈতন্য কৃতিরতি-তরাং নঃ কৃপয়তু ॥

শ্রীচরিতামৃতে—

"সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক আপনে চৈতন্য। সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁর ভজে সেই ধন্য ॥" ইতি ॥" অন্য অবতারে অস্ত্র সেনাগণ লৈয়া। অসুর সংহার কার্য্যে যুদ্ধাদি করিয়া ॥ এই অব-তারে সাঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র। পাষণ্ডদলন কার্য্য করেন সর্ব্বত্র ॥ নিতাই অদ্বৈত দুই সেনাপতি সঙ্গে। শ্রীবাসাদি সৈন্য যাঁহা সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥ পাষণ্ড দুর্ম্মুখ আর কুতার্কিক-

গণে। করিলা দমন প্রভু নানা স্থানে স্থানে॥ যুগধর্ম্ম হরিনাম মহামন্ত্র সার। হরিদাসঠাকুর দ্বারা করিল প্রচার॥ শ্রীরামগোসাঞি দ্বারে সাধ্যাদি সাধন। আপনে হইয়া শ্রোতা কৈল প্রকটন॥ ব্রজের সিদ্ধান্তআদি যত আছে আর। রূপ সনাতন দ্বারে কৈলেন প্রচার॥ সবার প্রথমে শুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ। পুরীগোসাঞি দ্বারে কৈলা প্রকটন॥ সেই শুদ্ধ প্রেমভক্তি হয় অকৈতব। তাহাতে বিয়োগ দশা জীবে অসম্ভব॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, সেই প্রেম নৃলোকে না হয়। যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়॥" ইতি॥ অতএব কৃষ্ণের বিয়োগ স্ফূর্ত্তি হৈতে। সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈলা পুরী এই শ্লোক য়াতে॥

তথাহি শ্লোকঃ—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং দয়িত! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং।

যদ্যপীহ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী। নিত্যসিদ্ধ ভক্তজীব কহিতে না পারি। তথাপীহ প্রেমের তত্ত্ব লোকে প্রচারিতে। এই লীলা কৈলা সাধকের আচরিতে॥ আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরাগমন। উদ্‌ঘূর্ণ দশা হৈলা উন্মাদ লক্ষণ॥ অতএব লিখিলেন কবিরাজ গোসাঞি। এই শ্লোক আস্বাদিতে আর চৌঠ নাই॥

যথা তত্রৈব—

"এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী। তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র বাণী॥ কিম্বা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন। ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠ জন॥" ইতি॥ এইমত নানা কার্য্য নানা ভক্ত দ্বারে। প্রকাশ করেন প্রভু কে বুঝিতে পারে॥ রাধাভাব কান্তি ধরি সাধে নিজ কাম। রাধা বলি আপনারে হয় অভিমান॥ প্রেমের বিকারে উঠে যত ভাব গণ॥ ব্রজে যৈছে রাধিকার হয় আস্বাদন। মহাপ্রভু সেই সব ভাব আস্বাদয়। কোন দিনে কোন ক্ষণে কোন ভাবোদয়॥ রামানন্দ স্বরূপ জানেন ভাব গতি। সেইমত শ্লোক গীতে সুখ দেন অতি॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর। সেই গীত শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥" ইতি॥ আটচল্লিশ বর্ষ প্রকট বিহারী। চব্বিশ বৎসর তাহে গৃহবাস করি॥ বাল্য, পৌগণ্ড, ক্রমে কৈশোর বিলাস। অধ্যয়ন বিবাহ আর কীর্ত্তন প্রকাশ॥ চব্বিশ বৎসর শেষ সন্ন্যাস আশ্রমে। তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমনে॥ কভু ত দক্ষিণ কভু গৌড় বৃন্দাবন। সর্ব্বত্র স্থাপিলা প্রেমভক্তি সংকীর্ত্তন॥ অষ্টাদশ বৎসর একা ভাবাবিষ্ট মন।

যথা তত্রৈব—

"শেষ রহিল প্রভু দ্বাদশ বৎসর। কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি

হয় নিরন্তর ॥ রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে। সেই ভাবে মহাপ্রভু রহে রাত্রিদিনে ॥ তিন দশাবেশেতে প্রভুর কাল যায়। অন্তর্দশা, বাহ্যদশা অর্দ্ধবাহ্য তার ॥ অন্তর্দশা মধ্যে কৃষ্ণ লীলাদি দর্শন। অর্দ্ধবাহ্যে কিছু ঘোর প্রলাপ বচন ॥ কেবল বাহ্যেতে কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে যৈছে রাধার বিষাদ ॥ সখী সব করে যৈছে ধৈর্য্যাবলম্বন। সেই ইহাঁ স্বরূপাদি রামানন্দগণ। অলৌকিক ভাব চেষ্টা প্রেমের বিকার। অন্যত্র না হয় ঐছে ভাবের প্রচার ॥ সহজেই কৃষ্ণপ্রেম অলৌকিক হয়। কৃষ্ণের ভক্তে নাচাইয়া আপনি নাচায় ॥ তাতে অকৈতব ব্রজপ্রেম সুখ-সিন্ধু। জগৎ উড়াইতে পারে যার একবিন্দু ॥ তাহাতে আপনি কৃষ্ণ যাহা আস্বাদিতে। ভক্তভাবে অবতীর্ণ স্বগণ সহিতে ॥ তাহার বর্ণনা কেবা করিবারে পারে। তাতে মুঞি জীবাধম অযোগ্য সংসারে ॥ বিশেষ দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার। ব্রহ্মা, শিব, সনকাদি নাহি পায় পার ॥ অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যে কৈল প্রচার ॥ সেই অনুসারে কিছু সূত্র কৈল তার ॥ শেষেতে অদ্বৈত প্রভু প্রহেলি লিখিয়া। মহাপ্রভু স্থানেতে দিলেন পাঠাইয়া ॥

যথা—

"বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল। বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥ বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল। বাউলকে কহিও যে কহিয়াছে বাউল ॥" ইতি ॥ সেই দিন হৈতে তাঁর ভাব ফিরি গেলা। আচম্বিতে

স্ফুরে কৃষ্ণ মথুরার লীলা ॥ বিরহের ব্যথা হৃদে বাড়িল দ্বিগুণ। শেষে এই শেষ লীলা কৈলা আস্বাদন ॥ মোহনের দশা ভেদে উদ্ঘূর্ণা উন্মাদ। ভ্রমময় চেষ্টাদি প্রলাপময় বাত ॥ ক্রমে এই সব রস আস্বাদন করি। নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ কৈল গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি। সাধি নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥" ইতি ॥ এই ত সংক্ষেপরূপে গৌরাঙ্গচরিত। রসপক্ষ অনুসারে কহিল কিঞ্চিৎ ॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ক্ষম অপরাধ। পতিতপাবনগণে করহ প্রসাদ ॥ ইহা যেই পড়ে কিম্বা করয়ে শ্রবণ। গৌরাঙ্গপদারবিন্দে পায় প্রেমধন ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদপদ্ম অভিলাস। উপাসনাচন্দ্রামৃত কহে লাল দাস ॥

ইতি শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতে দ্বিতীয় বিভাগে শ্রীভগবচ্চৈতন্য মহাপ্রভো রসপক্ষানুসারে লীলাসূত্র বর্ণনং নাম দ্বিতীয় কলা।

অথ তৃতীয় কলা।

করুণানিকুরম্বকোমলে, মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ন হি চিন্তাকণিকাপ্যুদেতি নঃ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥ জয় জয় বীরাবৃন্দাদেবীপূর্ণ-মাসী। জয় বৃন্দাবনধাম সর্ব্ব গুণরাশি॥ প্রথম বিভাগ মধ্যে পঞ্চম কলায়। পূর্ব্বেতে লিখিল কিছু কৃষ্ণতত্ত্ব তায়॥ এই তার ধাম আর লীলাদি স্বরূপ। কহিব কিঞ্চিৎ মাত্র শাস্ত্র অনুরূপ॥ কৃষ্ণের অনন্ত ধাম তাহাতে প্রধান। দ্বারকা মথুরা এই কহে দুই স্থান॥ মথুরার মধ্যে পূর্ণ হয়ে দুই রূপ। এক মধুপুরী আর গোকুল স্বরূপ॥

তথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

ধামাস্য দ্বিবিধং প্রোক্তং মাথুরং দ্বার্ব্বতী তথা।
মাথুরঞ্চ দ্বিধা প্রাহু, র্গোকুলং পুরমেবচ।

সেই গোকুলের পুনঃ দ্বিবিধ স্বরূপ। ঐশ্বর্য্যে গোলোক নাম মাধুর্য্যে স্বরূপ॥

যথা বরাহসংহিতায়াং—

যৎকিঞ্চিৎ গোকুলৈশ্বর্য্যং গোলোকে তৎ প্রতিষ্ঠিতং।

শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

যত্তু, গোলোকনামস্যাত্তচ্চ গোকুলবৈভবং।

অতএব ব্রজে আর গোলোকে অভিন্ন । ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য দুই পক্ষ নাম ভিন্ন ॥ ঐশ্বর্য্য পক্ষেতে তারে কহিয়ে গোলোক । মাধুর্য্য পক্ষেতে তারে কহি ব্রজলোক ॥ ক্রমে দুই পক্ষে তার করিব বর্ণন । ঐশ্বর্য্যপক্ষের আগে শুন বিবরণ ॥ অনন্ত ঐশ্বর্য্য তার কে পারে বর্ণিতে । কিঞ্চিৎ কহি যে মাত্র দিগ্‌দরশাইতে ॥ সর্ব্বত্র ব্যাপক এই ধাম সর্ব্বোপরি । যার তলে তলে হরি শিবাদি নগরী ॥

যথা শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলেচ তস্য, দেবী মহেশ হরিধামসু তেষুতেষু, তেতে প্রভাব নিচয়াবিহিতাশ্চ যেন, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ।

সকল ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রাকট্য তাঁহার । একই স্বরূপ এক দেহ একাকার ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায় । একই স্বরূপ হয় নাহি দুই কায় ॥" ইতি ॥ অতুল বৈভব তাঁর নাহিক উপমা । দ্বারকা বৈকুণ্ঠ আদি নাহি যার সমা ॥

যথা পাতালখণ্ডে—

অহো মধুপুরীধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চগরীয়সী ।

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

স্বরূপ কহেন শ্রীবাস শুন সাবধানে । বৃন্দাবন সম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে ॥ বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ্‌সিন্ধু । দ্বারকা বৈকুণ্ঠ সম্পদ্ তার এক বিন্দু ॥ পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ । কৃষ্ণ মহাধনী সেই বৃন্দাবন ধাম ॥

চিন্তামণি যাঁহা ভূমি চিন্তামণির ভবন। চিন্তামণিগণ দাসীর চরণ ভূষণ ॥ কল্পবৃক্ষ লতা যাঁহা সাহজিক বন। ফল ফুল বিনু কেহো না মাগে আর ধন ॥ অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে। দুগ্ধ মাত্র দেন কেহো না মাগে আর ধনে ॥ সহজ লোকের কথা যাঁহা দিব্য গীত। সহজ গমন করে যাঁহা নৃত্য প্রতীত ॥ সর্ব্বজল যাহা অমৃত সমান। চিদানন্দ জ্যোতি স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান্ ॥ লক্ষ্মীজিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ। কৃষ্ণ বংশী করে যাহা প্রিয়সখী কাজ ॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো, দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং। কথাগানং নাট্যং গমনমপি বংশীপ্রিয়সখী চিদানন্দজ্যোতিঃ পরমপিতদাস্বাদ্যমপি চ।

যথা বিল্বমঙ্গলবাক্যং—

চিন্তামণিশ্চরণ ভূষণমঙ্গনানাং শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাং। বৃন্দাবনে ব্রজধনং নমু কামধেনু বৃন্দানিচেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিরিতি ॥

কামধেনুগণ দুগ্ধ শ্রবে নিরন্তর। তাহে যৈছে নদী বহে দেখিতে সুন্দর ॥ মহা ক্ষীর-সমুদ্রের প্রায় অনুপম। অতএব শ্বেতদ্বীপ বলি এক নাম ॥ নিমেষার্দ্ধ কাল তাহা কভু নাহি যায়। গোলোক বলিয়া যারে সাধুগণে গায় ॥

যথা তত্রৈব—

স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্ নিমেষার্দ্ধাখ্যোবা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ। ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলকমিতিযং বিদন্তস্তে সন্তঃক্ষিতি বিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"সর্ব্বোপরি গোকুল ব্রজলোক ধাম। গোলোক শ্বেত-দ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥" ইতি॥ কভু সঙ্কুচিত হয় কভু বা বিস্তার। অদ্ভুত পৃথিবীরূপ আশ্চর্য্য ব্যবহার॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যার বৈসে একদেশে। শতকোটী গোপী এক পুলিনে প্রবেশে॥

যথা শ্রীভাগবতামৃতে—

স তু মাথুর ভুরূপঃ পরিচ্ছিন্নোপ্যথাদ্ভুতঃ। স্ফারঃ সঙ্কুচিতশ্চস্থাৎ কৃষ্ণ-লীলানুসারতঃ। অত্রৈবাজাণ্ডমালাপি পর্য্যাপ্তি মুপগচ্ছতি। বৃন্দাবন প্রতীকেঽপি যান্নভূতৈববেধসা। ইত্যতো রাসলীলায়াং পুলিনে তত্রযামুনে। প্রমদা শতকোট্যোঽপি মমু র্যত্তং কিমদ্ভুতং॥

শ্রীচরিতামৃতে—

"কৃষ্ণের মহিমা বহু কেবা তার জ্ঞাতা। বৃন্দাবন স্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভূতা॥ ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে পর-কাশে। অনন্ত বৈকুণ্ঠাজাণ্ড একদেশে ভাসে॥" ইতি॥ অনন্ত প্রকাশে তাহা কৃষ্ণের বিলাস। পরিকরগণ তৈছে অনন্ত প্রকাশ॥ কোন বা প্রকাশেতে করেন বাল্য লীলা। কোন বা প্রকাশসহ পৌগণ্ডের খেলা॥ কোন বা প্রকাশ মধ্যে কৈশোর বিহার। লীলা অনুরূপ প্রাদুর্ভাব সবাকার॥ অন্য প্রকাশের লীলা অন্যে বেদ্য নাই। কিন্তু এক কালে বর্ত্তমান এক ঠাঁই॥ সেই শৈল গোষ্ঠবন বৃক্ষলতাগণ। অনেক প্রকার রূপে দেন দরশন॥ লীলাসমুচিত হয় স্বরূপ প্রকাশ। রত্ন মণিময়কুঞ্জ কুটির আবাস॥ লীলাপরিকর মাত্র দেখে সেইরূপ। অন্যের নাহিক দৃশ্য সে সব স্বরূপ॥

যথা শ্রীভাগবতামৃতে—

স্বৈঃ স্বৈর্লীলাপরিকরৈর্জনৈর্দৃশ্যানি নাপরৈঃ। তত্তল্লীলাদ্যবসরে প্রাদুর্ভাবোচিতানিহি। আশ্চর্য্যমেকদৈবাত্র বর্ত্তমানান্যপি ধ্রুবং। পরস্পরমসংপৃক্তস্বরূপাণ্যেব সর্ব্বথা। কৃষ্ণ বাল্যাদিলীলাভি ভূর্ষিতানি সমন্ততঃ। শৈল গোষ্ঠ বনাদীনাং সন্তি রূপাণ্যনেকশঃ। (ত্রিভিঃ কুলকমিতি।)

কদাচিৎ কোন স্থানে কৃষ্ণলীলা করে। অন্যজনে গেলে দেখে শূন্যপ্রায় স্থলে ॥

তথা তত্রৈব—

লীলাঢ্যোঽপি প্রদেশোঽস্য কদাচিৎ কিল কৈশ্চন।
শূন্য এবেক্ষ্যতে দৃষ্টিযোগ্যৈরপ্যপরৈরপি ॥

অতএব কৃষ্ণ আর কৃষ্ণপ্রিয়াগণ। লীলাধাম সময়ের দুর্ঘট ঘটন ॥ অবিচিন্ত্য শক্তির প্রভাব এই হয়। ইহাতে এ সব কিছু অসম্ভব নয় ॥

তথা তত্রৈব—

অতঃ প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ।
অবিচিন্ত্য প্রভাবত্বান্নাত্র কিঞ্চিৎ স্থ দুর্ঘটং ॥

এইমত হয় পুনঃ দ্বারকা মাহাত্ম্য। সেই নিত্য ধাম তাহে কৃষ্ণলীলা নিত্য ॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

এবমেবং দ্বারকায়াং জ্ঞেয়ং সর্ব্বংবিচক্ষণৈঃ।

যথা একাদশস্কন্ধে—

দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎক্ষণাৎ। বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ

শ্রীমদ্ভগবদালয়ং। স্বত্বাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলং। নিত্যং সন্নিহিত স্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ॥

তাহার বৈভব কিছু নারদ দেখিলা। একত্রেই এককালে নানারূপ লীলা॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

অথান্যদ্ বৈভবং তস্য ব্যক্তং শ্রীনারদেক্ষয়া।
যত্রৈকত্রৈকদা নানারূপাবসর চিত্রতা॥

যদ্যপীহ অপ্রাকৃত তাঁহা সূর্য্যোদয়। তথাপি লীলায় লোক প্রাকৃত মানয়॥

তথা তত্রৈব—

প্রাকৃতেভ্যো গ্রহেভোঽন্যে চন্দ্রসূর্য্যাদয়স্ততে।
লীলাস্থৈরনুভূয়ন্তে তথাপি প্রকৃতা ইব॥

এইমত তিনধামে কৃষ্ণের বিহার। তথাপীহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোকুলেতে তাঁর॥

তথা তত্রৈব—

ইতিধামত্রয়ে কৃষ্ণো বিহরত্যেব সর্ব্বদা।
তত্রাপি গোকুলে তস্য মাধুরী সর্ব্বতোঽধিকা॥

ব্রহ্মাণ্ডে—

সন্তিভূরীণি রূপাণি মমপূর্ণানি ষড়্‌গুণৈঃ।
ভবেয়ুস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণা॥

চতুর্দ্ধা মাধুরী তাঁর ব্রজে বিরাজিত। সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য আর বেণুলীলা গীত॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে।
ঐশ্বর্য্য ক্রীড়য়োর্বেণো স্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চ॥

মধুর ঐশ্বর্য্য যৈছে ব্রজের বিহার। অন্যত্র না হয় তৈছে কৃষ্ণলীলা আর॥ ব্রহ্মা শিব যদি ভয়ে করেন স্তবন। তাহাতেও দৃক্‌পাত নাহিক কখন॥

যথা শ্রীভাগবতামৃতে—

কুত্রাপ্যশ্রুত পূর্ব্বেণ মধুরৈশ্বর্য্য রাশিনা। সেব্যমানো হরি স্তত্র বিহারং কুরুতে ব্রজে॥ যত্র পদ্মজ রুদ্রাদ্যৈঃ স্তূয়মানোঽপি সাধ্বসাৎ। দৃগন্তপাতমপ্যেষু কুরুতে ন তু কেশবঃ॥

অন্য অন্য অবতারে যেবা দৈত্যগণ। রথচক্র আদিতেহ নহিল মরণ॥ সেই সব দৈত্য এবে বাল্যলীলা দ্বারে। অনায়াসে কৃষ্ণ তাহা করিল সংহারে॥

যথা ব্রহ্মাণ্ডে—

যে দৈত্যা দুঃশকা হন্তুং চক্রেণাপি রথাঙ্গিনা।
তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ নব্যয়া বাললীলয়া॥

সখাগণসহ কৃষ্ণ যদি ক্রীড়া কালে। ভ্রূভঙ্গ করিয়া কভু আকাশে নেহালে॥ আকাশের ব্রহ্মা, রুদ্র আদি দেবগণ। শঙ্কা পেয়ে মনে তারা করেন কম্পন॥

যথা তত্রৈব—

সার্দ্ধং মিত্রৈর্হরে ক্রীড়ন্ ভ্রূভঙ্গং কুরুষে যদি।
সশঙ্কা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ কম্পন্তে খস্থিতা স্তদেতি॥

এই ত কহিল কিছু ব্রজের ঐশ্বর্য্য। মাধুর্য্য স্বরূপ এবে

শুন সাধুবর্য্য॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন পাদপদ্মে অভিলাষ। উপাসনা চন্দ্রামৃত কহে লাল দাস॥

ইতি শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতে দ্বিতীয় বিভাগে
শ্রীভগবত্তত্ত্ব বর্ণনে ব্রজৈশ্বর্য্য স্বরূপবর্ণনং
নাম তৃতীয় কলা।

অথ চতুর্থ কলা।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥ জয় জয় ব্রজবাসী জয় পূর্ণমাসী। জয় বীরাবৃন্দাদেবী সর্ব্বগুণরাশি॥ ব্রজের মাধুর্য্যরূপ শুন সাধুগণ। সহজ মাধুরী যেই পরমশোভন॥ ব্রজবাসীগণ তাঁর দেখে যে স্বরূপ। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে বর্ণন যেরূপ॥ প্রথমে কহিয়ে কিছু স্থানের নির্ণয়। বন উপবন আদি নাম যার হয়॥ শ্রীবন, ভাণ্ডীরবন, ভদ্র, লোহবন। কুমুদ, বহুলা আর খদির গণন॥ তালবনে ধেনুকা মারিলা বলরাম। কাম্যবনে যশোদাদেবীর জন্মস্থান॥ মহাবনে মহানন্দ পান

ব্রজবাসী। যাহাতে প্রকট কৃষ্ণ সর্ব্বগুণরাশি॥ মধুবন, বৃন্দাবন দ্বাদশ আখ্যান। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন গুণে অনুপম॥ যমুনার পূর্ব্বে আর পশ্চিমে বিরাজে। পঞ্চবন পূর্ব্বে সপ্ত পশ্চিমেতে সাজে॥

যথা শাস্ত্রে—

ভদ্র-শ্রীলৌহ-ভাণ্ডীর-মহাতাল-খদিরকং। বকুলং কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা॥ দ্বাদশৈতাবতী বনে সংখ্যা কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে। পূর্ব্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাস্তিগুহ্যমুত্তমং।

অথ উপবন—

নন্দীশ্বর নন্দালয় কৃষ্ণের আবাস। বৃষভানুপুরে হৈলা রাধিকা প্রকাশ॥ সঙ্কেতে শ্রীকৃষ্ণসহ মিলন বিহার। ধূষর নামেতে এক উপবন আর॥ নন্দবন পলাসাখ্য, নন্দানন্দ-খণ্ডী। অশোক কেতকী আর কদম্বের খণ্ডী॥ সুগন্ধি ভোজনামৃত সুখ প্রসাধন। শেষশায়ী নাম বন আর কৈল বন॥ বৎসবন শ্যামকুণ্ড আর দধিগ্রাম। রাস ক্রীড়া বনোৎসুক সরোবর নাম॥ কেলিদ্রুম কহি আর চন্দনের বন। কৃষ্ণক্রীড়াস্থলি এই সব উপবন॥

যথা শাস্ত্রে—

অস্যচ্চোপবনং প্রোক্তং কৃষ্ণক্রীড়া রসস্থলং। কদম্বখণ্ডনং নন্দবনং নন্দীশ্বরং তথা। নন্দনন্দনখণ্ডঞ্চ পলাশাশোককেতকী সুগন্ধিমাদনংকৈল মমৃতং ভোজনস্থলং। সুখপ্রসারণং বৎসহরণং শেষশায়নং। শ্যামপৃষ্ঠ দধিগ্রামশ্চক্রো ভানুপুরং তথা। সঙ্কেতং দ্বিবিদঞ্চৈব রাসক্রীড়ন্তধূসরং।* কেলিদ্রুমং সরোবরং বন মুৎসুকচন্দনং, ইত্থমেব্যবনে সংখ্যা ত্রয়োবিংশতি-রেবচ।

* পাঠান্তর—রাসক্রীড়েং।

সর্ব্বকেলি মূল গিরিগোবর্দ্ধন নাম। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড যার দুনয়ন। মানসরোবর আর ললিতাদি কুণ্ড। পৃথক্ পৃথক্ শোভা গুণেতে প্রচণ্ড ॥ যমুনা-পুলিন, কালিহ্রদ বংশীবট। ধীরসমীরাদি কুঞ্জ যমুনা নিকট ॥ দানঘাটে দান-লীলা করিলা শ্রীহরি। চীরঘাটে গোপিকার বস্ত্র কৈলা চুরি ॥ রামঘাটে রাসলীলা কৈলা বলরাম। কেশীঘাটে কেশীবধ কৈলা ঘনশ্যাম ॥ দ্বাদশ আদিত্যঘাট সূর্য্যের আলয়। যাঁহা নিত্য সূর্য্যপূজা করে গোপীচয় ॥ অক্রূরঘাটেতে অক্রূরে মায়া করি। চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠাদি দেখাইলা হরি ॥ নন্দঘাট আদি আর ঘাট বহুতর। কহনে না যায় যত স্থান মনোহর ॥ নানাবৃক্ষ লতাময় বন উপবন। বৃক্ষমূল বান্ধা সব মাণিক্য-রতন ॥ নানা বৃক্ষলতা পুষ্প ফলে সুশোভয়। গন্ধে আমোদিত করে কানন আলয় ॥ কতরূপ পক্ষীগণ তাহে ক্রীড়া করে। মধুলোভে গুঞ্জে কত মত্ত মধুকরে ॥ মলয় অনিল তাহে শীতল সুগন্ধ। নানা পুষ্পবাসসহ বহে মৃদুমন্দ ॥ ময়ূর ময়ূরী নৃত্য দেখিতে সুন্দর। কোকিল পঞ্চম গান অতি মনোহর ॥ কপোত ফুৎকার যৈছে বেদধ্বনি শুনি। চটক চটকী শব্দে মনমোহে মুনি ॥ মৃগমৃগীগণ কত ফিরে যুথে যুথ। শশক জম্বুকী আদি দেখিতে অদ্ভুত ॥ যমুনার ঘাট বাঁধা মাণিক রতনে। স্বর্ণের সোপান তাতে সাজে মনোরমে ॥ হংস, হংসী, চক্রবাক্ করে কোলাহল। নানা বর্ণে বিকসিত কুমুদকমল ॥ এইরূপে সুশোভিত মাধুর্য্যের ধাম। তার মধ্যে যোগপীঠ বৃন্দাবন নাম ॥ যোগপীঠ মধ্যে রত্ন মন্দির শোভিত ॥ ষট্‌কোণ মন্দির কল্পবৃক্ষ আচ্ছা-

দিত। তাহার ভিতরে দিব্য রত্ন-সিংহাসন। সৌন্দর্য্যমাধুরী তার না যায় বর্ণন॥ চারিদিকে চারিপায়া সিংহের আকার। গগণে উঠয়ে বৈছে লাগে চমৎকার॥ সেই সিংহাসন দিব্য শয্যার উপরে। রাধাকৃষ্ণ নিরন্তর নানা ক্রীড়া করে॥ দুঁহার মাধুরী দোঁহে করে আস্বাদন। সেবাপরা-সখীগণ করেন সেবন॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

দীব্যদ্বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ, শ্রীমদ্রত্নাগার সিংহাসনস্থৌ, শ্রীমদ্রাধা শ্রীল গোবিন্দদেবৌ, প্রেষ্ঠালিভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।

নানা পুষ্পপরাগেতে স্থল মনোরম। চতুর্দ্দিকে শোভে তার কল্পবৃক্ষগণ॥ আশ্চর্য্য সৌষ্ঠব সেই কল্পবৃক্ষচয়। অন্য বর্ণ স্কন্ধে অন্যবর্ণ শাখাচয়॥ অন্য বর্ণ পত্র-পুষ্প ফল অন্য বর্ণে। নানা চিত্র বিচিত্র সে বৃক্ষের গঠনে॥ পুষ্পের গঠন যৈছে মাল্য আভরণ। বিনা সূত্রে গাঁথা সেহ দৈবের সৃজন॥ ফলের আকৃতি যেন সম্পুট আকার। তাহার ভিতর দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার॥ সিন্দুর কুঙ্কুম আর চন্দনাদি করি। শৃঙ্গারের নানা দ্রব্য তাহার ভিতরি॥ যার যেই যোগ্য সেই বস্ত্র-বিভূষণ। সখীগণ লৈয়া করে বেশ ভূষাগণ॥ ফল পুষ্প বিনা অন্য ধন নাহি চায়। সাহজিক বৃক্ষ তা সবার অভি-প্রায়॥ প্রতি বৃক্ষমূলে বেদী মণির গাঁথনি। সূর্য্যমণি চন্দ্র-মণি ইন্দ্রনীলমণি॥ যেই বর্ণে বৃক্ষে যেই মণি শোভা করে। সেইমত নবরত্নে বেদীগণ ধরে॥ তাহার বাহিরে চতুর্দ্দিকে কুঞ্জগণ। সহস্র সহস্র কুঞ্জ না যায় বর্ণন॥ অষ্ট বৃক্ষাবৃত

কোন অষ্ট বৃক্ষে কুঞ্জ। চারি বৃক্ষাবৃত কোন কুঞ্জ মনোরঞ্জ॥ শাখা শাখা মেলি ভেল মণ্ডপ আকার। চতুর্দ্দিকে লতা তাহে ভিত পরকার॥ অত্যন্ত নিবিড় লতা কুসুমে পূরিত। ভ্রমর ঝঙ্কারে তাহে কোকিলের গীত॥ অতি ঘন পত্র বৃক্ষ শাখার উপরে। পত্র পুষ্প ফলচয়ে আচ্ছাদিত করে॥ তাহার ভিতরে ভূমি মণির চরিত। কুসুমে রচিত শয্যা সুগন্ধে পুরিত॥ উপরেতে চন্দ্রাতপ নানা চিত্র যাহে। ভিতরেতে অংভরণ মণিময় তাহে॥ উপাধান মধুপাত্র তাম্বুল ভাজন। জলপাত্র গন্ধপাত্র মুকুর ব্যজন॥ সিন্দুর অঞ্জন পাত্র সকলি আছয়। মণিময় গৃহ তুল্য কুঞ্জগণ হয়॥ স্থানে স্থানে হিন্দোলিকা আছে মনোনীত। সুচিত্র বিচিত্র মণি পুষ্পেতে রচিত। কল্পবৃক্ষ শাখা শাখা একত্র মিলিয়া। তাহে হিন্দোলিকা লগ্ন স্বর্ণ সূত্রে দিয়া॥ এইরূপে শ্রীমন্দির বেড়িয়া বেড়িয়া। কুঞ্জের মন্দির আছে দ্বিগুণ করিয়া॥ দ্বিগুণ সংখ্যায় চারি মণ্ডলী আছয়। অপূর্ব্ব তাহার শোভা কোথাও না হয়॥ তাহার বাহিরে হেমস্থান মনোরম। স্বর্ণময় স্থান সেই দীপ্ত অনুপম॥ রত্ন মৃগ পক্ষী আদি বিচিত্র তাহাতে। স্ত্রী পুরুষ একযোগ উদ্দীপন যাতে॥ তাহার বাহিরে হয় কদলীর বন। মণ্ডলী বন্ধেতে স্থল করে আবরণ॥ তাহার বাহিরে বেড়া পুষ্পোদ্যান আর। পৃথক্ পৃথক্ পুষ্প জাতির বিস্তার॥ বাহিরে বাহিরে ক্রমে লতাদি বেষ্টিত। পৃথক বৃক্ষের তলে চারা সুশোভিত॥ গুবাক মণ্ডলীগণ তাহার বাহিরে। হস্তপ্রাপ্য ফলগণ অতি মনোহরে॥ তাহার বাহিরে আছে নারিকেল বন। দেখিতে

তাহার শোভা অতি মনোরম ॥ যমুনার তট হয় তাহার বাহিরে। চম্পাক নিকুঞ্জ আছে তাহার উপরে ॥ অশোক কদম্ব, আম্র, পুন্নাগ, বকুল। ইত্যাদি অনেক বৃক্ষ তাহাতে বহুল ॥ প্রফুল্ল মাধবীলতা শাখা নম্র হইয়া। তীরে তীরে ব্যাপিয়াছে আবৃত হইয়া ॥ মঞ্জুল বঞ্জুল কুঞ্জ আছয়ে বেষ্টিত। বিবিধ কুসুমকুঞ্জ চৌপাশ শোভিত ॥ শ্রীরত্ন মন্দির হইতে যমুনার তীরে। চারিদিকে চারি পথ শোভে মনোহরে ॥ রত্নবদ্ধ পথ সব পথের দুই পাশে। প্রফুল্ল বকুল আদি আচ্ছাদিত আছে ॥ মন্দির ঈশান দিকে গোপেশ্বর মঠ। তাহার উত্তর দিকে যমুনার তট ॥ সেইখানে বংশীবট কৃষ্ণ ক্রীড়া স্থান। আকর্ষেণ গোপীগণে করি বেণুগান ॥

যথা চরিতামৃতে—

শ্রীমন্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপী র্গোপীনাথশ্রিয়েস্তনঃ ॥

যমুনাতে জানু উরু কটি দঘ্ন জল। স্তনাভি হৃদয় কণ্ঠ দঘ্ন কোন স্থল ॥ কোথাও অগাধ জল শ্রীকৃষ্ণ আপনে। জলক্রীড়া করেন শ্রীগোপাঙ্গনা সনে ॥ কহ্লার, কুসুম, রক্ত, উৎপল, কৈরব। পুণ্ডরীক, ইন্দীবর, অম্বুরুহ সব ॥ হল্লক স্বরর্ণ পদ্ম প্রফুল্ল আছয়। মকরন্দ পরাগেতে সুগন্ধিত তায় ॥ মধুকরগণ তাঁহা করয়ে ঝঙ্কার। মনোজ্ঞশীতল জল অমৃতের প্রায় ॥ হংস হংসী খঞ্জনাদি যত পক্ষীচয়। শব্দসুবিলাস তীরে নীরেতে করয় ॥ গন্ধর্ব্ব রোহিত আদি যত মৃগগণ। তীরে বিলসই যাহা নিবিড় কানন। যেখানে কৃষ্ণের আছে

রাসলীলাস্থলি। যাহা রাসলীলা, লঞা রমণী মণ্ডলী॥ একদিকে যমুনার জলাবৃত হয়। আর দিকে মুক্ত কুঞ্জ শতেক বেঢ়য়॥ অন্য দিকে উপবন কুসুম আবৃত। পূর্ণচন্দ্র ন্যায় স্থল অতি সুললিত॥ কর্পূরের চূর্ণ মদ নিন্দাদি করয়। ঐছন বালুকাপূর্ণ স্থান সুশোভয়॥ উত্তরেতে যমুনার তীর বন তার। নির্ঝর পুলিন অন্য দিকেতে তাহার॥ অষ্ট দিকে বৃক্ষলতা আমূল সহিতে। প্রস্ফুটিত হইল অলি করয়ে ঝঙ্কতে॥ পিকপিকী শব্দ করে শ্রবণমাধুরী। নাচয়ে আনন্দভরে ময়ূর ময়ূরী॥ কোটিচন্দ্র প্রায় দীপ্ত স্থান মনো-হরে। রত্নের মন্দির তাহে কল্পবৃক্ষ তলে॥ শ্রীগোপাল সিংহাসন সিদ্ধ পীঠস্থান। আগমাদি শাস্ত্রে যারে কহে কৃষ্ণধাম॥ সেই স্থানে বিরাজিত শ্রীরাধামোহন। সর্ব্বদা জয়যুক্ত স্বভক্ত প্রাণধন॥

যথা চরিতামৃতে—

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গো র্মমমন্দমতের্গতিঃ।
মৎসর্ব্বস্ব পদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥

বৃন্দাবন পশ্চিমেতে গোবর্দ্ধনগিরি। গোচারণ আদি তাঁহা করেন শ্রীহরি॥ সেই গোবর্দ্ধনে নানা কুঞ্জ ক্রীড়া স্থান। খগ মৃগ তরুলতা না যায় বাখান॥ রাধাকুণ্ড শ্যাম-কুণ্ড তাহার সম্মুখে। দুই নেত্র প্রায় তার বিরাজিত সুখে॥ সেই রাধাকুণ্ড শোভা কে কহিতে পারে। রাধিকার সম প্রীত কৃষ্ণ করে যারে॥

যথা—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।

চারি দিকে চারি ঘাট মণির সোপান। সর্ব্বদিকে রত্ন-বন্ধ আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ॥ প্রতি ঘাটে দিব্য রত্নমণ্ডপ শোভয়। সর্ব্ব রত্নময় সেই অঙ্গনা আলয়॥ ঘাটের দুই পার্শ্বে আছে মণির কুট্টিমা। অতি মনোহর তার নাহিক উপমা॥ পৃথক মণ্ডপ পাশে তরুশাখাগণ। নানা পুষ্পে নানা রত্নে হিন্দোলা সাজন॥ দক্ষিণ চম্পক বৃক্ষে রত্ন-হিন্দোলিকা। পূর্ব্বেতে কদম্ব-হিন্দোলিকা রত্নাধিকা॥ পশ্চিমে পলাশে রত্ন হিন্দোলা সাজন। উত্তরে বকুলে রত্ন হিন্দোলা শোভন॥ পূর্ব্ব অগ্নিকোণ মধ্যে শ্যামকুণ্ড সঙ্গে। রত্নস্তম্ভ অবলম্বে সেতুবন্ধ রঙ্গে॥ রাধাকুণ্ড বেড়িয়াছে যত বৃক্ষ বৃন্দে। প্রতি বৃক্ষমূল নানা রত্নে কৈল বন্ধে॥ চারা সব আছে সেই বৃক্ষের নিকটে। আশ্চর্য্য তাহার শোভা আছে নীর তটে॥ রত্নবেদী আছে রাধাকৃষ্ণ বসিবারে। সখীগণ লৈয়া সুখে সেখানে বিহরে॥ মণির কুট্টিমা আছেপ্রতি বৃক্ষতলে। তাঁহা বসি রাধাকৃষ্ণ চৌদিকে নেহালে॥ কোন গলাসম উচ্চ কোন বুক সম। কোন নাভি সম উচ্চ কোন জানুসম॥ কোন উরু সম উচ্চ বেদী ও কুট্টিমা। চতুর্দ্দিকে আছে রত্ন সোপানে ঘটনা॥ কুণ্ড চারি কোনে আছে মাধবীর কুঞ্জ। বাসন্তীর চতুঃশালা অতি মনোরঞ্জ॥ সেই চতুঃশালা বেড়ি কুঞ্জ বহুতর। বানীর কেশর আর অশোক বিস্তর॥ তার বাহে কুণ্ড বেড়ি কদলীর

বৃক্ষ। ফল ফুলে পূর্ণ সেই রহে পক্কাপক্ক॥ তাহার বাহিরে পুনঃ শ্রীকুণ্ড বেড়িয়া। উপবন পুষ্পবন একত্র মিলিয়া॥ শ্রীকুণ্ডের মধ্যে পুনঃ জলের উপরি। রত্নের মন্দির আছে সেতুবন্ধ করি॥ ঋতুরাজ আদি করি যত ঋতু-গণ। সে কুণ্ড কাননে সেবা করে অনুক্ষণ॥ বৃন্দাদেবী সেবা করে লইয়া নিজগণ। সুগন্ধিতজল মাঝে আলয় অঙ্গন॥ হিন্দোলিকা কুঞ্জপথ মণ্ডপাদি যত। চান্দোয়া পতাকা পুষ্প আছে নানামত॥ লীলাকুঞ্জে আছে শয্যা কমলে রচিত॥ বোটাত্যক্ত নানা পুষ্প অতি সুগন্ধিত। পুষ্প চন্দ্র বালিশাদি অতি সুকোমল। মধুপাত্র তাম্বুলাদি পত্র মনোহর॥ কুঞ্জদাসী শত শত আছে সেই ঠাঞি। পুষ্পতোলে সেবাযোগ্য সামগ্রী বনাঞি॥ বৃন্দাদেবী সেই-খানে নিজগণ লঞা। রাধাকৃষ্ণ সেবা করে হরষিত হৈয়া॥ কহ্লার উৎপল আর পুণ্ডরীক করি। পঙ্করুহ ইন্দীবর কৈরবাদি ভরি॥ আছয়ে কুণ্ডের জলে সৌরভে পুরিয়া। মকরন্দ পরাগেতে আছয়ে ভরিয়া॥ কাল হংস শ্বেত হংস দাত্যুহ সারস। কোকপক্ষী আদি নানাজাতীয় সারস॥ কর্ণ-মনোহারী-শব্দ সদাই করয়। মধুলুব্ধ ভ্রমরাদি তাহে গুঞ্জরয়॥ নাচে শিখিগণ যাঁহা দেখি কৃষ্ণকান্তি। কুণ্ডতট অঙ্গনাদি করি নানা ভাতি॥ শুকশারী অন্যোন্যে সুসঙ্গ করিয়া। কৃষ্ণলীলারস-কাব্য গায় সুখ পাঞা॥ পারাবত হরিতাল চাতকাদি যত। কৃষ্ণ দেখে কর্ণামৃত ধ্বনি করে কত॥ কৃষ্ণমুখশোভা কোটিচন্দ্র নির্মঞ্জিত। দেখিয়া চকোরগণ অতি হরষিত॥ লতা বৃক্ষ সব পুষ্প ফলে পূর্ণ

হয়। পক পক ফলভরে নম্র হইয়া রয়॥ অনেক কুণ্ডের তীরে নীরে চারিপাশে। কৃষ্ণের বিলাস যোগ্য স্থান সব আছে॥ নানা পথ কান্তিতে করয়ে ঝলমল। গুণেতে জিনিল ক্ষীর-সমুদ্র সকল॥ যেমত কহিল এই রাধিকার কুণ্ড। সেইমত শ্যামকুণ্ড গুণেতে প্রচণ্ড॥ তীর নীর সব, সর্ব্ব রত্নের সমাজ। রাধাকুণ্ড সমীপেতে আছয়ে বিরাজ॥ রাধাকুণ্ড অষ্টদিকে অষ্ট কুঞ্জ আর। অষ্টসখী নামে আছে বিবিধ প্রকার॥ নিজ নিজ হস্তে তাহা সংস্কার করে। যাঁহে রাধাকৃষ্ণ দুঁহে সুখেতে বিহরে॥ সেই সেই সীমাতে আছয়ে উপবন। তাহার নিকট আছে শিল্পশালাগণ॥ সেই সেই সীমা মধ্যে বৃক্ষ আছে কত। দুই দিকে বনমধ্যে পথ রত্নযুত॥ পরিসর পথ সেই মরকতমণি। ভিতরে রচিল তার করিয়া সাজনি॥ পথের দুইপাশে মণি স্ফটিকের ভিত। উপরে স্ফটিকমণি তাহাতে রচিত॥ ছোট ছোট ঢেউ যেন নদীতে উঠয়। এমত স্ফটিকমণি মধ্যে চিত্র হয়॥ অন্য লোক প্রবেশ করয়ে যদি তাতে। পথে ভিত জ্ঞান হয় পথ জ্ঞান ভিতে॥ এইমত দ্বারবৃন্দ উপবন মাঝে। কত কত রত্নবৃন্দ করিয়াছে সাজে॥ কুণ্ডের উত্তর দিকে ললিতার কুঞ্জ। অনঙ্গ অম্বুজা নাম কুঞ্জ মনোরঞ্জ॥ অষ্টদল পদ্ম-তুল্য তাহার ঘটনা। স্বর্ণরত্নাবলী তার কেশর রচনা॥ অষ্টদলে অষ্টকুঞ্জ তাহে যে বিরাজে। মধ্য কর্ণিকাতে তার এক কুঞ্জ রাজে॥ তার মধ্যে সুবর্ণের কুট্টিম বিরাজে॥ সহস্রদলের পদ্ম তুল্য সেই সাজে॥ রাধাকৃষ্ণ যে সময় যে লীলা করয়। তখনি তেমত শব্দ বিস্তারিত হয়॥ ললিতার

শিষ্যা তার নাম কলাবতী। সংস্কার করে তিঁহো সেই কুঞ্জ নিতি॥ ছয় ঋতু মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বকেলি ধাম। ললিতানন্দদা কুঞ্জ পট্টরাজ নাম॥ স্বর্ণের কর্ণিকা তার মাণিক কেশর। ক্রমেতে মণ্ডিকা হয় দ্বিগুণ অন্তর॥ সুবর্ণ প্রবাল আর স্ফটিকের মণি। পদ্মরাগ মণি আদি আর নীলমণি॥ এই পঞ্চ রত্নে তার মণ্ডলী ভিতরে। আশ্চর্য্য তাহার শোভা কে কহিতে পারে॥ তাহার ভিতরে নানা রত্নেতে নির্ম্মিত। দেবতা, মনুষ্য, খগ তাহাতে চিত্রিত॥ তবে বায়ুকোণ দলে অষ্ট কুঞ্জ আর। প্রবীণ অশোক তার মধ্যে কর্ণিকার॥ শ্বেতারুণ, হরিৎ, পীত, শ্যাম পুষ্পচয়। বসন্তসুখদা নাম এই কুঞ্জ হয়॥ ললিতানন্দদা কুঞ্জ নৈঋত কোণেতে। শ্রীপদ্ম মন্দির আছে অপূর্ব্ব নির্ম্মিতে॥ চারি দ্বার পাশে আছে বাতায়ণ গণ। সেই দ্বারে গূঢ় লীলা দেখে সখীগণ॥ পুতনা অরিষ্ট আদি রিপুবধ যত। এইমত চিত্র তার ভিতরেতে কৃত॥ রত্ন-অট্টালিকা আছে অতি উচ্চতর। রত্নস্তম্ভপাঁতি তাতে ভীতহীন ঘর॥ স্ফটিকমণির স্তম্ভ প্রবালাদি করি। রক্ত রত্নচালা শোভে তাহার উপরি॥ রত্নকুম্ভ শোভে তার শিখর উপরে। তাহে থাকি রাধাকৃষ্ণ দূর বন হেরে॥ তাহা বেড়ি উচ্চ বৃক্ষ অট্টালি সমান। ফল, পুষ্পযুক্ত সেই অতি অনুপাম॥ ললিতানন্দদা কুঞ্জ অগ্নিকোণ দিকে। হিন্দোলা, কুট্টিমা রত্নে আছে সেই ভাগে॥ বকুল বৃক্ষের পূর্ব্বে আর যে পশ্চিমে। শাখাশাখা মেলি আছে মণ্ডপের ক্রমে॥ রত্ন মণ্ডপের প্রায় দেখি আচ্ছাদিত। তার মাঝে হিন্দোলিকা আছে মনোনীত॥ মদনদোলন নাম এই ত হিন্দোলা।

রাধাকৃষ্ণ ইহাতেই করে দোলালীলা॥ শাখামূলবদ্ধপট্ট রজ্জু চারি দিয়া। হিন্দোলিকা চারি কোণে আছে বদ্ধ হৈয়া॥ নাভিমাত্র উচ্চ স্থিতি অতি মনোহরে। তাহার সৌন্দর্য্য কেবা বর্ণিবারে পারে॥ পদ্মরাগমণি আটপাটির হিন্দোলা। প্রবল মণির খুরা অষ্ট তাহে দিলা॥ এক হস্ত উচ্চ পাটী পদ্মরাগমণি। কেশর বেষ্টিত সেই সুন্দর সোহনি॥ ষোল পত্র পদ্ম প্রায় রচনা তাহার। রত্নের সমূহ চিত্র কর্ণিকা যাহার॥ দুই দুই খুরা কাছে এক দল আর। বাহিরে আছয়ে অষ্ট দলের প্রকার॥ রত্নপাটী কেশর চৌপানে শোভা করে। অষ্টদিকে শোভা তার করে অষ্ট দ্বারে॥ দক্ষিণ দলের পার্শ্বে আছে দুই দ্বার। আরোহণ লাগি দ্বার বহু রত্ন সার॥ লঘুস্তম্ভ আছে দুই পৃষ্ঠাবলম্বন। মধ্যে পট্টতুলি তাতে বসিতে আসন॥ পার্শ্ব পৃষ্ঠে উপাধান আছে বিলক্ষণ। উপরেতে স্বর্ণ সূত্রে চান্দোয়া ঘটন॥ নানা চিত্রে শোভা তাহে চন্দ্রাবলী ছান্দে। মুক্তা-দাম গুচ্ছ কত কতেক প্রবন্ধ॥ ললিতানন্দদা কুঞ্জের ঈশান কোণেতে। মাধবীর কুঞ্জশালা আছে সুশোভিতে॥ অষ্ট-পত্র পদ্ম প্রায় তাহার গঠন। অষ্টদলে অষ্ট কুঞ্জ অতি মনোরম॥ মধ্যেতে কর্ণিকা তাতে আর এক কুঞ্জ। আমূল হইতে পুষ্প ধরে পুঞ্জ পুঞ্জ॥ মাধবনন্দদা নাম কহেন তাহার। রাধাকৃষ্ণ সখী সঙ্গে যাহাত্রি বিহার॥ ললিতানন্দদা কুঞ্জের উত্তর দিশাতে। শ্বেতপদ্ম অষ্টকুঞ্জ আছয়ে তাহাতে॥ অষ্টদলে অষ্টকুঞ্জ কর্ণিকাতে এক। আশ্চর্য্য তাহার শোভা নহে পরতেক॥ কর্ণিকার কুঞ্জ সেই স্বর্ণবর্ণ সম। তাহা বেড়ি অষ্টকুঞ্জ শ্বেত অনুপম॥ শ্বেতবর্ণ পুন্নাগেতে শ্বেত-

মল্লি লতা। শ্বেতপুষ্প শাখা চন্দ্রকান্তিতে রঞ্জিতা॥ ললিতানন্দদা কুঞ্জের পূর্ব্বদিকে আর। লালপদ্ম অষ্টদলে আশ্চর্য্য প্রকার॥ অষ্টনীল কুঞ্জ তাতে সুবর্ণ কর্ণিকা। ভিতরেতে নীলমণি ঘটনা অধিকা॥ তমালের বৃক্ষে বেড়া স্বর্ণলতাগণ। কুসুমিত বৃক্ষলতা সুগন্ধিত বন॥ এই নয় কুঞ্জ হয় অতি বিলক্ষণে। এবে কহি ললিতানন্দদার যে দক্ষিণে॥ অরুণবর্ণ পদ্ম তুল্য অষ্ট কুঞ্জ আর। অষ্ট উপকুঞ্জ মাঝে এক কর্ণিকার॥ পদ্মরাগমণি তাঁর ভিতরে বাহিরে। লবঙ্গলতাতে বেড়া অতি মনোহরে॥ ললিতানন্দদা কুঞ্জের পশ্চিম দিশাতে। হেমাম্বুজ নাম কুঞ্জ আছয়ে তাহাতে॥ অষ্টদল স্বর্ণপদ্মে অষ্ট উপকুঞ্জ। মধ্যে আছে কর্ণিকাতে আর এক কুঞ্জ। চম্পক তরুতে শোভে হেমলতাগণ। হেমবর্ণ পুষ্পগণ অতি বিলক্ষণ॥ এই ত কহিল রাধাকুণ্ডের উত্তরে। ললিতাদেবীর কুঞ্জ অতি মনোহরে॥ কুণ্ডের ঈশানকোণে বিশাখার কুঞ্জ। অতি অনুপম রাধাকৃষ্ণ মনোরঞ্জ॥ ষোলদল পদ্মতুল্য তাহার রচনা। চারিকোণে চম্পকের বৃক্ষেতে ঘটনা॥ চারিবর্ণ পুষ্প তাতে শ্যাম পীতময়। অরুণ হরিৎ এই চারিবর্ণ কয়॥ মাধবী মল্লিকা লতা প্রফুল্লিত হৈয়া। চারিদিকে বেড়িয়াছে স্থান আচ্ছাদিয়া॥ প্রতি বৃক্ষ শাখাশাখায় একত্র হইল। মণ্ডপ আকৃতি হৈয়া উপরে মিলিল॥ শুক, পিক ভ্রমরাদি তাহে শব্দ করে। আশ্চর্য্য মধুর ধ্বনি বাহে মনোহরে॥ তাহার ভিতরে দিব্য শয্যার রচনা। স্থলপুষ্প, জলপুষ্প করিয়া যোজনা॥ নানাবর্ণ বস্ত্র চিত্র চান্দোয়া উপরে। শ্বেতারুণ, শ্যাম, পীত, পক্ষীর আকারে॥ চারি দ্বার সেই কুঞ্জ

কপাট সহিতে। পুষ্প পত্রশলাকাদি বিচিত্র তাহাতে॥ চঞ্চল ভ্রমরগণ সেনাপতির ন্যায়। দ্বারপাল হঞা রহে চারিদিকে তায়॥ চারিদিকে ভিত তার মণির সাজনি। চারি পিঢ়া আছে বৃক্ষশাখা আচ্ছাদনি॥ বিশাখার শিষ্যা মঞ্জুমুখী তার নাম। সংস্কার করে সদা এই কুঞ্জধাম॥ রাধা-কৃষ্ণ কেলিরস বন্যায় প্লাবিত। মদনসুখদা নাম কুঞ্জ সুললিত॥ বিশাখানন্দদা তার নাম বিলক্ষণ। রাধাকৃষ্ণলীলার এ স্থান মনোরম॥ কুণ্ড পূর্ব্বে শ্রীচিত্রার কুঞ্জ বিরাজিত। কি কহিব তার শোভা বিচিত্র রচিত॥ চিত্রবৃক্ষ চিত্রলতা চিত্রপুষ্পগণ। অন্তর বাহির তার বিচিত্র রতন॥ চিত্রবর্ণ পক্ষি ভৃঙ্গ কুট্টিম প্রাঙ্গন। বিচিত্র মণ্ডপ চিত্র হিন্দোলিকাগণ॥ কুণ্ড অগ্নি-কোণে আছে ইন্দুরেখার কুঞ্জ। আশ্চর্য্য তাহার শোভা সর্ব্ব শুভ্র পুঞ্জ॥ চন্দ্রকান্তমণি আর স্ফটিকাদিমণি। কুট্টিমা চৌতারা স্থল সুচিত্র সাজনি॥ শ্বেতপদ্ম মল্লিকাদি কৈরবাদি কৃত। শ্বেতপদ্ম শ্বেতলতা পুষ্প পত্র যত॥ শুক পিক ভ্রমরাদি শ্বেতবর্ণ সব। যে যে পক্ষী জানা যায় শব্দ অনু-ভব॥ পূর্ণমাসী রাত্রে রাধাকৃষ্ণ সখীসনে। শুভ্র বেশ করি করে নানা লীলাগণে॥ ক্রীড়াকালে অন্যে যদি যায় সেইখানে। চিনিতে না পারে সেই অনন্ত যতনে॥ শুভ্র কেলি শয্যা তাতে অতি মনোহর। পূর্ণচন্দ্র কেলিকুঞ্জ নাম যে সুন্দর॥ চম্পকলতার কুঞ্জ কুণ্ডের দক্ষিণে। হেমবর্ণময় সব অতি বিলক্ষণে॥ হেম-বৃক্ষ হেমলতা পুষ্প হেমবর্ণ। হেমবর্ণ শুক পিক ভ্রমরাদি পূর্ণ॥ স্বর্ণের মণ্ডপ আর কুট্টিম প্রাঙ্গন। স্বর্ণবর্ণ পরিচ্ছিন্ন হিন্দো-

লিকা গণ ॥ হেমবর্ণ বস্ত্র আর সুবর্ণ ভূষণ। হেমবর্ণ কুঙ্কুমাদি করিয়া লেপন ॥ গৌরাঙ্গীরবেশ কৃষ্ণ হইয়া আপনে। প্রেম-আলাপন শুনে সখীগণ সনে ॥ ঈর্ষা করি পদ্মারে যে জটিলা পাঠায়। একাসনে রাধাকৃষ্ণ দেখিতে না পায় ॥ চম্পকনন্দদা নাম কুঞ্জ রসময়। চাঁপার কুঞ্জের মধ্যে পাক-শালা হয় ॥ ভোজন বেদিকা তাহে আছয়ে সুন্দরে। রাধা তাঁহা সখীসঙ্গে পাককার্য্য করে ॥ কদাচিৎ কোনদিনে নিকুঞ্জ ভোজন। করে কৃষ্ণ রাধাসহ সঙ্গে সখীগণ ॥ শ্রীরঙ্গদেবীর কুঞ্জ কুণ্ডের নৈঋতে। শ্যামবর্ণ কুঞ্জ রাধাকৃষ্ণ মনোনীতে ॥ তমাল তরুতে শ্যামলতার সাজনি। কুট্টিমা চৌতরাভূমি ইন্দ্রনীলমণি ॥ মুখরাদি যায় যদি কভু সেইখানে। চিনিতে না পারে রাধাকৃষ্ণ একাসনে ॥ রঙ্গদেবী সুখপ্রদা নাম যে ইহার। সর্ব্ব শ্যামময় এই নীলাম্বুজাকার ॥ শ্রীতুঙ্গবিদ্যার কুঞ্জ কুণ্ডের পশ্চিমে। রক্তবর্ণময় সব অতি মনোরমে ॥ রক্ত বৃক্ষে রক্তলতা পুষ্প আদি যত। মণ্ডপ কুট্টিমা রক্ত হিন্দো-লিকা কত ॥ বাহির ভিতর যত অঙ্গনাদি করি। রক্তমণি রত্নে সব স্থল আছে ভরি ॥ তুঙ্গবিদ্যা আনন্দদা কুঞ্জ বিল-ক্ষণ। রাধাকৃষ্ণ বেশভূষা অরুণ বরণ ॥ সুদেবীর কুঞ্জ কুণ্ড বায়ব্য কোণেতে। হরিদ্বর্ণ কুঞ্জ সেই অতি সুশোভিতে ॥ হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ লতা পুষ্পপাতা যত। হরিদ্বর্ণ পক্ষিগণ ভ্রমরাদি কত ॥ হরিন্মণি ভূমি বাহ্য অন্তর চৌতর। রাধাকৃষ্ণ পাশা খেলে সে কুঞ্জ ভিতর ॥ সুদেবীসুখদা নাম কুঞ্জ মনোহর। সব হরিদ্বর্ণময় অত্যন্ত সুন্দর ॥ কুণ্ড মধ্যে পুষ্পরাগ চন্দ্রকান্ত মণি। আশ্চর্য্য মন্দির আছে সুন্দর গুঠনি ॥ নীলবর্ণ সে

মন্দির উর্দ্ধ চিত্র সঙ্গ। তাহা দেখি মনে হয় নদীর তরঙ্গ॥ মন্দির ভিতর সব মরকতময়। মণিহংসপদ্ম চিত্র উপরে আছয়॥ উত্তরদিকেতে তার আছে সেতুবন্ধ। সেহ জল জ্ঞান হয় হেন স্বচ্ছছন্দ॥ এই ত কহিল রাধাকুণ্ডের বর্ণন। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে যেরূপ কথন॥ এইমত শ্যামকুণ্ড কৃষ্ণ ক্রীড়া স্থান। নর্ম্মসখাগণ হয় তার অধিষ্ঠান॥ ব্রজের স্বরূপ এই যে কৈল বর্ণন। প্রেমনেত্রে বিনা ইহা না হয় দর্শন॥ এই ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পরিবার সঙ্গে। নিত্যলীলা কুতূহল করে নানারঙ্গে॥ ইহা যেই পড়ে কিম্বা করয়ে শ্রবণ। তাহারে করেন কৃপা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবার অভিলাষ। উপাসনাচন্দ্রামৃত কহে লাল দাস॥

ইতি শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতে দ্বিতীয় বিভাগে

ভগবত্তত্ত্ববর্ণনে ব্রজ-মাধুর্য্য স্বরূপ মাধুরী

বর্ণনং নাম চতুর্থ কলা।

———:০:———

অথ পঞ্চম কলা।

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যোধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥ এবে কৃষ্ণলীলাতত্ত্ব কহিব কিঞ্চিৎ। শাস্ত্র অনুসার যথা সাধু মুখোদিত॥ কৃষ্ণের অনন্ত লীলা নাহি পারাবার। তার মধ্যে সর্ব্বোত্তম নরলীলা সার॥ নরলীলা অনুরূপ কৃষ্ণের স্বরূপ। ভাগবতে কহে যারে অনুপম রূপ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ, মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং।
বিস্মাপনং স্বস্যচ সৌভগর্দ্ধেঃ, পরং পদং ভূষণ ভূষণাঙ্গং॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ॥" ইত্যাদি॥ সেই লীলা দৃশ্য হয় দুই ত প্রকার। সিদ্ধান্ত পক্ষেতে এক রসপক্ষে আর॥ সিদ্ধান্তপক্ষের মত কহি আগে শুন। পশ্চাতে কহিব রস পক্ষ অনুক্রম॥ সেই ত লীলার ধাম ত্রিবিধ সংস্থান। ব্রজ, মধুপুরী আর দ্বারাবতী নাম॥ জন্ম লীলাবধি লীলা মৌষল পর্য্যন্ত। সব লীলা নিত্য তাঁর নাহি আদি অন্ত॥ কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর বয়েস। এই সব লীলা কৃষ্ণ করেন বিশেষ॥

তিলার্দ্ধেক লীলা ইথে না হয় বিশ্রাম। অনন্ত প্রকাশ যাতে লীলার বিধান ॥ কোন ত প্রকাশে কোন লীলার প্রচার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী প্রাকট্য তাহার ॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈ লীলাভিশ্চ স দীব্যতি।

শ্রীচরিতামৃতে—

"অলাৎ চক্রবৎ সেই লীলা ফিরে। সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥ জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর পরকাশে। পুতনাবধাদি মৌষলান্ত প্রকাশে ॥ কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান। তাতে নিত্যলীলা কহে আগম পুরাণ ॥ গোলোক গোকুলধাম বিভু কৃষ্ণসম। কৃষ্ণ ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণ তাহার সংক্রম ॥ অতএব গোলোকে কৃষ্ণ নিত্য বিহার। ব্রহ্মাগণের ক্রমে প্রাকট্য তাহার ॥" ইতি ॥ তার মধ্যে ধামভেদ লীলার প্রভেদ। লীলাভেদে ভাব ভেদ স্বরূপ বিভেদ ॥ ব্রজে গোপরূপ কৃষ্ণ গোপ অভিমান। পুরীদ্বয়ে রাজবেশ ক্ষত্রিয় জ্ঞেয়ান ॥ ব্রজে-গোপগোপী সঙ্গে মুরলী বদন। পুরেতে ক্ষত্রিয় সঙ্গে চক্রাদি ধারণ ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"সেই বপু সেই অঙ্গেতে পৃথক্ যদি ভাসে। ভাব, বেশ ভেদে নাম বৈভব প্রকাশে ॥ অনন্ত প্রকাশ কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ। আকার, বর্ণ অস্ত্রভেদে নাম বিভেদ ॥ বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের

সমান ॥ বৈভব প্রকাশে যৈছে দেবকী তনুজ। দ্বিভুজ স্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ ॥ যে কালে দ্বিভুজ নাম বৈভব প্রকাশ। চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব বিলাস ॥ স্বয়ং রূপে গোপবেশ গোপ অভিমান। বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ আমি ক্ষেত্রীজ্ঞান ॥ সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বৈদগ্ধিবিলাস। ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥ গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের হয় ক্ষোভ। সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ ॥ মথুরাতে যৈছে গন্ধর্ব্ব-নৃত্য দরশনে। পুন র্দ্বারকাতে যৈছে চিত্র বিলোকনে ॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—গন্ধর্ব্ব নৃত্য দর্শনে।

উদ্গীর্ণাদ্ভূত মাধুরী পরিমলস্যাভীর লীলস্য মে। দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ ॥ চেতঃ কেলিকুতুহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং। যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূ সারূপ্যমন্বিচ্ছতি ॥

তত্রৈব—

অপরিকলিত পূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী, স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্য পূরঃ। অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ সরভস মুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥

কৃষ্ণের মাধুরীতে লক্ষ্মীরে আকর্ষয়। বহু তপ করি তবু না পাওয়য় ॥

দশমে—

কস্যানুভাবোস্য ন দেব বিদ্মহে, তবাংঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো, বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥

তত্রৈব—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ। স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ। রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠঃ লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাং ॥

কিন্তু সেই কৃষ্ণেহ আপনে অন্যদেশে। গোপী মন হরিতে না পারে অন্য বেশে ॥

শ্রীচরিতামৃতে—

"তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ, ব্রজজনে কভু নাহি ভায়। ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে, ব্রজজনার কি হবে উপায় ॥

শ্রীরাধিকাবাক্য—

"অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন। সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম ॥ তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ ॥ ইহাঁ লোকারণ্য, হাতি, ঘোড়া, রথধ্বনি। তাহাঁ পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ, পিকনাদ শুনি ॥ ইহাঁ রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রীগণ। তাঁহা গোপবেশ সঙ্গে মুরলীবদন ॥ ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন। সেই সমুদ্রের ইহা নাহি এক কণ ॥ আমা লৈয়া আপন লীলা কর বৃন্দাবনে। তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে ॥"

শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

প্রিয়ঃসোয়ং কৃষ্ণঃ সহচরীকুরুক্ষেত্র মিলিতঃ। স্তথাহং সা রাধা তদিদ মুভয়োঃ সঙ্গমসুখং ॥ তথাপ্যন্তঃখেলন্ মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে, মনোমে কালিন্দীপুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে—

আহুশ্চ তেনলিননাভ পদারবিন্দং, যোগেশ্বরৈর্হৃদিবিচিন্ত্যমগাধ বোধৈঃ। সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং, গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥

ব্রজে শ্রীরাধিকা আদি সঙ্গে গোপীগণ। পরকীয়াভাবে লীলা রাসাদি করণ ॥ দ্বারকাতে রুক্মিণী আদি মহালক্ষ্মী সঙ্গে। স্বকীয়া ভাবেতে ক্রীড়া বিলাসাদি রঙ্গে ॥ যদ্যপিহ রাধিকাদি ব্রজাঙ্গণাগণ। কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি স্বরূপ অভিন্ন ॥ তথাপীহ ব্রজে নরলীলা অনুরূপে। পরকীয়া অভিমান মাধুর্য্য স্বরূপে ॥

যথা শ্রীরাগবর্ত্মচন্দ্রিকায়াং—

যদ্যপি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপভূতা হ্লাদিনীশক্তি স্তস্যা অপি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় এব, তদপি তয়োর্লীলাসহিতয়োরেব উপাস্যত্বং ন তু লীলা রহিতয়োঃ, লীলায়াস্তু তয়োর্ব্রজভূমৌ কাপ্যার্ষশাস্ত্রে দাম্পত্যং ন প্রতিপাদিতংমিতি শ্রীরাধিকা হি প্রকটাপ্রকটপ্রকাশয়োঃ পরকীয়ৈব।

শ্রীসনৎকুমারসংহিতায়াং—

পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়াজনাঃ।
প্রচ্ছন্নৌ নবভাবেন রময়ন্তি নিজং প্রিয়ং ॥

শ্রীবিল্বমঙ্গলবাক্যং—

শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন।

শ্রীচরিতামৃতে—

"পরকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥ ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তাহার মধ্যে শ্রীরাধিকা ভাবের অবধি ॥"

রায় রামানন্দনোক্তং—

"নাসৌ রমণ নাহং রমণী প্রেমক পেষণ ঐছন জানি ॥"
কিন্তু পতিসহ নাহি তা'সবার সঙ্গ। কৃষ্ণসহ মাত্র গোপিকার রঙ্গ ॥

উজ্জ্বলে—

মায়াকলিততাদৃকস্ত্রীশীলনেনাসূয়ুভিঃ।
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ॥

ব্রজবাসীগণ শুদ্ধভাবে কৃষ্ণ ভজে। ঐশ্বর্য্য দেখিলে সম্বন্ধ নাহি ত্যজে॥ প্রাকৃত লোকের যেন পুত্রাদি উন্নতা। দেখিলেও আনন্দ বাড়ে হৃদি প্রফুল্লতা॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—যশোদাবাক্যং।

প্রাপ্তাত ধন্যৈবাহং যস্যায়ং মম পুত্রঃ পরমেশ্বরঃ।

তত্রৈব—গোপীবাক্যং।

ধন্যা এব বয়ং যাসাং সখাচ পরমেশ্বরঃ। যাসাং প্রেয়ান্‌ঈশ্বরঃ। ইতি॥

পুরবাসীগণের ঐশ্বর্য্যে ভয় হয়। সম্বন্ধ ত্যজিয়া কৃষ্ণে ঈশ্বর মানয়॥

তত্রৈব—বসুদেব বাক্যং।

যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ পুরাণপুরুষেশ্বরৌ।

গীতায়াং—অর্জ্জুনবাক্যং।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং। ইত্যাদি॥

এইমত ধামভেদে ভাবের প্রভেদ। কৃষ্ণের স্বরূপ আর মাধুর্য্য বিভেদ॥ এক নরলীলা মধ্যে ত্রিবিধ স্বরূপ। মাধুর্য্যের তারতম লীলা অনুরূপ॥ সেই এক শ্রীকৃষ্ণ লীলার তারতমে। পূর্ণ পূর্ণতর আর কহি পূর্ণতমে॥

যথা শ্রীরাগবর্ত্মচন্দ্রিকায়াং—

অথ দ্বারকা মথুরা বৃন্দাবনে ধামত্রয়ে কৃষ্ণনরলীলাত্মিকা তারতম্যাৎ ক্রমেণ মাধুর্য্যাধিক্য তারতম্যাৎ॥

শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

তমঃপূর্ণ স্তরপূর্ণঃ পূর্ণঃপূর্ণ ইতি ত্রিধা।
কৃষ্ণলীলা ত্রিধা প্রোক্তা ন তু কৃষ্ণস্ত্রিধামতঃ॥

অন্যচ্চ—

কৃষ্ণস্ত পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥

এই তিন ধামে কৃষ্ণের নিত্যবিলাস। ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল-ব্যাপি নামের প্রকাশ॥ ত্রিবিধ স্বরূপ লীলা এই তিন ধামে। ক্ষণার্দ্ধেও লীলা কভু না হয় বিশ্রামে॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

ইতি ধাম ত্রয়ে কৃষ্ণো বিহরত্যেব সর্ব্বদা।

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো, যদুবর পরিষৎস্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন, ব্রজপুর বনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং।

তার মধ্যে প্রপঞ্চেতে প্রকটাপ্রকট। কভু বা প্রকট লীলা কভু বা অপ্রকট॥ যেমত প্রকট লীলা প্রপঞ্চ গোচরে। সেই মত নিত্যলীলা প্রপঞ্চ গোচরে॥

শ্রীভাগবতামৃতে—

প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা।
অন্যাস্ত্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ॥

প্রকটেতে লোকে দেখে গমনাগমন। ব্রজ, মধুপুরে আর দ্বারকা ভবন॥ কিন্তু যে যে লীলা অপ্রকট স্থানে। সেই সব লীলা নিত্য বর্ত্তে সেই স্থানে॥

তত্রৈব—

তত্র প্রকট লীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ। গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শার্ঙ্গিনঃ। যা স্তত্র তত্রাপ্রকটা স্তত্রতত্রৈব সন্তি তাঃ।

প্রকটরূপেতে যবে দ্বারকায় স্থিতি। সেকালে দেখিলা ব্রজে মুনি মহামতি॥ বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ সঙ্গে সখাগণ। গো গোবৎস মহাব্রত করেন ক্রীড়ন॥

যথা স্কান্দে—

বৎসৈ র্বৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ। বৃন্দাবনান্তরগত সরামো বালকৈর্বৃতঃ। 'যদানয়োস্ত সম্বাদো দ্বারকায়াং হরিস্তদা। তথাপি বর্তমানত্বে নোক্তি স্তন্নেত্য বাচিকা।

ব্রজবাসী যাদবাদি দেব মুনিগণ। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের তনয় যত জন॥ দক্ষ, নাগ দনুজ প্রভৃতি যত আর। সব হয় তাঁর নিত্য লীলা পরিচয়॥

শ্রীভাগবতামৃতে—

লীলাপরিকরা গোষ্ঠজনাঃস্যু র্যাদবাস্তথা। দেবাশ্চ ব্রহ্মজম্ভারি কুবের তনয়াদয়ঃ। নারদাস্তাশ্চ দনুজ নাগযক্ষাদয়শ্চ তে।

এ সবার হয় তৈছে অনন্ত প্রকাশে। সকল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রকট বিলাসে॥ কৃষ্ণভাব অনুসার লীলাশক্তি দ্বারে। যার যেই ভাব সেই ভাবে ভজে তারে॥

যথা তত্রৈব—

কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা।
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ॥

কিন্তু এই সব নিত্য পরিকরগণ। যে কালে যে ব্রহ্মাণ্ডেতে প্রকট হয়েন॥ এ সবার শরীরে ব্রহ্মাণ্ড জীবশ্রেষ্ঠ। তপস্যাদি বলে আসি হয়েন প্রবিষ্ট॥ ব্রহ্মার

আজ্ঞায় যে স্বর্গের দেবগণ। কশ্যপাদি করি যে যাদবের অংশ হন ॥ বাসুদেব যাদবাদি নিত্য পরিকরে। সাযুজ্য পাইয়া তারা জন্মে যদুপুরে ॥

যথা তত্রৈব—

দেবাদ্যংশাবতরণে প্রবৃত্তে পদ্মজাজ্ঞয়া বসুদেবাদিকানাং যে স্বর্গে হ্যংশাঃ কশ্যপাদয়ঃ। নিত্য লীলাস্থয়ৈস্থে স্তে বসুদেবাদিভি র্গতাঃ। সাযুজ্য মংশিভিস্তত্র জায়ন্তে শূরমুখ্যতঃ।

লীলা অপ্রকটে পুনঃ সেই দেবগণ। স্বর্গে নিজ নিজ স্থানে করেন গমন ॥ নন্দ আদি দেহে যৈছে দ্রোণ আদি করি। ঐক্যত্ব পাইয়া জন্মে গোকুল নগরী ॥ লীলা অপ্রকট কালে সেই সব জনে। বৈকুণ্ঠেতে পাঠাইল নন্দের নন্দনে ॥

যথা তত্রৈব—

ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্।
কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতং ॥

প্রকট লীলায় আর যেই দৈত্যগণ। কৃষ্ণ নিজ হস্তে যারে কৈলা সংহরণ ॥ সেই সব দৈত্যগণে উদ্ধার করিয়া। সিদ্ধলোকে পাঠাইলা মুক্তি পদ দিয়া ॥

যথা শাস্ত্রবাক্যং—

সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণাহতাঃ ॥

সেই সব এইমত জানিহ নিশ্চয়। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড জীব অপ্রাকৃত নয় ॥ কৃষ্ণের যে পরিকর সব অপ্রাকৃত। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ আদি করি যত ॥ তথাপি প্রাকৃত হেন দেখে লীলা জন্ম। মাধুর্য্য লীলার এই স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥

যথা শ্রীভাগবতামৃতে—

প্রাকৃতেভ্যো গ্রহেভ্যোঽন্যে চন্দ্র সূর্য্যাদয়স্তু তে।
লীলাস্বৈরনুভূয়ন্তে তথাপি প্রাকৃতা ইব॥

সংক্ষেপে কহিল এই লীলার সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণলীলা সমুদ্রের নাহি আদি অন্ত॥ মুঞি জীব কীট তার কি পাইব পার। ব্রহ্মাদির অগোচর অন্যে কেবা আর॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

কোবেত্তিভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্, যোগেশ্বরোতী র্ভবত স্ত্রিলোক্যাং। কাহো কথং বা কতি বা কদেতি, বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং। জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা নমে প্রভো। মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥

ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ। শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মে পায় প্রেমধন॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ। উপাসনা চন্দ্রামৃত কহে লাল দাস॥

ইতি শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতে দ্বিতীয় বিভাগে ভগবত্তত্ত্বাদি বর্ণনে শ্রীকৃষ্ণস্য সিদ্ধান্তানুসারে লীলাতত্ত্বাদি কথনং নাম পঞ্চম কলা।

অথ ষষ্ঠ কলা ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ পূর্ব্বে যে কহিল কৃষ্ণলীলার বৃত্তান্ত। সকল লীলার নিত্য প্রকাশ সিদ্ধান্ত ॥ অনন্ত স্বরূপে সেই লীলার প্রকাশ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি কৃষ্ণের বিলাস ॥ অনন্ত কৌমার তাহে পৌগণ্ড অনন্ত। অনন্ত কৈশোর যার নাহি হয় অন্ত ॥ সহ পরিকর নিত্য প্রকট বিহার। এহো সত্য কিন্তু এহো ঐশ্বর্য্যানুসার ॥

যথা শ্রীভাগবতামৃতকণায়াং—

যা বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-বিলাসময্যঃ সপরিকরস্ত কৃষ্ণস্যাস্তমপ্রকাশে নিত্যমেবাপ্রকটলীলা বর্ত্তন্তেঽতএব ।

এবে কহি কিছু রস পক্ষ অনুরূপ। আনুক্রমি লীলা যেই মাধুর্য্য স্বরূপ ॥ একই ব্রহ্মাণ্ডযোগে একই প্রকাশে প্রকটাপ্রকট লীলা দুইরূপে ভাসে ॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

প্রকটা প্রকটাচেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যতে ।

ব্রহ্মাণ্ডের সহযোগে একই বিলাস। পরিবারসহ জন্ম বাল্যাদি প্রকাশ ॥

যথা তত্রৈব—

তত্রৈকেনৈব প্রকাশেন কদাচিদ্ জগদন্তরে।
সহৈব স্বপরিবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ॥

শ্রীচরিতামৃতে—

"ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার। অবতীর্ণ হইয়া করে প্রকট বিহার॥" ইতি॥ অপ্রকট লীলা সেই প্রপঞ্চ বাহিরে। একই প্রকাশে সেই সহপরিকরে॥ প্রপঞ্চ বাহিরে লীলা ক্রমে নাহি হয়। একাবস্থা স্থিতিসহ পরিকরচয়॥

যথা শ্রীভাগবতামৃতকণায়াং—

একৈনেব প্রকাশেন সপরিবারেন কৃষ্ণেন যদা প্রপঞ্চে ক্রমতঃ প্রকাশ্যন্তে তদা প্রকটেতি।

প্রপঞ্চ বাহিরে যেই ব্রজের প্রকাশ। সিদ্ধভক্তসহ মাত্র তাঁহা নিত্যবাস॥ জন্মাদিক লীলা তাঁহা কভু নাহি হয়। কেবল সে সিদ্ধভূমি কহিয়ে নিশ্চয়॥

যথা শ্রীরাগবর্ত্মচন্দ্রিকায়াং—

তর্হ্যপ্রকটপ্রকাশ এব জন্মাস্তীতি চেন্নৈবং, প্রপঞ্চাগোচরস্য বৃন্দাবনীয় প্রকাশস্য সাধকানাং প্রাপঞ্চিকলোকানাং চ প্রবেশাদর্শনেন, সিদ্ধানামেব প্রবেশদর্শনেন জ্ঞাপিতাৎ, কেবল সিদ্ধভূমিত্বাৎ স্নেহাদয়ো ভাবাস্তত্র স্বস্ব সাধনৈরপি তূর্ণং ন ফলন্তি॥

প্রকট প্রকাশ মধ্যে প্রবেশ সবার। কর্ম্মী, জ্ঞানী, সিদ্ধভক্ত সাধকাদি আর। ব্রহ্মাণ্ডেরসহ একযোগে সংস্থান॥ এতেকে সাধকভূমি সিদ্ধভূমি নাম॥

যথা তত্রৈব—

তত্র সাধকভক্তানাং কর্ম্মি প্রভৃতীনাং সিদ্ধভক্তানাঞ্চ প্রবেশদর্শনে-নৈবান্নভূয়তে। সাধকভূমিত্বং সিদ্ধভূমিত্বঞ্চেতি॥

এ দুই প্রকাশ মধ্যে নাহিক ভূভেদ। একই স্বরূপ দেহ নাহিক বিচ্ছেদ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়। একই স্বরূপ হয় নাহি দুই কায়॥" ইতি॥ সেইমত শ্রীকৃষ্ণের সহ পরিবার। প্রকট সময় দুই প্রকাশ সবার॥ কিন্তু সে প্রকাশ মধ্যে কিছু নাহি ভেদ। একই স্বরূপ এক দেহে অবিচ্ছেদ॥

যথা শ্রীগোস্বামিমোক্তং—

প্রকাশস্ত ন ভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃথক্।

তাঁহা যে প্রকটাপ্রকট লীলাদ্বয়। লোক মধ্যে নিত্য যৈছে দিবারাত্র হয়॥ জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যৈছে প্রতি দ্বীপান্তরে। উদয়াস্ত দ্বারে নিত্য দিবারাত্র করে॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যৈছে ভ্রমে রাত্রিদিনে। সপ্ত দ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে॥ এক, দুই, তিন, চারি প্রহরে অস্ত হয়। চারিপ্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়॥ ঐছে কৃষ্ণলীলামণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে। উদয়াস্ত দ্বারে নিত্য দিবারাত্র করে॥ ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥" ইতি॥ তারমধ্যে এই এক ব্রহ্মাণ্ড সম্মত। প্রকটাপ্রকট লীলা সাধকের মত॥ প্রকটাপ্রকট লীলা

দুই সাধ্য হয়। দুই মধ্যে পূর্ব্বাপর নাহিক নির্ণয়॥ দিবা অন্তে রাত্রি হয় রাত্রি অন্তে দিবা। তার মধ্যে পূর্ব্বাপর কাহারে গণিবা॥ কিন্তু লীলা প্রকটেতে ভাববোধ হয়। সেই ভাব অনুসারে সাধকে ভজয়॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

কিন্তু ব্রজলোক নাহি জানে এত তত্ত্ব। প্রকটাপ্রকট নাহি তা সবার মত॥ জন্মবাল্য পৌগণ্ড কৈশোর ব্রজে জানে। প্রপঞ্চের মধ্যে সদা আপনারে মানে॥ কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডেতে যায় যুগ মন্বন্তর॥ ব্রজে ব্রজলোক জানে সেই ত দ্বাপর। যার যেই ভাব যার যেই বয়ঃক্রম। সেই সেইরূপে স্থিতি নাহি কালক্রম॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং—

নিমেষার্দ্ধাখ্যোবা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।

শ্রীচরিতামৃতে—

"ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরতা প্রাপ্তি। রাসাদি লীলা করে কৈশোরে নিত্য স্থিতি॥" ইতি॥ অন্য প্রকাশের লীলা সেই বেদ্য নাই। নিজ প্রকাশের লীলা দেখয়ে সবাই॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

স্বৈঃ স্বৈঃ লীলাপরিকরৈর্জনৈর্ন দৃশ্যানি নাপরৈঃ।
তত্তল্লীলাস্ববসরে প্রাদুর্ভাবোচিতানি হি॥

কৃষ্ণেহ যদ্যপি মুগ্ধ সর্ব্বজ্ঞতাময়। মুগ্ধ সর্ব্বজ্ঞতা দুই সম ফলোদয়॥

যথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে—

সর্ব্বজ্ঞত্বেচ মৌগ্ধ্যে চ সার্ব্বভৌম মিদং মহঃ।

তথাপিহ ব্রজে তার ব্রজবাসী সঙ্গে। মুগ্ধতা প্রধান সদা মুগ্ধ ক্রীড়ারঙ্গে॥ ব্রজাঙ্গনা সহ রাস বিহারাদি মনে। অন্য চিন্তা নাহি হানি গ্লানি অবধানে॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

ন হানিং ন গ্লানিং ন নিজগৃহকৃত্যং ব্যসনিতাং, ন ঘোরং নোদ্‌ঘূর্ণাং ন কিল কদনং বেত্তি কিমপি। বরাঙ্গীভিঃ স্বাঙ্গীকৃত সুহৃদনঙ্গাভিরভিতো হরির্ব্বৃন্দারণ্যে পরমনিশমুচ্চৈর্বিহরতি।

দাস সখা মাতা পিতা প্রেয়সীরগণ। নিজ নিজ ভাবে সবে করয়ে সেবন॥ প্রপঞ্চ বাহিরে নিত্য কৈশোর স্বরূপ। পারিষদগণ সবে দেখে এইরূপ॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

প্রায়ঃ কিশোরঃ এবায়ং সর্ব্ব ভক্তেষু ভাসতে।
তেন যৌবনশোভাস্য নেহ কাচিৎ প্রপঞ্চিতা॥

শাস্ত্রেচ—

বয়স ত্রিবিধত্বেপি সর্ব্বভক্তি রসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মঃ কৈশোরঃ এবায়ং নিত্যলীলা বিলাসবান্॥
ন বাল্যং ন চ পৌগণ্ডং কৈশোরঞ্চ যুগে যুগে।

প্রকটলীলার শেষে কৈশোর প্রকাশ। তাহে যৈছে ব্রজে কৃষ্ণ করেন বিলাস॥ সখাগণসহ ক্রীড়া গোধনচারণ।

প্রেয়সীগণেরসহ কেলি মনোরম ॥ গোষ্ঠ বৃন্দাবন আদি গমনাগমন। যৈছে শাস্ত্র পুরাণাদি মধ্যে নিরূপণ ॥ সেই-মত হয় নিত্য লীলার প্রকার। তার মধ্যে নাহি এক অসুর সংহার ॥

যথা সনৎকুমার সংহিতায়াং—

যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তিবৃন্দাবনেভুবি। গমনাগমনে নিত্যং তথৈব বনগোষ্ঠয়োঃ। গোচারণং বয়স্তৈশ্চ বিনাসুর বিঘাতনং ॥

এই ত" কহিল কিছু নিত্যলীলা সূত্র। পশ্চাৎ কহিব ইহা বিস্তারি স্বতন্ত্র ॥ এই নিত্য লীলা হৈতে প্রতি কল্পা-ন্তরে। প্রকট হয়েন কৃষ্ণ যোগমায়া দ্বারে ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে। এই রূপ রতন, ভক্তগণের প্রাণধন, প্রকাশিলা নিত্য লীলা হৈতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্ব যোগ, মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং।

সেই দুই হেতু হয় প্রকট কারণ। আনুসঙ্গ হেতু এক দ্বিতীয় উত্তম ॥ আনুসঙ্গ হেতু কহি ভারাদি হরণ ॥ ব্রহ্মাদির প্রার্থনায় অসুর ঘাতন ॥ উত্তম কহি এ লীলা কীর্ত্তির বিস্তার। লোকে অনুগ্রহ এই হেতু হয় তার ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

স্বলীলাকীর্ত্তি বিস্তারাল্লোকেষনুজিঘৃক্ষুতা।
অস্ত জন্মাদিলীলানাং প্রাকট্যে হেতুরুত্তমঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ। প্রিয়েষু করুণাপাত্র হেতুদ্বিত্বাক্ত-মেবহি। ভূমিভারাপহারায় ব্রহ্মাদ্যৈ ত্রিদশেশ্বরৈঃ। অভ্যর্থনন্ত যত্তস্য তত্তবেদানুষঙ্গিকং ॥

লীলার বিস্তার হেতু রস আস্বাদন। সেই ব্রজলীলাদির নির্য্যাস চর্ব্বণ ॥ সেই দ্বারে ভক্তগণে করুণা করয়। রসিক-শেখর কৃষ্ণ যাতে দয়াময় ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম ॥" ইতি ॥ ক্রমে কহি সেই রস-নির্য্যাস চর্ব্বণ। সঙ্গে লঞা যেই নিজ নিত্য ভক্তগণ ॥ মাতাদির পুত্রেতে বাৎসল্য সর্ব্বকাল। তথাপি কৈশোরে কিছু গৌরব মিশাল ॥ অতএব বাল্যকালে বিশুদ্ধ বাৎসল্য। আপনে পালক যাতে পুত্র মানে পাল্য ॥ অগৌরবে করে সদা লালন পালন। কভু বা ভর্ৎসন কভু তাড়ন বন্ধন ॥ এইমত সখাদের সখ্য সর্ব্বকাল। তথাপি পৌগণ্ডে শুদ্ধ সখ্য ব্যবহার ॥ অসম্ভ্রমে কান্ধে চড়ে চড়ায় কৃষ্ণেরে। লঘু গুরু ভাব নাই সম পরস্পরে ॥

যথা তত্রৈব—

"মাতা মোকে পুত্রভাবে করয়ে বন্ধন। অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥ সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম ॥" ইতি ॥ প্রপঞ্চ বাহিরেতে অমিলা কভু নয়। কিন্তু ব্রজে তার ভয়

সর্ব্বদা বর্ত্তয় ॥ অতএব নাহি তাহা মান সহেতুকী। যেবা হয় কভু ভ্রমে সেই অহেতুকী ॥ প্রপক্ষেতে অন্য কান্তা সম্ভোগ করিয়া। বিরহিণী স্থানে আইসে রাত্রি গোঞাইঞা ॥ কৃষ্ণ অঙ্গে রতিচিহ্ন দেখি ক্রোধমনে। রাধাদি স্বভাবে করে কৃষ্ণেরে ভর্ৎসনে ॥ তাহাতে কৃষ্ণের সুখ হয় অতিশয়। বেদস্তুতি হৈতে যাহা অধিক মানয় ॥

যথা তত্রৈব—

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদ স্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন ॥" ইতি ॥ শুদ্ধ প্রেমেপরিকর ব্রজবাসিগণে। অন্য সঙ্গে নাহি হয় এ লীলা আস্বাদনে ॥ এই ব্রজে এই নিত্য-পরিকর লঞা। এই সব লীলা আস্বাদিব বিস্তারিয়া ॥ আমার যে ব্রজের পরিকর ভাব। তাহে আচ্ছাদিব যোগমায়ার প্রভাব ॥ আমিহ সে না জানি না জানে গোপীগণ। নব অনুরাগে পুনঃ ইহার মিলন ॥ নিত্য লীলা মধ্যে কভু বিচ্ছেদ না হয়। বিপ্রলম্ভবিহীন সম্ভোগ সুখ হয় ॥ পূর্ব্বরাগ প্রবাসাদি ইথে অসম্ভব। অতএব ক্রমে আস্বাদিব এই সব ॥ এই সব লীলাতে আমার চমৎকার। বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি এই লীলার প্রচার ॥ এই দ্বারে ভক্তগণে প্রসাদ করিব। শুদ্ধ রাগানুগা-ভক্তিমার্গ প্রকাশিব ॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"এই শুদ্ধ ভক্ত লঞা করিব অবতার। করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার ॥ বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার। সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥ মো বিষয়

গোপীগণের উপপতিভাবে । যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥ আমিহ না জানি না জানে গোপীগণ । দোঁহার রূপ গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন ॥ ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন । কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥ সেই সব নির্য্যাস রস করিব আস্বাদ । সেই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ ॥ ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ । রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম ॥

তথা শ্রীভাগবতে—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥

এত ভাবি তবে কৃষ্ণ দ্বাপরের শেষে । অবতরে সেই ব্রজে প্রকট প্রকাশে ॥ আগে নিজ ভক্তজন করি অবতার । পরিজনসহ ক্রমে প্রকট তাঁহার ॥ বাল্যাবেশে মাতা পিতা সহ ক্রীড়া করি । পৌগণ্ডেতে সখীগণ সঙ্গেতে বিহরি ॥ প্রথম কৈশোরলীলা রাধিকাদি সনে । পূর্ব্ব রাগ নবোঢ়াদি করি আস্বাদনে ॥ দিনে দিনে নব নব রাসাদি বিলাস । আস্বাদিলা বাঞ্ছা ভরি রসের নির্য্যাস ॥" ইতি ॥ সওয়াশত বৎসর হয় প্রকট বিলাস । তার মধ্যে ব্রজে আর পুরীদ্বয়ে বাস । জন্মলীলাবধি আর মৌষল পর্য্যন্ত । এই হয় প্রকট লীলার আদি অন্ত ॥ তাতে কৃষ্ণ জন্মলীলা কহে দুই স্থানে । ব্রজে আর মধুপুরে পুরাণে বাখানে ॥ ভাগবত পুরাণেতে স্পষ্ট মথুরাতে । কংস কারাগার মধ্যে দেবকী শয্যাতে ॥

শ্রীভাগবতামৃতে—

অথ ভাদ্রপদাষ্টম্যাং বসিতায়াং মহানিশি। তস্যা হৃদম্বিরোভূম কারায়াং স্তিমিতাগ্নি। দেবকী শয়নে তত্র কৃষ্ণঃ প্রাদুর্ভবত্যসৌ॥

এহত দ্বিভুজ কভু চতুর্ভুজ রূপ। তথাপিও দুইরূপে কৃষ্ণের স্বরূপ॥ কিন্তু দ্বিভুজত্ব তার হয় ত প্রধান। চতুর্ভুজ রূপ হয় গৌণত্বে বাখান॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

অয়ং চতুর্ভুজত্বেপি দ্বিভুজত্বেপি কৃষ্ণতাং। ন ত্যজত্যেব তস্তাব গুণ রূপাত্ম বৃত্তিভিঃ। তথাপি দ্বিভুজত্বস্য কৃষ্ণে প্রাধান্যমুচ্যতে। গূঢ়ত্বা দ্বিবচঃ কাপি গৌণত্বমিব কীর্ত্ত্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং।

তবে বসুদেব নিজ পুত্রেরে লইয়া। যশোদার গৃহমধ্যে গোপনে রাখিয়া॥ তার কন্যা লঞা কৈলা মথুরাগমন। ইহঁা সেই কৃষ্ণ আদি শ্রীনন্দনন্দন॥ যশোদার নিত্যপুত্র অনাদি স্বরূপ। তার দ্বারে প্রকটিলা পুনঃ সেইরূপ॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

অথ ব্রজেশ্বরীগেহে বিশমানকদুন্দুভিঃ। তত্র ন্যস্য সুতং তস্যাঃ সুতামাদায় নিঃসরেৎ॥ যোহয়ং নিত্য সুতত্বেন তস্যা রাজকুমারিতঃ। কৃষ্ণঃ প্রকটলীলায়াং তদ্দ্বারেণাপ্যভূত্তথা॥

তবে ব্রজে কৃষ্ণ নিজ বাল্য আদি লীলা। অনন্ত প্রকাশে বৈছে নিত্য করে খেলা॥ ক্রমে সেই সেই লীলা করিয়া প্রকাশ। নিজ প্রিয়গণসহ করেন বিলাস॥ নন্দ যশোদায়

শুদ্ধ বাৎসল্য ভাবেতে। আপনারে জানে তার পুত্র সুনিশ্চিতে॥

যথা তত্রৈব—

অথ প্রকটতাং লব্ধে ব্রজেন্দ্রবিহিতেমহে। তত্র প্রকটয়ত্যেষ লীলা বালাদিকাঃ ক্রমাৎ॥ করোতি যাঃ প্রকাশেষু কোটিশোহপ্রকটেষ্বপি। প্রেষ্ঠানন্দে ব্রজে তৈ স্তৈ রাত্মনোপি বিমোহনৈঃ॥ লীলোল্লাসৈ র্বিহরতি শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ। অসমোর্দ্ধেন ভগবান্ বাৎসল্যেন ব্রজেশয়োঃ। সুতত্বেনৈব স তয়ো রাত্মানং বেত্তি সর্ব্বথা॥

ইহাতেই পুনঃ কোন ভাগবতগণ। আর যে কহেন তাহা শুন দিয়া মন॥ আদিব্যূহ চতুর্ভুজ বাসুদেব নাম। চতুর্ব্যূহ মধ্যে যার নিত্য অবস্থান॥ তেঁহ আসি বসুদেব গৃহেতে জন্মিলা। বসুদেব তারে আনি গোকুলে রাখিলা॥ এথা কৃষ্ণ নন্দগৃহে মায়ার সহিত। যশোদার গর্ভ হইতে হইলা বিদিত॥ বসুদেব কন্যা লঞা প্রয়ান করিলা। সেই বাসুদেব কৃষ্ণ দেহে প্রবেশিলা॥

যথা তত্রৈব—

কেচিদ্ ভাগবতাঃপ্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ। ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবে দাদ্যো গৃহেষানকদুন্দুভেঃ। গোষ্ঠেতু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ। গত্বা যদুবর্যো গোষ্ঠং তত্র সূতিগৃহং বিশন্। কন্যা মেব পরং বীক্ষ্য তামাদায় ব্রজৎপুরং। প্রাবিশদ্ বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমং॥

ভাগবতে না লিখিলা কথা অনুক্রমে। কিন্তু প্রসঙ্গেতে লিখিলেন স্থানে স্থানে॥

যথা শ্রীভাগবতামৃতে—

এতচ্চাতি রহস্যত্বাৎ নোক্তং তত্র কথাক্রমে।
কিন্তু কচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ॥

যথা শ্রীদশমে—

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।

তত্রৈব—

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ।
পশ্যাং মূর্দ্ধন্যবঘ্রায় মুদং লেভে কুরূদ্বহ॥

তথাচ—

সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেব্যম্বরংগতা।
অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজাঃ॥

এই ত লিখিল ভাগবতের বচন। অন্য পুরাণেহ স্পষ্ট আছয়ে লিখন॥

যথা শ্রীবরাহে—

যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং মিথুনং সমজায়ত।
গোবিন্দাখ্যঃ পুমান্ কন্যা সাম্বিকা মথুরাং গতা॥
বাসুদেবসমানীতো বাসুদেবোঽখিলাত্মনি।
লীনো নন্দসুতে রাজন্! ঘনে সৌদামিনী যথা॥

এই ত লিখিল কৃষ্ণ জন্ম বিবরণ। তবে ক্রমে কৈলা নিজ লীলা প্রকটন॥ দশবর্ষ অষ্ট মাস পূর্ণ হৈলে পরে। ব্রজে হৈতে গমন কৃষ্ণের মধুপুরে॥ নিজে নন্দনন্দনত্ব করি

আচ্ছাদন। বাসুদেব রূপ তাঁহা করি প্রকটন॥ যেই বাসুদেব কৃষ্ণ দ্বিভুজ স্বরূপ। কভু চতুর্ভুজ হন লীলা অনুরূপ॥ তার যেই মধুপুরে লীলা নিত্য হয়। সেই সেই লীলা প্রকাশিলা সে সময়॥ তারপর কতদিনে দ্বারকায় গেলা। বিবাহাদি করি নিজ বৃাহ প্রকাশিলা॥ দ্বিভুজ স্বরূপ এই কৃষ্ণব্যূহ হন। প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধসহ চতুর্থগণন॥

যথা শ্রীভাগবতামৃতে—

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ। ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাং। যো বাসুদেবো দ্বিভুজস্তথা ভাতি চতুর্ভুজঃ। তাস্তা মধুপুরে লীলাঃ প্রকটয্যবদূদ্বহ॥ দ্বারবত্যাং তথা যাতি তাং তাং লীলাং প্রকাশকঃ। অত্রাবিষ্কুরুতে ব্যূহং প্রদ্যুম্নাখ্যং তৃতীয়কং। যতোব্যূহোঽনিরুদ্ধাখ্য স্তর্য্যঃ প্রকটতাং নিয়াৎ।

এথা যেই কালে কৃষ্ণ মথুরারে গেলা। সেই কালাবধি ব্রজে বিরহ জন্মিলা। তার মধ্যে তিন মাস বিরহ প্রবলে॥ কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিতে প্রাণ রাখিত সকলে। সেই স্ফূর্ত্তি হয় প্রাদুর্ভাবের উদ্যম। তারপর কৃষ্ণ সঙ্গে সাক্ষাৎ মিলন॥ সেই ত সাক্ষাৎ হয় দুই ত প্রকার। আবির্ভাব রূপ এক আগমন আর॥

শ্রীভাগবতামৃতে—

ব্রজে প্রকটলীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহোঽমুনা। তত্রাপ্য জনি বিস্ফূর্ত্তিঃ প্রাদুর্ভাবোপমাহরেঃ॥ ত্রিমাস্যাঃ পরতস্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতিঃ। আবির্ভাবাগতিভ্যাং সা দ্বিঃ প্রকারাত্র মন্তবেৎ॥

তিন মাস পরে উদ্ধবের আগমন। কৃষ্ণ কহি পাঠাইলা সন্দেশ বচন॥ তৎকাল আসিব আমি ব্রজবৃন্দাবনে। এই কথা শুনি সব ব্রজবাসীগণে॥ কৃষ্ণ আগমন বাক্যে প্রত্যাশা জন্মিলা। সে হইতে অতিশয় উৎকণ্ঠা বাঢ়িলা॥ ক্ষণেক অবশ দেহ না রহে চেতন। সেইক্ষণ আসি কৃষ্ণ দেন দরশন॥ যেই এক প্রকাশেতে নিত্যলীলা মাঝে। পরিবারসহ কৃষ্ণ ব্রজেতে বিরাজে॥ সেই দেহে প্রাদুর্ভাব করিয়া আপন। ক্ষণে ক্ষণে পরিতোষ নিজ পরিজন॥ তারপরে তা'সবার যবে বাহ্য হয়। স্বপ্নপ্রায় কিম্বা স্ফূর্ত্তি তাহারে মানয়॥

যথা তত্রৈব—

বৈপ্রেষিক ক্রমোদ্রেক বিবশীকৃত চেতসাং। প্রেষ্ঠানাং সহ সৈবাগ্রে বাগ্রঃ প্রাদুর্ভাবেদসৌ॥ উদ্ধবাৎ কৃষ্ণসন্দেশ এভির্যদবধিশ্রুতঃ। প্রাদুর্ভাব স্তদবধি স্যাদ্ব্রজে বনমালিনঃ॥ ব্রজে দ্বারাবতীস্থস্য প্রাদুর্ভাবো মুরদ্বিষঃ। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণাদাবসকৃৎ বহুধোচ্যতে॥ ব্রজে বিহরমানেঽস্মিন্ প্রাদুর্ভূয়ো হয়ৌ তদা। ভবেত্তত্পুরেবাত্রা স্বপ্নবদ্ ব্রজবাসিনাং॥

তারপর কুরুক্ষেত্রে হইল মিলন। তাহা এই কথা কৃষ্ণ কহিল যখন॥ তবে তা সবার মনে হইল প্রতীত। স্বপ্ন নহে সেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত॥

যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ, তার শক্তে আমি নিতি নিতি। তোমার সঙ্গে ক্রীড়া করি, নিতি যাই যদুপুরি, তাহা তুমি মানো আমার স্ফূর্ত্তি॥ এত কহি শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ, ভাগবত শ্লোক

শুনাইল। সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা, কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল ॥”

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

ময়ি ভক্তি র্হি ভূতানা মমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্ মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥

তারপর কতদিনে ব্রজে আগমন। দন্তবক্র বধ করি সাক্ষাৎ মিলন ॥ মাতা, পিতা, সখাবর্গ প্রেয়সীরগণে। ধন রত্ন বস্ত্র দিয়া করিল তোষণে ॥ যথাযোগ্য প্রীতি স্তুতি প্রেম আলাপন। গুরুবর্গে বন্ধুবর্গে মধুর বচন ॥ প্রেয়সী-গণের সহ ক্রীড়া কুতূহলি। পূর্ব্ববৎ পুনঃ সেই গোপবেশ ধরি ॥ দুইমাস পুনঃ তৈছে প্রকট বিহার। তারপর অপ্রকট সহ পরিবার ॥

যথা পদ্মপুরাণে—

কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভি বাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুসেক মালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্যাশ্বাস্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভি স্তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাস। কালিন্দ্যাঃপুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষ সমাচিতে। গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস মাধবঃ। রম্যকেলি-সুখেনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ। বহুপ্রেমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুবাসহ ॥

শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

প্রেমসন্দর্ভসন্দেশৈ স্ববচঃ সত্যতাঙ্গ সঃ।
পুনঃ প্রিয়ং হরির্গোষ্ঠং আগচ্ছতি রথাদিনা ॥

অল্পদিন প্রবাসান্তে ব্রজে আগমন। ব্রজে আসি প্রকট লীলার সম্বরণ ॥ দ্বারকা লীলাতে লীলা যৌবন পর্য্যন্ত।

প্রকট লীলার এই হয় তাহাঁ অন্ত ॥ তারপর তিন ধামে ত্রিবিধ প্রকার । অপ্রকটে নিত্যলীলা পূর্ব্ব অনুসার ॥

তথা তত্রৈব—

অতঃ প্রকটলীলায়ামপ্য যোগোহত্র এবহি ।
ইতি ধামত্রয়ে কৃষ্ণো বিহরত্যেব সর্ব্বদা ॥
প্রেষ্ঠৈস্ত্যোহপি প্রিয়তমৈর্জনৈ র্গোকুলবাসিভিঃ ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ ॥

কেহ কৃষ্ণপ্রেমি ভাগবতগণ । অদ্যাপিহ ব্রজে পান কৃষ্ণ দরশন ॥

যথা শ্রীগোস্বামিনোক্তং—

কৈরপি প্রেমবৈচিত্র্যভাগ্‌ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে ॥

এইমত দ্বারকায় নিত্য কৃষ্ণবাস । নিত্যলীলা নিত্যধাম কভু নহে নাশ ॥ ব্রহ্মশাপ ছলে কৈল বংশ অপ্রকট । মহিষীহরণ আদি সকল কপট ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

লীলাঞ্চ প্রকটাং তত্রত্যার্থত্যাঞ্চ চিকীর্ষুণা ।
স্বয়ং প্রকাশ্যতে তেন মুনিশাপাদি কৈতবং ॥

শ্রীচরিতামৃতে—

"কেশাবতার মহিষীহরণ সব মায়াময় । ব্যাখ্যা শুনাইলা যাতে সুসিদ্ধান্ত হয় ॥ দেবগণ যেই বৃষ্ণিবংশে অবতরে । ক্ষীরোদকশায়ী সঙ্গে গেলা নিজপুরে ॥ কৃষ্ণ নিজ পরিকর যাদবাদি সঙ্গে । দ্বারকায় নিত্য বিরাজিত ক্রীড়া রঙ্গে ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

দেবাস্ত্বংশাবতরণে যে তু বৃষ্ণিষ্ববাতরন্। ক্ষীরাব্ধিশায়িরূপ তৈস্তৈঃ সার্দ্ধং স্বপদমাপ্নুয়াৎ॥ নিত্যলীলা পরিকরা যেস্থ্য র্যদুবরাদয়ঃ। তৈঃ সার্দ্ধং ভগবান্ কৃষ্ণো দ্বার্ব্বত্যা মেব দীব্যতি॥

এই ত কহিল রস পক্ষ বিবরণ। ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ। উপাসনাচন্দ্রামৃত কহে লাল দাস॥

ইতি শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতে দ্বিতীয়বিভাগে ভগবত্তত্ত্ব

বর্ণনে রসপক্ষানুসারে কৃষ্ণলীলাদি সূত্র বর্ণনং

নাম ষষ্ঠ কলা।

অথ সপ্তম কলা।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥ এবে কহি কিছু নিত্যলীলা বিবরণ। রাগানুগা সাধকের যে হয় সাধন॥ রাধাকৃষ্ণ

প্রেমসেবা মিলে যাহা হৈতে। ব্রহ্মা শেষ মহেশের গম্য নাই যাতে॥ সেই রাধাগোবিন্দের লীলার চরণে। প্রণাম করি যে আগে করিয়া যতনে॥

যথা শ্রীগোস্বামীনোক্তং—

শ্রীরাধা প্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা, যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা। সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতু মধুনা মানসীমস্যসেবাং, ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈ ব্র্জমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি॥

কুঞ্জ হৈতে নিশান্তে ব্রজের গমন। প্রাতঃকালে সায়ংকালে দোহন ভোজন॥ পূর্ব্বাহ্নেতে গোচারণ সখাসঙ্গে খেলা। মধ্যাহ্নে রাত্রিতে বনে রাধাসহ লীলা॥ অপরাহ্নে পুন গোষ্ঠমধ্যে আগমন। প্রদোষকালেতে সব সুহৃদ মিলন॥

যথা—

কুঞ্জাদ্ গোষ্ঠে নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং, প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ। মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে, রাধয়াদ্ধা পরাহ্নে, গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদঃ যঃস কৃষ্ণোঽবতান্নঃ॥

এই ত কহিল সূত্র ইহার বিস্তার। লিখিব গোবিন্দলীলামৃত অনুসার॥ রাত্র্যন্তে সখীবৃন্দ প্রথমে জাগিয়া। রাধাকৃষ্ণ জাগাইতে সচেষ্ট হইয়া॥ মন্দির নিকট আইলা বৃন্দার সহিতে। দোঁহাকার শোভা দেখে গবাক্ষের পথে॥ বৃন্দার আদেশ পেয়ে যত পক্ষীচয়। কুঞ্জগৃহ বেড়ি শব্দ

মধুর করয় ॥ নানা পদ্য কথা কহি ভয় দর্শাইলা। নতি স্তুতি প্রবন্ধেতে দোঁহে জাগাইলা॥ রসালসে রাধাকৃষ্ণ জাগ্রত হইয়া। অঙ্গ সঙ্গসুখে তবু রহিল শুতিয়া॥ নর্ম্ম-সখীগণ করে পাদ সংবাহন। তবে উঠি দুঁহে কৈলা মুখ প্রক্ষালন॥ দোঁহে দোঁহা অঙ্গশোভা সুধা মধুরিমা। পুনঃ পুনঃ আস্বাদয় নাহি হয় ক্ষমা॥ সখী পরিহাসছলে নানা কথা কয়। ক্ষণেকে তাহাতে দোঁহে আনন্দ হৃদয়॥ বিচ্ছেদের ভয়ে দোঁহে কাতর অপার। দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন করে কতবার॥ ছিন্ন হার পত্র আদি গৃহের সারিকা। ক্রমে তাহা লইলেন যতেক দাসিকা॥ কক্‌খটী বানরী কহে জটিলা আইলা। শুনি ভয়ে শীঘ্র দোঁহে বাহির হইলা॥ হস্ত ধরাধরি আইলা কুঞ্জের দুয়ারে। বিরসবদনে চলে নিজ নিজ ঘরে॥ রাই নিজ সখীসহ করিলা পয়ান। শ্রীরূপমঞ্জরী সখী হইলা আগুয়ান॥ শয়ন মন্দিরে গিয়া করিলা শয়ন॥ শ্রীরতিমঞ্জরী করে পাদসম্বাহন॥ তথা নিজালয়ে কৃষ্ণ গমন করিয়া। অলসের ভরে রহে মন্দিরে শুতিয়া॥ প্রাতে পূর্ণমাসী সঙ্গে মাতা যশোমতি। কৃষ্ণের মন্দিরে আইলা দুঁহে শীঘ্রগতি॥ স্নেহভরে জননীর গদগদ বাণী। বাৎসল্যে দ্রবিল স্তন চক্ষে বহে পানি॥ রামের বসন অঙ্গে কণ্টকের দাগ। ললাটে লাগিল কৈছে বিন্দু বিন্দু ফাগ॥ ঝামর বদন মাতা কাতরে নেহালে। উঠ পুত্র স্নান আদি করহ সকালে॥ তবে উঠে বৈসে কৃষ্ণ পালঙ্ক উপরে। পূর্ণমাসী দেখি তারে প্রণাম আচরে॥ সখাগণ সঙ্গে করি গোদোহন করে। শ্রীরামের সঙ্গে মধু-

মঙ্গল আইলা। শ্রীদাম, সুদাম আদি আঙ্গিনা ভরিলা॥ মুখ প্রক্ষালিয়া কৃষ্ণ চলিলা গোষ্ঠেরে। সখাগণ সঙ্গে করি গো-দোহন করে॥ এথা নিজালয় হইতে মুখরা আসিয়া। রাই জাগাইতে চলে জটিলা লইয়া॥ রাধা অঙ্গে পীতবস্ত্র দেখি চমকিত। সাধ্বীগণ হঞা কেন এমন চরিত॥ সখী-গণ সুচতুরা প্রতারণা করি। কহিতে লাগিলা তারে করিয়া চাতুরী॥ রাই নীলবস্ত্রে লাগে সূর্য্যের কিরণ। পীতবস্ত্র প্রায় তাহা দেখে বৃন্দাগণ॥ তবে লজ্জা পাঞা তাঁরা গেল নিজ ঘরে। রাই উঠি নীলবস্ত্র পরিধান করে॥ মুখ প্রক্ষালন আদি প্রাতঃকৃত্য করি। স্নান স্বর্ণবেদিপরে আইলা সুন্দরী॥ নারায়ণ তৈল আর হরিদ্রাদি দিয়া। সখীগণ অঙ্গসেবা করিল আসিয়া॥ সুগন্ধি শীতলজলে স্নান সমাপিল। সূক্ষ্ম অঙ্গবাস লঞা শ্রীঅঙ্গে মুছিল॥ নীলারুণ বস্ত্রে কৈল অঙ্গ আচ্ছাদন। নাসা অগ্রে কৈলা মণি মুক্তার ঘটন॥ অগুরের ধূমে কেশ সদ্য শুখাইয়া। সংস্কার কৈল রত্ন-কাঁকই লইয়া॥ সুবর্ণ সূত্রেতে বাঁধা কেশ মনোহর। বেণীর সাজনি যৈছে ফণি মণিধর॥ কর্ণে কর্ণ ভূষা দিল পুষ্প মনোরম। সর্ব্বাঙ্গে চর্চ্চিত কৈল গন্ধ চতুঃসম॥ চিকুরে মল্লিকা আদি গলে পুষ্পহার। নীলপদ্ম দিল স্বর্ণপদ্ম হস্তে তার॥ তাম্বূলের রাগে শোভে ওষ্ঠাধর-দ্বন্দ্ব। সুন্দর চিকুরে দিল মৃগমদবিন্দু॥ কজ্জলে উজ্জ্বল কৈল নয়ন রঞ্জিয়া। নানা চিত্রাবলী অঙ্গে দিলেন চর্চ্চিয়া॥ সিন্দুর তিলকবৃন্দ ললাট উপরে। চরণে জাবক যৈছে দীপ্ত দিবাকরে॥ ষোড়ষ শৃঙ্গার এই রচে সখীবৃন্দ। ষোড়শ

কলাতে যেন পূর্ণিমারচন্দ্র ॥ শঙ্খচূড়মণি দিল সিঁথির উপর। সুবর্ণে জড়িত সেই জিনিয়া ভাস্কর ॥ কুণ্ডলযুগল মণিময় বিরাজিত। কটিতে কিঙ্কিণী মণি অতি সুললিত ॥ মণিচক্র-শলাকাদি কর্ণে মনোহর। নীলমণি বলয়াবেষ্টিত দুই কর ॥ কণ্ঠভূষা হারাবলি কঙ্কন অঙ্গুরি। পদাঙ্গুলি আভূষণ পরম মাধুরী ॥ এই ত দ্বাদশ মণিময় আভরণ। দ্বাদশ আদিত্য জিনি তাহার কিরণ ॥ ষোড়শ শৃঙ্গার আর দ্বাদশ আভরণ। নিত্য নিয়মের মধ্যে ইহার গণন ॥ তদুপরি আর যত লেখা নাহি হয়। সময় বিহিত বেশ ভূষাদি রচয় ॥ এইমত ললিতাদি যত সখীগণ। স্নান বেশ ভূষাদি করিয়া তখন ॥ নিজালয় হৈতে সবে আসিয়া মিলিলা। কৃষ্ণের প্রসাদ কিছু ধনিষ্ঠা আনিলা ॥ একত্রে সেবন করি বসে সখি মেলে। মুখ প্রক্ষালন কৈলা সুবাসিত জলে ॥ তাম্বূল কর্পূর আদি করিয়া ভক্ষণ। কৃষ্ণ দরশন লাগি উৎকণ্ঠিত মন ॥ তথা ব্রজেশ্বরী কুন্দলতা প্রতি কয়। দুর্ব্বাসার বরে রাধা মিষ্টহস্তা হয় ॥ পূর্ণমাসী ঠাকুরাণী কহিলা আমারে। তার হস্তস্পর্শ খাইলে আয়ুর্বৃদ্ধি করে ॥ অতএব শীঘ্র তুমি করহ গমন। আনহ রাধিকা যত্নে সঙ্গে সখী-গণ ॥ যশোদা প্রেরণে কুন্দলতা শীঘ্র আসি। জটিলা প্রার্থনা করি রাইরে সম্ভাসি। আগ্রহ করিয়া তারে চলিলা লইয়া। সখি সঙ্গে চলে রাই প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥ এইমত নিতি নিতি করিয়া আগ্রহ। রাইরে লয়েন যশোমতী নিজ গৃহ ॥ কৃষ্ণ অনুরাগে কেহ কিছুই না জানে। নিত্য নবীনতা ভাব ব্রজবাসীগণে ॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে—

মুহুরিয়মিহ রাধাং সা ভবৈর বা নয়ন্তী। প্রথমমিব যদেতাং যাচতে তন্নদোষঃ। ব্রজভুবি বসতাং যৎ কৃষ্ণরাগোন্মদানাং। নব নব মিব সর্ব্বং নানুসন্ধানমস্তি॥

পথেতে যাইতে কত ভাবের উদয়। কুন্দলতা পরিহাস করে রসময়॥ নন্দালয় নিকটে আইলা রসবতী। আগুসরি ধনিষ্ঠা আসিয়া শীঘ্রগতি॥ গোপনে লইয়া গেলা যথা ব্রজেশ্বরী। প্রণাম করিলা তাঁরে রাধিকা সুন্দরী॥ তেঁহ বাৎসল্যেতে শিরে চুম্বন করিলা। ললিতাদি সখীরে সাদরে আলিঙ্গিলা॥ রন্ধনে প্রেরণ মাতা করিলা সবারে। রাই সঙ্গে সখীগণ রন্ধন আচরে। তিন শত যাঠি কৈল ব্যঞ্জন প্রকার। মিষ্টান্ন পক্বান্ন আদি বহু উপহার॥ তবে যশোমতী গোষ্ঠে লোক পাঠাইয়া। কৃষ্ণ আনাইলা রাণী যতন করিয়া॥ দাসগণ মিলি তাহা করয়ে সেবন। নারায়ণ তৈল কৈল শ্রীঅঙ্গে মর্দ্দন॥ সুবাসিত জলে স্নান সমাপন করি। অঙ্গ মুছি পীতবাস পরায় সত্বরি॥ অগুরের ধূমে শীঘ্র শুখাইয়া কেশ। কাঁকুনীতে শোধি জুট বান্ধিল সুবেশ॥ মকর কুণ্ডল দিল দুই শ্রুতিমূলে। কপালে চন্দন চাঁদ করে ঝলমলে॥ চতুঃসম আদি গন্ধ শ্রীঅঙ্গে লেপিল। মণি বৈজয়ন্তীমালা কণ্ঠে পরাইল॥ অঙ্গদ বলয়া দিল দুই বাহু মূলে। রত্নের অঙ্গুরীগণ দিলেন অঙ্গুলে॥ শ্রীবক্ষে কৌস্তুভ স্বর্ণ সূত্রেতে গাঁথিয়া। কটিতে কিঙ্কিণী জাল দিল সাজাইয়া॥ রতন নূপুর রাঙ্গা চরণের মাঝে। অপূর্ব্ব স্বভাব তার না

চলিতে বাজে ॥ এইমত নানা মণিময় অভরণে। সাজাইল দাসগণ নিজ হর্ষ মনে॥ শ্রীরাম সহিত মধুমঙ্গলাদি সখা। ভোজনে বসিলা কৃষ্ণ নাহি যায় লেখা॥ রাধিকার হস্ত হৈতে রামের জননী। অন্ন আর ব্যঞ্জনাদি পরিবেশে আনি॥ যশোদা আগ্রহ করি ভোজন করায়। বটু পরিহাস কথা কহনে না যায়॥ গবাক্ষের দ্বারে রাই করে নিরীক্ষণ। কৃষ্ণ সেই দ্বারে পান তার দরশন॥ ভোজন করিয়া কৃষ্ণ আচমন কৈলা। তাম্বুল ভক্ষণ হেতু আসনে বসিলা॥ রত্নটোঙ্গ মধ্যে রত্ন পালঙ্ক আছয়। তাহা দাসগণ নানা সেবন করয়॥ চামর ঢুলায় কেহ-তাম্বুল যোগায়। শ্রীমুখ দর্শনে সবে মহাসুখ পায়॥ রাধিকা উঠিয়া বৈসে ঘর্ম্মযুক্ত অঙ্গে। অন্য টোঙ্গ পরে লৈয়া সখীগণ সঙ্গে॥ ব্যঞ্জনাদি সেবা তাঁহা করে সখীগণ। শ্রম দূর কৈল করি বিবিধ সেবন॥ রাধাকৃষ্ণ ক্ষণ এক হৈলা দরশন। তবে নিজ তল্পে কৃষ্ণ করিলা শয়ন॥ ব্রজেশ্বরীমাতা বহু আগ্রহ করিয়া। নববধূ প্রায় স্নেহ আদরে সাধিয়া॥ সখীসঙ্গে রাধিকারে করান ভোজন। বহু যত্নে বসিলেন রাই ত তখন॥ কৃষ্ণের প্রসাদ অবশিষ্ট যেবা ছিল। গোপনে ধনিষ্ঠা আনি তাহা কিছু দিল॥ ভোজনাবশেষে রাই মুখবাসু কৈলা। সখীসহ অট্টালিকা উপরে আইলা॥ শয্যা হইতে কৃষ্ণ তবে উঠিলা সত্বরে। মুখ প্রক্ষালন করি আইলা বাহিরে॥ গোচারণ বেশ যত্নে করে দাসগণ। পীতধড়া কটিবেড়া চূড়ার সাজন॥ মস্ত শিখিপিঞ্ছ দিল চূড়ার উপরে। আশ্চর্য্য তাহার শোভা বিনা বায় উড়ে॥

বেত্র বীণা আদি কৃষ্ণ হস্তে দিল আনি। নটবর বেশেতে সাজিলা নীলমণি॥ স্নেহেতে ব্যাকুল রাণী করিয়ে ক্রন্দন। বলরাম হস্তে কৈলা কৃষ্ণ সমর্পণ॥ শ্রীদাম সুদাম আদি সখাগণ সঙ্গে। বনেতে চলিলা কৃষ্ণ অতি বড় রঙ্গে॥ তবে নন্দ উপনন্দ আদি গুরুজন। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে হৈলা বিষাদিত মন॥ ব্রজাঙ্গনাগণ যত কৃষ্ণ দেখিবারে। লতা আড়ে রহে কেহ অট্টালিকোপরে॥ ব্রজকুল ছাড়ি কৃষ্ণ বনেরে পয়ান। ব্রজবাসী দেহে যৈছে ছাড়য়ে পরাণ॥ বিনয় বচনে কৃষ্ণ সবে প্রবোধিয়া। গোচারণে যায় শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া॥ সামলী ধবলী বলি রাখালে ডাকয়। উচ্চ পুচ্ছে হাম্বারবে গোধন চলয়॥ বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ প্রবেশ করিলা। দেখি বৃন্দাদেবী মনে আনন্দ বাড়িলা॥ স্থাবর জঙ্গম যত অচেতন ছিলা। বৃন্দার আদেশে সবে চেতন পাইলা॥ তরুলতা পুষ্পপাতা হৈলা প্রফুল্লিত। কোকিল কুহুরে ভ্রমরাদি গায় গীত॥ বৃন্দাবন শোভা দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাহার সন্তোষ লাগি চিন্তে মনে মন॥ মধুর মুরলী শব্দে অমৃত সিঞ্চিলা। স্থিরচর আদি করি সবে তৃপ্ত হৈলা॥ সখাগণ সঙ্গে করে গোচারণ লীলা। ক্ষণেক করিলা এইমত নানা খেলা॥ রাই দরশন লাগি উৎকণ্ঠিত মন। গোধন গোপাল কৈলা রাম সমর্পণ॥ সুবল বটুরে মাত্র নিজ সঙ্গে করি। পুষ্প তুলিবার ছলে চলিলা শ্রীহরি॥ ওথা ব্রজবাসী সব হইয়া বিমন। নিজ নিজ গৃহে সব করিলা গমন॥ নন্দ যশোমতী নিজ গৃহেতে আইলা। কৃষ্ণের মঙ্গল হেতু বিপ্রে খাওয়াইলা॥ রাধিকাও

নিজালয়ে করিলা পয়ান। বস্ত্র অলঙ্কারে রাণী করিলা সম্মান॥ জটিলা দেখিয়া মনে সন্তোষ পাইলা। কুন্দলতা প্রতি তার প্রতীতি জন্মিলা॥ বধূরে কহয়ে যাহ সূর্য্য পূজিবারে। কুন্দলতা সঙ্গে লেহ নানা উপহারে॥ তবেত রাধিকা নিজ সখীগণ লঞা। নানা উপহার করে পূজার লাগিয়া॥ পূজা ছলে কৃষ্ণ লাগি সামগ্রী করয়। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে অতি কাতর হৃদয়॥ বৈজয়ন্তী মালা আর তাম্বুল বীটিকা। নিজ হস্তে বহু যত্নে বনান রাধিকা॥ ললিতা পাঠায় তাহা তুলসীর হাতে। কৃষ্ণের নিকটে বনে সঙ্কেত জানিতে॥ তথা কৃষ্ণ রাধা লাগি উৎকণ্ঠিত হঞা। রাধিকার কুণ্ডতটে রহিলা আসিঞা॥ কৃষ্ণের সন্তোষ লাগি কুণ্ড নিজ মূর্ত্তি। প্রকাশিয়া করে কৃষ্ণে রাধারূপ স্ফূর্ত্তি॥ জলে স্থলে দেখে কৃষ্ণ সব রাধাময়। হেনকালে বৃন্দাদেবী আসিয়া মিলয়॥ দুই চম্পকের পুষ্প হস্তে ত করিঞা। কৃষ্ণ অবতংস লাগি আনে হর্ষ হঞা॥ কৃষ্ণ সেই দুই পুষ্প নিজ কর্ণে দিলা। রাই আগমনবার্ত্তা পুছিতে লাগিলা॥ হেনই সময়ে পদ্মা গুঞ্জাহার লঞা। আইলা কৃষ্ণের স্থানে ত্বরিত হঞা॥ গুঞ্জামালা তুলি দিল কৃষ্ণ কণ্ঠোপরে। চন্দ্রাবলী বার্ত্তা কৃষ্ণ পুছয়ে তাহারে॥ এইকালে তুলসী আসিয়া উপস্থিত। বস্ত্র আচ্ছাদিত মালা বিড়ার সহিত॥ তুলসীরে দেখি পদ্মা পুছয়ে তাহারে। তোমার রাধিকা কোথা কহত আমারে॥ গৃহ বন আদি আমি সকল দেখিনু। কোথাহ তাহার লাগি কেনে না পাইনু॥ চন্দ্রাবলী পাঠাইল তারে নিমন্ত্রণ। অতএব করি আমি তার অন্বেষণ॥

তুলসী কহেন তারে বধিল* মঙ্গলা। চণ্ডী পূজিবার ভার সব তারে দিলা॥ ললিতা পাঠায় মোরে পুষ্প আনিবারে। তেকারণে আইলাম বৃন্দাবনান্তরে॥ দুঁহে ছল বাক্য দ্বারে দুঁহে প্রতারিল। তুলসীরে দেখি কৃষ্ণ অনুমান কৈল॥ রাধিকাহ আসিয়াছে আমার উদ্দেশে। গোপনে রহিলা কুঞ্জে করি পরিহাসে॥ ধনিষ্ঠা আইলা পূর্ব্বে মিষ্টান্ন লইয়া। তারে চাহি কহে কৃষ্ণ বটু সম্ভাষিয়া॥ সকলে চলহ আজ গোধন সহিতে। আসিবে কংসের চর মথুরা হইতে॥ বসুদেব কহি পাঠাইল মোর তাতে। তেহো ধনিষ্ঠারে পাঠাইল এথা যাতে॥ এইমত কথা ছলে কহিয়া শ্রীহরি। গৃহোন্মুখি হৈলা পদ্মা-প্রতারণা করি॥ বিমুখী হইয়া পদ্মা গেল নিজ ঘরে। নিষ্কণ্টক হঞা কৃষ্ণ তুলসী নেহালে॥ মালা বিড়া দিলা তবে তুলসী সুবলে। তেঁহো মালা লঞা দিলা কৃষ্ণ কণ্ঠমূলে॥ পদ্মাদত্ত গুঞ্জাহার কৃষ্ণ তুলসীরে। দিঞা রাধা আগমন বার্ত্তা পুছে তারে॥ প্রথমেত প্রতারণা করিল তুলসী। পশ্চাত কহিল তেঁহো আছে গৃহে বসি॥ সঙ্কেত কুঞ্জের কথা কহিলা তাহারে। বার্ত্তা পাঞা তুলসিকা গেলা নিজ ঘরে॥ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মনে সন্দেহ হইল। পদ্মা আসি ছিলা এথা তুলসী দেখিল॥ অতএব বৃন্দা তুমি যাহ ত আপনে। তুমি না গেলে রাধা আইসে কদাচনে॥ তবে বৃন্দাদেবী তথা করিলা পয়ান। বৃন্দা দেখি রাধিকার যুড়ায় নয়ান॥ নিজাভীষ্টসিদ্ধি মূর্ত্তি

* মঙ্গলাসখী শ্রীমতীকে চণ্ডীপূজার ভারার্পণ করিয়া, একবারে নিরবসর করিয়াছেন। "বধ শব্দে" এই বুঝা গেল।

বৃন্দারে দেখিল। নির্ব্বিঘ্নে কৃষ্ণের প্রাপ্তি প্রতীতি হইল॥ এইক্ত সময় সূর্য্যপূজার কারণে। জটিলা কহয়ে কুন্দলতা বিদ্যমানে॥ তোমারে অশেষ মোর আছয়ে প্রতীত। সূর্য্য পূজাইয়া বধূ আনহ ত্বরিত॥ তবে সখীগণ সঙ্গে রাই সুবদনী। সূর্য্য পূজিবারে চলে মন্থর গমনী॥ পূজার সামগ্রী যত দাসী শিরে ধরি। আগুয়ান হৈলা শীঘ্র শ্রীরূপ মঞ্জরী॥ তার পাছে ললিতাদি সঙ্গে সব সখী। গজেন্দ্র-গমনে মধ্যে চলে চন্দ্রমুখী॥ কৃষ্ণ দরশন লাগি তৃষিত অন্তর। নানাভাব ভূষা অঙ্গে করে ঝলমল॥ বৈচিত্র্য প্রেমের ভাবে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয়। যৈছে কোন সখী সঙ্গে কৃষ্ণ বিহরয়॥ রোষাবেশে কহে কিছু কুন্দলতা প্রতি। এই আগে দেখ ধৃষ্ট ধূর্ত্তের প্রকৃতি॥ কৃষ্ণধৃষ্ট তার দূতী ধৃষ্টা কুন্দলতা। ধৃষ্টতা দেখিতে মোরে আনিয়াছে হেথা॥ কুন্দলতা অনুমানে বুঝিয়া কারণ। পরিহাস করি কহে মধুর বচন॥ কৃষ্ণ লাগি আছে তোর এ দুই নয়ানে। যাঁহা তাঁহা কৃষ্ণময় দেখ বৃন্দাবনে॥ এই যে তমাল বৃক্ষ দেখহ সম্মুখে। কাঞ্চন বেদীতে উঠে স্বর্ণলতা সুখে॥ বৃক্ষের উপরে মত্ত শিখি নৃত্য করে। তাহা দেখি কৃষ্ণবুদ্ধি হইল তোমারে॥ এবে প্রেমময়ী নিজ সখী নিরখয়। প্রফুল্ল বদন দেখি ক্রোধ সম্বরয়॥ আপনার ভ্রম মানি লজ্জিত বদন। ত্বরিতে আইলা যাহা সূর্য্যের ভবন॥ সূর্য্য প্রণমিয়া বর মাগে মনে মনে। নির্ব্বিঘ্নে হউক যৈছে কৃষ্ণ দরশনে॥ পূজার সামগ্রী সব সেখানে রাখিয়া। স্নান করিবারে যান সঙ্গে সখী লঞা॥ পথ হৈতে বৃন্দাদেবী বিদায় হইলা।

নান্দিমুখীসহ কুঞ্জে লুকাঞা রহিলা॥ এথা রাধা সুধামুখী নিজ কুণ্ডতীরে। আসিয়া মিলিলা তথা নাগর শেখরে॥ দুঁহু দোঁহা দরশনে আনন্দিত মন। দরিদ্র পাইল যৈছে ঘটভরি ধন॥ স্তম্ভ ভাব উদয় করিল ততক্ষণে। নাগবৃক্ষ শাখা ধরি দাণ্ডাইলা ক্ষণে॥ কৃষ্ণ কহে কেবা তুমি মোর বৃক্ষ ধরি। শাখাপত্র ভাঙ্গি পুষ্প ফল কর চুরি॥ কন্দর্প রাজার এই বনে অধিকার। রক্ষার লাগিয়া রাজা মোরে দিলা ভার॥ লতা পুষ্প আদি ভাঙ্গি যেবা নষ্ট করে। রাজ আজ্ঞা তারে লৈতে কুঞ্জ কারাগারে॥ রাই কহে কেবা তুমি কিছুই না জানি। কন্দর্প রাজার বন কভু নাহি শুনি॥ ললিতা কহেন কৃষ্ণ মিথ্যা কেনে কহ। তুমি গোপ গোপ-গণ নিকটেতে যাহ॥ এইমত পরস্পর প্রণয় কন্দল। আচম্বিতে কৃষ্ণ ধরে রাধিকা অঞ্চল॥ রাই বাম্য প্রকাশিয়া কৃষ্ণে নিবারয়। হাসি কুন্দলতা কিছু কৃষ্ণ প্রতি কয়॥ এই ভানুসুতা তুমি রাহুর মুরতি। ক্রমে গ্রহ নক্ষত্রাদি গ্রহণ যুকতি॥ অনুরাধা বিশাখা চিত্রাদি তারাগণ। আগে পরাসিয়া পাছে ভানুর গ্রহণ॥ ইহা শুনি কৃষ্ণ তবে ধরে সখীগণে। কাহারে চুম্বয়ে কারে করে আলিঙ্গনে॥ পুনঃ কুন্দলতা কহে পুরহিত হঞা। কন্দর্প যজ্ঞের বিধি বিধান করিঞা॥ আগে দিক্পাল পূজা করহ সাদরে। তবে সে যজ্ঞের ফল ধরিবে সত্বরে॥ ললিতাদি অষ্ট আর শ্রীরূপ মঞ্জরী। শ্রীরতিমঞ্জরীসহ দশমূর্ত্তি ধরি॥ এই দশদিক্পাল দেখ বিদ্যমানে। পূজা লইবারে আইলা সবে তুয়া স্থানে॥ পূজা না পাইলে যজ্ঞ ভঙ্গ করি যাবে। অতএব আগে পূজা

কর এই সবে ॥ পূজার বিধান শুনি ললিতাদি সখী । কুন্দ-লতা প্রতি কহে হঞা ক্রোধমুখী ॥ পুরোহিত তুমি আগে আপনা পূজাহ । তবে অন্যে পূজিবার বিধান করাহ ॥ এই-মত বিবিধ কৌতুক হাস্য রসে । ক্রমে সখীগণে কৃষ্ণ করয়ে পরশে ॥ নানা ছলে সখীগণে পরশ করিয়া । দৃঢ় আলি-ঙ্গনে ধরে রাইরে যাইয়া ॥ রাই মিথ্যা করি চাহে গৃহে যাইবারে । ভুজলতা দিয়া কৃষ্ণ বান্ধিল তাহারে ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ পরশেতে অঙ্গ পুলকিত । কেশবস্ত্র কঞ্চুকাদি হৈল বিগলিত ॥ এক হস্তে বস্ত্র ধরে আর হস্তে কেশ । অবসর পাঞা কৃষ্ণ লুটে কুচদেশ ॥ দেখিয়া ললিতাদেবী সাটোপ করিয়া । সখীগণসহ আইলা সংগ্রাম সাজিয়া ॥ সে মাধুরী দেখি কৃষ্ণ অবসর হইলা । সবে জানে ললিতার ভয়ে ভঙ্গ দিলা ॥ তাতে হস্ত হৈতে বংশী পড়িল খসিয়া । সঙ্গোপনে রাখে রাই অঞ্চলে ঢাকিয়া ॥ পাছে লুকাইয়া লয় ক্রমে সখীগণে । কৃষ্ণ না পাইয়া বংশী করে অন্বেষণে ॥ কৃষ্ণ কহে মোর বংশী কেবা কৈল চুরি । এই ছলে ধরে ক্রমে সব গোপনারী ॥ দুই দুই সখী রহে একত্র মিলিঞা । তা' সবা বস্ত্র কৃষ্ণ দেখে উকটিয়া ॥ সবে মিলি কোলাহল কৈল ততক্ষণ । রাধা যাই লুকাইলা নিকুঞ্জ ভবন ॥ রাই না দেখিয়া কৃষ্ণ অন্বেষণ করে । কুন্দলতা দৃগ্‌ভঙ্গিতে দেখাইল তারে ॥ সেই পথে গেলা কৃষ্ণ কুঞ্জের ভিতর । লতা দিয়া দ্বার বান্ধে সখীরা চতুর ॥ সেই কুঞ্জদ্বারে সখী দ্বারী হঞা রয় । কৃষ্ণ দেখি রাধিকার হৈল কিছু ভয় ॥ দ্বারবন্ধ হঞাছে নারে পলাইতে । কৃষ্ণ লঞা গেলা তারে কুঞ্জের

শয্যাতে॥ হেনই সময়ে নান্দি বৃন্দাঠাকুরাণী। সখীগণ মধ্যে আসি মিলিলা তখনি॥ আসি জিজ্ঞাসয় রাধা কৃষ্ণ কোথা গেলা। পূর্ণমাসী তারে কিছু কহি পাঠাইলা॥ সখীগণ কহে দোঁহে কলহ করিয়া। কন্দর্প রাজার স্থানে ন্যায় বুঝে গিয়া॥ তথা সে কন্দর্পরাজ কৌশল করিয়া। ন্যায় জিতাইল কৃষ্ণে সাপক্ষ হইয়া॥ চোর প্রায় রাইরে ধরিয়া নিজ করে। উত্তরিলা আসি কৃষ্ণ কুঞ্জের দুয়ারে॥ সখীগণ কহে আমা সবারে ছাড়িয়া। কোথা গিয়াছিলা রাই একাকিনী হঞা॥ তা সবার বাক্যে ধনী লজ্জিত হইলা। ক্রোধমুখী হঞা কিছু কহিতে লাগিলা॥ গৃহে যাইতে নাহি দিলে কুঞ্জে লুকাইনু। দ্বারবন্ধ করি কৃষ্ণে দেখাইলা পুন॥ কণ্টকবনেতে গিয়া রহিনু গোপনে। তেঞি সে পাইনু রক্ষা নিজ ধন প্রাণে॥ কণ্টক সখীতে মোরে যদি না রাখিত। এই ধূর্ত্ত হাতে মোর কি সঙ্কট হৈত॥ তবে বৃন্দাদেবী কহে শুন সর্ব্বজন। পূর্ণমাসী যে কহিল সরস বচন॥ আপ্তবর্গ মধ্যে বাম্য কলহে কি কায। সম্প্রীতে মিলিঞা সবে সুখে কর রাজ॥ তবে রতিচিহ্ন দেখি রাধাকৃষ্ণ অঙ্গে। সখীগণ পরিহাস করে নানা রঙ্গে॥ কৃষ্ণের ইঙ্গিতে সখী রাধাঙ্গ মাধুরী। নানা উপমাতে বর্ণে কর্ণ মনোহারী। আপাদ মস্তক সব করিল বর্ণন। শুনি আনন্দিত হৈল কৃষ্ণ কর্ণ মন॥ তবে বৃন্দাদেবী কিছু কহে যোড় করে। ছয় ঋতু শোভা দেখো কিশোরী কিশোরে। আপন অঞ্চল হৈতে বংশী কৃষ্ণে দিল। বংশী পাঞা কৃষ্ণ-চিত্তে আনন্দ বাড়িল॥ রাইর দক্ষিণ কর বাম হস্তে ধরি।

দক্ষিণে হস্তেত বংশী ধরি চলে হরি ॥ সখীগণ চারি পাশে মধ্যে রাধাকৃষ্ণ। ছয় ঋতু শোভা দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ ছয় ঋতু নিজ নিজ মূর্ত্তি পরকাশি। স্থানে স্থানে আছে সবে মূর্ত্তি পরকাশি ॥ রাধাকৃষ্ণ ক্রমে সব বনেতে ভ্রমিলা। সবে নিজ সামগ্রীতে দুঁহারে সেবিলা ॥ কুসুম পরাগ উড়ি পড়ে রাই শিরে। কৃষ্ণ তাহা পীতাম্বরে মোছে নিজ করে ॥ রাধিকাহ নিজ বস্ত্র অঞ্চল লইয়া। চূড়ার পরাগ মোছে আগ্রহ করিয়া ॥ এইমত পরস্পর স্নেহ ব্যবহারে। পথে চলে রাধাকৃষ্ণসহ পরিবারে ॥ কতক্ষণে পক্ক আম্র বৃক্ষের তলায়। রত্নবেদী আছে সবে বসিলেন তায় ॥ শারীশুক কহে কথা বৃক্ষের উপরে। রাধাকৃষ্ণ গুণলীলা গায় পরস্পরে ॥ শুনিঞা সন্তোষ হৈলা সবাকার মন। শারিশুকে দিলা দ্রাক্ষা দাড়িম্বের বন ॥ শুক গেলা দাড়িম্বের বনে হর্ষ হঞা। শারি নিজ দ্রাক্ষাবনে ভোগ করে যাঞা ॥ তবে রাধাকৃষ্ণ চলে সঙ্গে সখীগণে। ললিতানন্দদা কুঞ্জে যাঁহা মন রমে ॥ কুঞ্জে প্রবেশিতে ধায় মধুকরগণে। রাই মুখপদ্মে পড়ে পদ্মমধু ঘ্রাণে ॥ কাতর হইয়া ধনি তাহে নিবারয়। চকিতভাবের ইহাঁ হইল উদয় ॥ কঙ্কণাদি ঝনৎকারে হরে কৃষ্ণ মন। কৃষ্ণ পট্টাঞ্চলে কৈল মুখ আচ্ছাদন ॥ মুখ আচ্ছাদিয়া কৃষ্ণ না পায় দেখিতে। প্রেমের বৈচিত্র্য তাঁর হইল আচম্বিতে ॥ মনেতে ভাবিলা কৃষ্ণ আমারে ছাড়িয়া। চন্দ্রাবলী স্থানে গেলা বঞ্চনা করিয়া ॥ পদ্মা আগমন পূর্ব্বে তুলসী কহিল। তবু হত চিত্ত মোর এত না গণিল ॥ ধনিষ্ঠারে কহে ধনী বিষাদ করিয়া।

দেখিলে ধূর্ত্তের কার্য্য চক্ষু পসারিয়া ॥ কৃষ্ণ ধৃষ্টাচার আর ধৃষ্টা দূতীগণ। তবু ত না মানয়ে মোর এই দুষ্ট মন ॥ এইমত নিজসখী করি তিরস্কার। কাঁদিতে লাগিলা ধনী করিয়া ধিকার ॥ তবে বস্ত্র মুখ হৈতে সখী ঘুচাইল। রাই প্রতিবিম্ব কৃষ্ণ অঙ্গে দেখা দিল ॥ চন্দ্রাবলী সঙ্গে যৈছে শ্রীকৃষ্ণ আইলা। এইমত দেখি রাই বিমুখ হইলা ॥ অতি ক্রোধভাবে ধনী কম্পিত হৃদয়। তবে শ্রীললিতা গিয়া কর্ণমূলে কয় ॥ মুকুর লইয়া পুনঃ দেখান রাইরে। লজ্জিত হইলা ধনী বুঝিয়া অন্তরে ॥ তবে কৃষ্ণ পীতাম্বরে মুখ মুছাইয়া। আলিঙ্গন কৈল দুই বাহু প্রসারিয়া ॥ তবে ফাগু লীলাখেলা আরম্ভ করিলা। সবে সূক্ষ্ম শুভ্র বস্ত্র পরিধান কৈলা ॥ একদিকে রাই নিজ সখীগণ সঙ্গে। আর দিকে কৃষ্ণ ফাগু খেলে নানা রঙ্গে ॥ পরস্পর ফাগুবৃষ্টি কৈল কতক্ষণ। তবে পিচকারী হাতে করিলা গ্রহণ ॥ পিচকারী ধারা জলে সবে সিক্ত কৈল। সূক্ষ্মবস্ত্র তিতি অঙ্গ ব্যকত হইল ॥ তাহাতে পড়িলা ফাগু অরুণ বরণে। মৃগমদ কুঙ্কুমাদি বিন্দু স্থানে স্থানে ॥ অঙ্গশোভা দেখি কৃষ্ণ মদনে পিড়িয়া। আলিঙ্গন চুম্বনাদি করে আকর্ষিয়া ॥ কৃষ্ণ লীলামৃত মেঘে কুঞ্জ সিক্ত কৈল। বৃন্দাদির লোচন-চাতকী তৃপ্ত হৈল ॥ তবে আরোহণ কৈলা হিন্দোলা উপরে। কুঞ্জ অগ্নিকোণে সেই দোলা শোভা করে ॥ হিন্দোলার মধ্যে কৃষ্ণ বৈসে প্রিয়া লৈয়া। সখীগণ গায় তলে হরষিত হৈয়া ॥ হিন্দোলার আগে পাছে রহি সখীগণ। হিন্দোলা চালায় সবে আনন্দিত মন ॥ অতি বেগে হিন্দোলিকা

চলাবে যখনে। ব্যস্ত হইয়া রাই কৃষ্ণে ধরয়ে তখনে॥ বস্ত্র অলঙ্কার সব শ্লথ হৈয়া যায়। দেখি সখীগণ তবে করেন সহায়॥ ক্রমে হিন্দোলিকা মধ্যে উঠে সখীগণ। যার যেই সেবা সেই লইয়া তখন॥ তাম্বূল বিটিকা লঞা ললিতা বিশাখা। ব্যজন লইয়া চিত্রা চম্পকলতিকা॥ জাম্বূনদঝারি পূর্ণ জলেতে করিয়া। ইন্দুলেখা তুঙ্গবিদ্যা উঠে ত্বরা হৈয়া॥ গন্ধপঙ্ক গন্ধচূর্ণ অনেক লইয়া। রঙ্গদেবী সুদেবিকা উঠিলা ধাইয়া॥ মধ্যে রাধাকৃষ্ণ সখী অষ্টদিকে বৈসে। সেখানে আশ্চর্য্য এক হইল প্রকাশে॥ সবে জানে রাধাকৃষ্ণ আমার সম্মুখ। মোরে প্রীতি করে কভু না হয় বিমুখ॥ তবে বৃন্দা কুন্দলতা তলেতে থাকিয়া। চালায় হিন্দোলা অতি সতেজ করিয়া॥ সহসায় রাধানেত্রে পড়ে সখীগণে। কৃষ্ণ প্রতিবিম্ব দেখি প্রতি সখী স্থানে॥ এইমত কতক্ষণ করি দোলালীলা। রাধাকৃষ্ণ সখীসহ ভূমেতে নামিলা॥ তবে রাধাকৃষ্ণ দুঁহে লঞা সখীগণে। সুধাপান কুট্টিমাতে কৈলা আগমনে॥ অত্যন্ত শীতল স্থান ছায়া সুখোদয়। বিশ্রাম করিলা রাধাকৃষ্ণ সখীচয়॥ শিখিপুচ্ছ চামরাদি সরোজাদি লঞা। কোন কোন সখী বায়ু করে হর্ষ পাঞা॥ সুধাপাত্রে পূর্ণ লঞা বৃন্দা ঠাকুরাণী। সেই-কালে কৃষ্ণ আগে ধরে তেঁহো আনি॥ কৃষ্ণের আনন্দ হৈল সেই সুধা পাঞা। পান করে সুধা প্রিয়াগণেরে লইঞা॥ কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি চিত্রা বিদ্যা প্রকাশিলা। সবে জানে কৃষ্ণ মোর আগেতে আইলা॥ কৃষ্ণ আসি পিয়ে মধু আমারে পিয়ায়॥ মধুপানে ঘূর্ণ নেত্র উন্মাদের প্রায়॥ প্রলাপাদি

করে কেহ, কেহ বা হাঁসয়। বিনা প্রশ্নে কেহ কেহ উত্তর করয়॥ কেহ অর্দ্ধ অর্দ্ধ কথা কহয়ে আলসে। মধুপান করি সবে হইলা বিবসে॥ তবে বৃন্দা ঠাকুরাণী কহে কৃষ্ণ প্রতি। কুসুম তুলিয়া তুমি আন শীঘ্রগতি॥ কুসুম তুলিতে কৃষ্ণ গেলা বনান্তরে। রাই লঞা গেলা বৃন্দা কুঞ্জের ভিতরে॥ কুসুম শয্যাতে ধনী শয়ন করিলা। সখীগণ নিজ নিজ কুঞ্জে সব গেলা॥ সেবাপরা সখী তথি রহিয়া রাইরে। পাদ-সম্বাহন সেবা ব্যজনাদি করে॥ হেনকালে কৃষ্ণ আইলা কুসুম লইয়া। বৃন্দার ইঙ্গিতে গেলা সেই কুঞ্জে ধাঞা॥ সেবা-পরা সখীগণ বাহিরে আইলা। কৃষ্ণ যাঞা রাধিকারে একান্তে ভেটীলা॥ রাধাকৃষ্ণ নিরন্তর রতিকেলি কৈলা। কুঞ্জরন্ধ্রে নেত্র দিয়া দেখে সখী লীলা॥ রতি বিপরীত কেলি-কৌতুক অন্তরে। রাধিকার বেশভূষা আদি কৃষ্ণ করে॥ তবে রাই কহে কৃষ্ণে মধুর বচনে। যথা সখীগণ তথা করহ গমনে॥ রাইর প্রেরণে কৃষ্ণ চলে সখীপাশ। মনে কৈলা সর্ব্বসহ করিব বিলাস॥ ইচ্ছামাত্র লীলাশক্তি কৈলা সমাধান। যত সখী তত মূর্ত্তি করিলা পয়ান॥ এথা রাই সেবাপরা সখীগণ সঙ্গে। রাধাকুণ্ড তীরে আসি উপনীত রঙ্গে॥ বৃন্দা কুন্দলতা আদি তাঁহাই মিলিলা। বটু সুবল আদি সেখানে আইলা॥ তবে পুনঃ কৃষ্ণ আসি মিলে সেই স্থানে। রতিচিহ্নযুক্ত অঙ্গে আইলা সখীগণে॥ দেখি রাই সখী-গণে করে পরিহাস। যে হ'ত নায়ক তিঁহো রহে মোর পাশ॥ রতিচিহ্ন কেনে দেখি তোমা সবা অঙ্গে। সখীগণ কহে এই তোমার প্রসঙ্গে॥ আপন সমান কৈলে আমা

অন্যাকারে॥ পুনঃ পরিহাস কর লজ্জা নাহি করে॥ তবে সবে প্রবেশিলা রাধাকুণ্ড জলে। বৃন্দা বটু ধনিষ্ঠাদি রহিল উপরে॥ একদিকে কৃষ্ণ করে জল বরিষণ। আর দিকে রাই সিঞ্চে লঞা সখীগণ॥ কৃষ্ণ হস্তজল পড়ে সবার উপরে। সবাকার জল একা কৃষ্ণে সিক্ত করে॥ প্রথমে হইল যুদ্ধ জল ফেলাফেলি। তারপরে হইল দুই বাহু মেলামেলি॥ তবে করাকরি পরে হইল বুকাবুকি। অধরে অধরে পুনঃ হৈল মুখামুখি॥ এইমত দুইদিকে জয় পরাজয়। উপরে থাকিয়া বৃন্দা আদি প্রশংসয়॥ কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি তথি লীলা প্রকাশিলা। যত গোপী তত কৃষ্ণ কেলি সমাধিলা॥ তাহা দেখি বটু অতি আনন্দিত মন। সহস্রপাদ স্তুতি শ্লোক করয়ে পঠন॥ এইরূপ নান্দিমুখী স্তবন করয়। 'সর্ব্বতো পানি পাদন্তে' শ্লোক উচ্চারয়॥ তবে নীল পদ্মবনে কৃষ্ণ লুকাইলা। সখীগণসহ রাই চাহিতে লাগিলা॥ নীলপদ্মে মুখপদ্ম নারে চিনিবারে। আচম্বিতে রাই তথি পাইল কৃষ্ণেরে॥ একান্তে করিলা কৃষ্ণ যে আছিল মনে। পাছে আসি মিলে তাঁহা যত সখীগণে॥ সখীগণ দেখি রাই করিলা মেলানী। স্বর্ণ-পদ্মবনে গিয়া রহি একা-কিনী॥ কৃষ্ণ সখীগণসহ করি অন্বেষণ। বহু যত্নে পাইলেন রাই দরশন॥ অগাধ জলেতে তারে ধরি লয়ে গেলা। কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি রাই ভাসিতে লাগিলা॥ এইমত জলকেলি রঙ্গেতে বিহরে। করিণীগণেতে যৈছে মত্ত করীবরে॥ জল-কেলী শ্রমভরে মহাশ্রান্ত হৈলা। কেশ, বস্ত্র, মাল্য আদি খসিয়া পড়িলা॥ সূক্ষ্ম শুভ্রবস্ত্র তিতি ব্যক্ত হইল অঙ্গ।

সে শোভা দেখিয়া বাড়ে মদন তরঙ্গ॥ তবে জলকেলি লীলা কৈল সমাপন। তীরে আসি হরিদ্রাদি করিলা লেপন॥ অঙ্গ প্রক্ষালন করি স্নান সমাপিলা। সেবাপরা সখীগণে বস্ত্র আনি দিলা॥ শুষ্ক বস্ত্র সবে মেলি পরিধান করি। শ্রীপদ্ম মন্দিরে আইলা কুট্টিমা উপরি॥ রাই নিজ হস্তে কৃষ্ণ চূড়া সাজাইলা। কপালে চন্দনচাঁদ ললিতা রচিলা॥ সুচিত্রা লইয়া গন্ধচূর্ণ চতুঃসম। নানা চিত্র কৈল কৃষ্ণ অঙ্গ মনোরম॥ এইমত মাল্য অভরণ আদি যত। সখীগণ পরাইল নিজ মনোমত॥ পরে রাধিকার বেশ রচে সখীগণ। পট্টাবৃত পরাইল বস্ত্র বিভূষণ॥ তবে সখী পরস্পরে বেশাদি করিলা। সেবাপরা সখীগণ সব সমাধিলা॥ অন্য কুট্টিমার মাঝে গেলা ততক্ষণ॥ বৃন্দাদেবী করে যাঁহা সামগ্রী রচন॥ মিষ্টান্ন পক্কান্ন আদি নানা উপহার। রাধিকা আনিল যেবা লড্ডুকাদি আর॥ সুবল বটুরে কৃষ্ণ লঞা নিজ সঙ্গে। ভোজন করয়ে রাই পরিবেশে রঙ্গে॥ ভোজনান্তে আচমন তাম্বুল ভক্ষণ। করিয়া করিলা পদ্ম মন্দিরে গমন॥ কুসুম শয্যাতে আসি শয়ন করিলা। নিজগণসহ তাহা তুলসী আইলা॥ পাদসম্বাহয় কেহ তাম্বুল যোগায়। কেহ বা ব্যজন কেহ চামর ঢুলায়॥ সুবল বটুতে করি তাম্বুল ভক্ষণ। পদ্ম বাম্য কুট্টিমাতে করিলা শয়ন॥ তবে শ্রীরাধিকাদেবী লঞা সখীগণ। কৃষ্ণের অধরামৃত করয়ে ভোজন॥ বৃন্দা-দেবী পরিবেশে করিয়া যতনে। ভোজন করিয়া সবে কৈলা আচমনে॥ তাম্বুল কর্পূর আদি করিয়া ভক্ষণ। শ্রীপদ্ম মন্দিরে আইলা সঙ্গে সখীগণ॥ তাম্বুল চর্ব্বিত কৃষ্ণ দিলা

তুলসীরে। বিড়া দিলা নান্দিমুখী আর ধনিষ্ঠারে॥ সেবা-পরা সখী সঙ্গে শ্রীরূপমঞ্জরী। তুলসীমঞ্জরী আর বৃন্দা আদি করি॥ অবশিষ্ট দ্রব্য সবে করিয়া ভোজন। পূর্ব্ব কুট্টি-মাতে আইলা সঙ্গে সখীগণ॥ সেবাপরা সখীগণে তাম্বূল চর্ব্বিত। শ্রীরাধিকা দিলা অতি হঞা হরসিত॥ বৃন্দারে বীটিকা দিলা আনন্দ অন্তরে। বিড়া পাঞা আইলা তেঁহ মন্দির বাহিরে॥ নান্দিমুখী কুন্দলতা আদি যতজন। অন্য অন্য কুট্টিমাতে করিলা শয়ন॥ তবে কৃষ্ণ আসি কৈলা রাই আকর্ষণ। ঠাকুরাণী লজ্জাসহ সহাস্য বদন॥ যত্নে কৃষ্ণ দিলা মুখে তাম্বূল চর্চ্চিত। রাইর বদনে কৈলা বদন অর্পিত॥ এইরূপে শোয়াইলা তারে নিজ পাশে। শয়ন করিলা দুঁহে হাস্য পরিহাসে॥ শ্রীরূপমঞ্জরী সখী নিজগণ লঞা। পদসেবা আদি করে আনন্দিত হঞা॥ ক্ষণেক শয়ন করি কৈলা জাগরণ। সখীগণ করে তাহা বিবিধ সেবন॥ এইকালে বৃন্দাদেবী শুকশারী লঞা। উপনীত হৈলা শীঘ্র মন্দিরে আসিঞা॥ সেই শারীশুকে বৃন্দা যত্নে পড়াইল। রাধা-কৃষ্ণ গুণলীলা পড়িতে লাগিল॥ কৃষ্ণ হস্তে শুক আর রাই হস্তে শারী॥ বসি প্রশ্নোত্তর করে বাক্য মনোহারী॥ তবে শুকশারী সুধামুখীর ইঙ্গিতে। কৃষ্ণাঙ্গ মাধুরী বর্ণে কাব্য সুললিতে॥ কৃষ্ণের চরিত্র গুণ মহিমা অপার। বর্ণনা করিয়া কৈলা আনন্দ সবার॥ এই সুখে ক্ষণেক বঞ্চিলা সবে তথা॥ তবে আইলা সুদেবীর হরিৎকুঞ্জ যথা॥ সেখানে আসিয়া দুঁহে করি পাশা খেলা। রাধাকৃষ্ণ মুখ্য দুই দিকে ত হইলা॥ দুঁহে পাশা ফেলে সখীগণ বরাবরি।

প্রথমে রাখিল পণ মুরলী অঙ্গুরী॥ রাই জিনি মুরলিকা লইল কাড়িয়া। সখীগণ রাখে তাহা গোপন করিয়া॥ তবে কৃষ্ণ নিজ অঙ্গ অধর নয়ান। কপোলাদি রাখে পণ রাই বিদ্যমান॥ খেলার আবেশে রাই কৃষ্ণের চাতুরি। না বুঝিয়া পণ ভ্রমে ফেলে পাশা সারি॥ কৃষ্ণ জিনি রাই অঙ্গে নিজাঙ্গ ধরিয়া। পুনঃ লয় আলিঙ্গন চুম্বন করিঞা॥ পুনঃ রাধা জিনি পণ নারে লইবারে। কুন্দলতা প্রতি কহে লইবার তরে॥ নহে এই পণ তুমি রাখ কুন্দলতা। কৃষ্ণ পুনঃ জিনিলে দিবার যাহ তথা॥ এইমত পরিহাস চাতুরিমা রঙ্গে। পাশা খেলে রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে॥ তবে কীর শারিকারে পণেত রাখিলা। রাই হারি জানি শারী উড়ি পলাইলা॥ তারপর পণ কৈলা মধুমঙ্গলেরে। রাধিকাহ ধরে পণ নিজ সখী বরে॥ শ্রীকৃষ্ণ হারিল জানি ললিতা উঠিয়া। বটুরে বাঁধিতে যান সখীগণ লঞা। বটু মিথ্যা রব করি কলহ করিল। শ্রীকৃষ্ণ জিনিল নহে পুনঃ পাশা কেল॥ এইমত সুখে কৃষ্ণ খেলে পাশা সারি। প্রিয়াগণসহ নানা কৌতুক চাতুরী॥ সূক্ষ্মধী শারিকা আইলা হেনই সময়। আসি কহে জটিলা আইলা সুনিশ্চয়॥ শুনি নবা-ভিধ কুঞ্জে সবে প্রবেশিলা। কুন্দলতা সেই কুঞ্জে কৃষ্ণেরে রাখিলা॥ রাই লঞা আইলা সবে সূর্য্যের ভবনে। জটিলাহ উত্তরিলা আসি সেই স্থানে॥ আসি কুন্দলতা প্রতি কহে ব্যাজ কেনে। কুন্দলতা কহে ব্যাজ বিপ্রের কারণে॥ এক বিপ্র কাছে তার পাইনু সন্ধান। কৃষ্ণ সঙ্গে রহে তিঁহো বিশ্বশর্ম্মা নাম॥ শুনিয়া ধনিষ্ঠা শীঘ্র গমন করিলা। ব্রহ্মবেশে বেদ-

মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণে আনিলা ॥ বটু সঙ্গে দেখি বৃদ্ধা করিলা প্রণাম। আশীর্ব্বাদ করে কৃষ্ণ পুছে বধূ নাম ॥ তেঁহো কহে পুত্রবধূ রাধা নাম ধরে। কৃষ্ণ কহে শুনিয়াছি মথুরা নগরে ॥ পতিব্রতা খ্যাতি তেঁহো সতী সুচরিতা। মিত্র পূজা করাব শুনাব ধর্ম্মকথা ॥ শিরাবৃত বস্ত্র তবে শিষ্ট ঘুচাইলা। 'নমঃ শ্রীমিত্রায়' বলি পূজা আরম্ভিলা ॥ নানান্ কৌতুকে কৈলা পূজা সমাপনে। সুবর্ণ অঙ্গুরী দিলা দক্ষিণা ব্রাহ্মণে ॥ নৈবেদ্য সামগ্রী আর যত কিছু পাইলা। সেই সব দ্রব্য বটু আঁচলে বাঁধিলা ॥ তবে জোড়হস্ত করি কহে বৃদ্ধাগণ। বধূহস্ত দেখি কিছু কহ ত লক্ষণ ॥ কৃষ্ণ কহে আমি হই শুদ্ধ ব্রহ্মচারী। কুশাগ্রে নারীর স্পর্শ কভু নাহি করি ॥ কিন্তু এহো পতিব্রতা সাধ্বী শিরোমণি। সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্তা লক্ষ্মীগুণ জিনি ॥ এই পতিব্রতা ধর্ম্মে রক্ষা পায় পতি। অতএব সূর্য্যপূজা করাইবে নিতি ॥ এই ত সময় তথা সুবল আইলা। কহে চল বিপ্র কৃষ্ণ তোমারে ডাকিলা ॥ তবে উঠি চলে কৃষ্ণ যথা সখীগণ। রাধিকাহ নিজ গৃহে করিলা গমন ॥ পথে যাইতে সখীপানে ফিরি ফিরি চায়। সেই ছলে কৃষ্ণ দেখি মনে সুখ পায় ॥ এই-মতে চলে দুঁহে হইয়া বিমন। মধ্যাহ্নের লীলা এই সংক্ষেপ কথন ॥ কৃষ্ণ আসি উত্তরিলা সখাগণ মেলে। কৃষ্ণ দেখি আনন্দিত গোধন গোপালে ॥ রামের ইঙ্গিতে সবে বটুরে বেড়িয়া। নৈবেদ্য কাড়িয়া খায় বস্ত্র খসাইয়া ॥ বটু ক্রোধে গালাগালি করে সবাকারে। কাহারে বা শাপ দেয় কারে বংশী মারে ॥ তবে কৃষ্ণ শীঘ্র আসি তারে প্রবোধিলা

গোপাল গোধনসহ গৃহেরে চলিলা॥ শিঙ্গা বেণুধ্বনি হাম্বারবে কোলাহল। স্বর্গপুরে দেবগণ হৈলা কুতূহল॥ ব্রজবাসিজন চিত্তে আনন্দ বাড়িলা। কৃষ্ণ আগমন পথে সবাই ধাইলা॥ এথা শ্রীরাধিকা নিজ গৃহেতে আসিয়া॥ লড্ডুকাদি সজ্জ করি কৃষ্ণের লাগিয়া॥ তুলসীর হাতে পাঠাইলা নন্দালয়। ক্ষণেক বিশ্রাম করি স্নান সমাপয়॥ ষোড়শ শৃঙ্গার বস্ত্র অলঙ্কার পরি। সখীগণসহ উঠে অট্টালিকোপরি॥ চন্দ্রশালা নামে অট্টালিকা মনোরম। উদয় করিলা তাঁহা বিধুমুখীগণ॥ গবাক্ষের দ্বারে নেত্র সকলে ক্ষেপয়। দেখি কৃষ্ণে সুখসিন্ধু উছলিত হয়॥ শ্রীদামের স্কন্ধে কৃষ্ণ বামহস্ত ধরি। দক্ষিণ হস্তেতে বংশী ধরিয়া শ্রীহরি॥ নটবর বেশে চলে গোধন চালায়। ক্ষণেকে ত্রিভঙ্গী হৈয়া মুরলী বাজায়॥ এইমত রামকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে। গোধন সহিত ব্রজে আইলা নানা রঙ্গে॥ দেখি ব্রজবাসী চিত্তে আনন্দ বাড়িল। নন্দ যশোমতী আগু সারিয়া লইল॥ লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেই বদন কমলে। আনন্দ সমুদ্রে ভাসে পুত্র করি কোলে॥ কদলীর বৃক্ষ সবে নিজ নিজ দ্বারে। সুবর্ণ কলসসহ আরোপন করে॥ নন্দালয় আসি কৃষ্ণ হৈলা উপনীত। আরাত্রিক করি রাণী আনন্দিত চিত॥ রামকৃষ্ণ বটু সঙ্গে নিল অভ্যন্তরে। সখাগণ গেলা সবে নিজ নিজ ঘরে॥ রামকৃষ্ণ স্নান করি পরিলা বসন। রসালা লড্ডুকা আদি করিলা ভোজন॥ গোষ্ঠেরে চলিলা গোদোহন করিবারে। গোপগণ সঙ্গে তথা গোদোহন করে॥ কৃষ্ণের প্রসাদ কিছু ধনিষ্ঠা গোপনে। নিজ সখী দ্বারে পাঠাইলা রাই স্থানে॥ সেই সময় তথা মালতী

আইলা। সঙ্কেত কহিয়া তারে বৃন্দা পাঠাইলা॥ শ্রীগোবিন্দ বৃন্দাবনে সঙ্কেত কহিল। শুনি রাই সখীসহ আনন্দ পাইল॥ ধনিষ্ঠার সখী শুনি আইলা নন্দালয়। এথা রাই সখী সঙ্গে প্রসাদ ভুঞ্জয়॥ আচমন করি অট্টালিকাতে চড়িয়া। গো-দোহন লীলা দেখে সখীগণ লৈয়া॥ তবে গোষ্ঠ হৈতে নন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্গে। নিজালয় আইলা সবে আনন্দিত রঙ্গে॥ শালগ্রাম প্রসাদ আনিলা যশোমতী। সবে আস্বাদিলা তাহা হঞা হর্ষমতি॥ তবে উপনন্দ আদি পুত্রাদি সহিতে। নন্দের আহ্বানে আইলা ভোজন করিতে॥ ভোজনে বসিলা সবে আনন্দিত মনে। উপনন্দ পত্নী পরিবেশেন আপনে॥ সবে অন্ন ব্যঞ্জনাদি করিয়া ভোজন। মুখ প্রক্ষালিয়া কৈল তাম্বুল ভক্ষণ॥ নন্দ সভা মধ্যে সবে করিলা পয়ান। রামকৃষ্ণ নিজ গৃহে করিলা বিশ্রাম॥ অট্টালি উপরে কৃষ্ণ শয়ন করিলা। সখাগণ তাঁহা সেবা করিতে লাগিলা॥ এথা শ্রীরাধিকা নিজ অট্টালি হইতে। তলে নামিলেন সখী-গণের সহিতে॥ কৃষ্ণের বিচ্ছেদে ধনী বসিয়া পালঙ্কে। প্রেম আলাপন করে সখীগণ সঙ্গে॥ তথা রাণী তুলসীরে ভোজন করিতে। আগ্রহ করেন তেঁহ রহে মৌন রীতে॥ ধনিষ্ঠা কহেন ইহোঁ রাধিকা বিহনে। অন্ন জল কখন না করেন ভোজনে॥ তবে অন্ন ব্যঞ্জনাদি করিয়া যতন। তুলসীর হাতে রাণী পাঠায় তখন॥ কৃষ্ণের প্রসাদ কিছু ধনিষ্ঠা আনিয়া। তুলসীর হাতে দিলা গোপন করিয়া॥ রাধিকা নিকটে শীঘ্র তুলসী আইলা। সখীগণ সহ রাই ভোজনে বসিলা॥ গৃহের সামগ্রী আর কৃষ্ণের প্রসাদ।

একত্র করিয়া সবে করেন আস্বাদ ॥ ভোজনান্তে করি সবে মুখ প্রক্ষালন। তাম্বুল কর্পূর আদি করিয়া ভক্ষণ ॥ কৃষ্ণ দরশন লাগি উৎকণ্ঠা অন্তরে। সখীগণসহ চড়ে অট্টালিকোপরে ॥ গবাক্ষের দ্বারে করে কৃষ্ণ দরশন। কৃষ্ণ গবাক্ষের দ্বারে করেন ঈক্ষণ ॥ তবে নন্দ সভামধ্যে কৃষ্ণের পয়ান। গুণীগণ করে তাঁহা নৃত্য বাদ্য গান ॥ আপন আপন গুণ সবে প্রকাশিলা। বিবিধ প্রকারে রামকৃষ্ণেরে তুষিলা ॥ তারপর রামকৃষ্ণ গৃহেতে আসিয়া। কিছু দুগ্ধ পান করি তাম্বূল খাইয়া ॥ রত্ন টুঙ্গি মধ্যে কৃষ্ণ করিলা শয়ন। দাসগণ করে তাঁহা চরণ সেবন ॥ রাম সঙ্গে বটু অন্য টুঙ্গিতে শুইলা। এইমত ক্ষণে কৃষ্ণ নিদ্রাতে রহিলা ॥ শ্রীরাধিকা নামিলেন অট্টালিকা হৈতে। নিজ গৃহে ক্ষণেক রহিলা নিদ্রাগতে ॥ সখীগণ নিজ নিজ গৃহে সবে গেলা। সময় জানিয়া পুনঃ আসিয়া মিলিলা ॥ তবে শয্যা হৈতে উঠে রাধিকা সুন্দরী। সিতাসিত পক্ষ বুঝি বস্ত্র ভূষা পরি ॥ গুরুজনের নিদ্রা হৈল জানি সখী দ্বারে। দশদণ্ড রাত্রি শেষে কৈলা অভিসারে ॥ পথে যাইতে নানা ভাব করয়ে উদয়। বৃক্ষছায়া দেখি ভ্রমে লোক ভয় হয় ॥ এইমত সঙ্গোপনে চলিলা ত্বরিত। কতক্ষণে যমুনার তীরে উপনীত ॥ জানুদঘ্ন* জল যমুনাতে পার হৈয়া। শ্রীগোবিন্দ-বৃন্দাবনে রহিলা আসিয়া ॥ কৃষ্ণ দরশন লাগি উৎকণ্ঠা অপার। কৃষ্ণ আগমন পথ দেখে বারবার ॥ এথা কৃষ্ণ নিজালয়ে নিদ্রা তেয়াগিয়া। পক্ষদ্বার পথ হৈতে বাহির হইয়া ॥ বৃক্ষাবৃত পথে

* জানু পরিমিত।

পথে কৈলা আগমন। কতক্ষণে বৃন্দাবনে দিলা দরশন॥ সখীগণে পুছে কৃষ্ণ রাইর বারতা। সখীগণ কহে তেঁহ নাহি আইসে হেথা॥ রাই পরিহাস করি চিত্রের মন্দিরে। লুকাইলা গিয়া স্বর্ণ প্রতিমা ভিতরে॥ বৃন্দার ইঙ্গিতে কৃষ্ণ তথাকারে গেলা। বহু অন্বেষণ করি রাইরে পাইলা॥ দোঁহা দরশনে দুঁহু আনন্দিত মন। স্ববাঞ্ছিত বিলাস-সাগরে হৈলা মগ্ন॥ পুনরায় আসি লুকাইলা সখীগণে। সখীগণ মধ্যে কৃষ্ণ করে অন্বেষণে॥ সেই ছলে কৃষ্ণ সখীগণেরে পরশে। আলিঙ্গন চুম্বনাদি করেন হরিষে॥ তবে বৃন্দাদেবী রাধাকৃষ্ণ সখী সঙ্গে। সুবর্ণ বেদিকা মধ্যে বসাইলা রঙ্গে॥ যমুনার পূর্ব্বদিকে সে বেদী তাছয়। অতি পরিসর স্থল পুষ্পশয্যাময়॥ বৃন্দা নিজ গণসহ করেন সেবন। তাম্বূল কর্পূর আদি চামর ব্যজন॥ জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি অতি দেখিতে নির্ম্মল। যমুনার জল তাহে করে ঝলমল॥ বুন উপবন চন্দ্রকিরণে মণ্ডিত। রাধাকৃষ্ণ সখীসহ দেখি আনন্দিত॥ মুরলীর শব্দে কৃষ্ণ কহে প্রিয়াগণে। এই বৃন্দাবন হয় অতি মনোরমে॥ প্রতি বৃক্ষলতা তলে বিহার কারণ। চলিলেন তবে রাধাকৃষ্ণ সখীগণ॥ মধুর শবদে করে মৃদু মৃদু গান। নানা হাস্য পরিহাসে রহে স্থানে স্থান॥ তবে সবে চলি আইলা যমুনার পার। নির্জ্জন পুলিনে করে রাসাদি বিহার॥ নানা যন্ত্র বাদ্য আদি সংঘট করিলা। বহুবিধ নৃত্য গীতকলা প্রকাশিলা॥ কত মত তাল গতি অঙ্গের ভঙ্গিমা। নূপুরকিঙ্কিণী বংশী শব্দ মধুরিমা॥ কহনে না যায় তাহার মাধুর্য্য অপার। ক্রমে ক্রমে সবে কৈলা গুণের

প্রচার ॥ নিরস্ত হইয়া তবে বৈসে কতক্ষণে। সেবা করে সেবাপরা যত সখীগণে ॥ কোন সখী নিজাঞ্চলে কৃষ্ণ মুখ মাজে। আপন সখ্যতা প্রকাশয়ে ছাড়ি লাজে ॥ তবে সুধাপাত্রে বৃন্দাদেবী আনি দিলা। পূর্ব্ববৎ সুধাপান সকলে করিলা ॥ পুলিনান্ত কুঞ্জে তবে গেলা রাধাকৃষ্ণ। রতিক্রীড়া কৈলা দুঁহে হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ সখীগণ অন্য অন্য কুঞ্জে সবে গেলা। রাই যত্ন করি তাঁহা কৃষ্ণে পাঠাইলা ॥ সখীগণ সহ কৃষ্ণ রতিকেলি করি। রাধিকা নিকটে আইলা ব্যাজ পরিহরি ॥ রাধাকৃষ্ণ বৃন্দা আদি একত্র হইয়া। যমুনার তীরে আইল স্নানের লাগিয়া ॥ পাছে সখীগণ তাঁহা হৈলা উপনীত। পরিহাস করে রাই বচন ললিত ॥ নানামত নর্ম্মভঙ্গী সখীগণ সঙ্গে। করি কতক্ষণে চলে জলকেলি রঙ্গে ॥ পূর্ব্ববৎ জলকেলি করি কুতূহলে। সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিলা সকলে ॥ তবে বৃন্দাদেবী সবা সঙ্গে কৃষ্ণ লঞা। স্বর্ণের মন্দিরে আইলা আনন্দিত হঞা ॥ তবে পূর্ব্বদিকে মণি কুট্টিমা সুন্দর। তাঁহা লঞা গেলা পুষ্প শয্যার উপর ॥ সেখানে আছয়ে মণি সম্পুট অনেক। পৃথক্ পৃথক্ সখী নামে পরতেক ॥ নিজ নিজ নাম দেখি সবেই লইয়া। বেশ করে অন্যোন্যেতে সম্পুট খুলিয়া ॥ কল্পবৃক্ষলতাতেই সে সম্পুট ফলে। বৃন্দাদেবী আনিয়া যোগায় কুতূহলে ॥ চিত্র বস্ত্র-ভূষা গন্ধ চন্দন সিন্দুর। অঞ্জন তাম্বুল গুয়া কনক কর্পূর ॥ রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত রতন পেটারী। তাহা, বিভূষণ যত আগে আনি ধরি ॥ শ্রীকৃষ্ণ শিঙ্গার-রসমূর্ত্তি মনোহারী। রতি পরিণতি মূর্ত্তি রাধিকা সুন্দরী ॥ এক আত্মা দেহ মাত্র ভিন্ন

ভিন্ন হয় । সমরূপ সমগুণ সমকলাময় ॥ দোঁহার যে দোঁহা প্রতি স্নেহ উদ্বর্ত্তন । তারুণ্য অমৃতে স্নান লাবণ্য বরণ ॥ অষ্ট যে সাত্ত্বিকভাব অঙ্গে সুচিত্রিত । কিলকিঞ্চিতাদিভাব বিংশতি ভূষিত ॥ এইমত নানা ভাব অলঙ্কার যাতে । মণি স্বর্ণভূষা আদি কিসে গণি তাতে ॥ মধ্যে অন্তঃপট দিয়া রাই ভূষাপরে । অন্য অন্য বেশ করি সমাধান করে ॥ এইমত রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে । বেশ ভূষা করি সবে নিজ নিজ অঙ্গে ॥ অনন্ত গুটিকা আর অমৃত বিলাস । দুগ্ধের লড্ডুকাদি ধরে কৃষ্ণ পাশ ॥ এসব সামগ্রী রাই গৃহ হৈতে আনে । তাহা যে আছিল রূপমঞ্জরীর স্থানে ॥ রাইর ইঙ্গিতে শীঘ্র আনিঞেঁহ দিলা । বৃক্ষাকার মিষ্টান্নাদি শ্রীবৃন্দা আনিলা ॥ প্রিয়াগণসহ কৃষ্ণ করিলা ভোজন । আচমন করি কৈলা তাম্বূল ভক্ষণ ॥ তবে প্রবেশিলা কৈলিমন্দির ভিতরে । চারি দ্বার মুক্ত রহে যমুনা অনিলে ॥ কোটিচন্দ্র জিনি স্থল অতি সুশীতল । কোটি সূর্য্যময় রত্নে পরম উজ্জ্বল ॥ কন্দর্পের কেলি রঙ্গে মণ্ডিত আলয় । অগুরু ধূপেতে অতি সৌরভ পূরয় ॥ রত্নের পালঙ্ক তাহে হংসতুলি সাজে । বোটত্যাগ পুষ্প তার উপরে বিরাজে ॥ পুনঃ সূক্ষ্ম বস্ত্রে তাহা আবৃত করিলা । সুচিত্র বালিশ তার উপরে ধরিলা ॥ তাহে আসি রাধাকৃষ্ণ শয়ন করিলা । কে কহিতে পারে তার যে শোভা হইলা ॥ তার দুই পাশে রত্ন খট্টা দুই হয় । ললিতা বিশাখা দোঁহে তাহাতে বৈসয় ॥ কৃষ্ণ নিজ মুখ হৈতে তাম্বূল চর্ব্বিত । রাধিকা বদনে দিলা হঞা হরষিত ॥ ললিতা বিশাখা করে তাম্বূল চর্ব্বণ ।

দোঁহ মুখ দরশনে আনন্দিত মন ॥ রাধাকৃষ্ণ মুখে পুনঃ তাম্বূল যোগায়। কোন কোন সখি তাঁহা চামর ঢুলায় ॥ শ্রীরূপমঞ্জরী করে পাদসংবাহন। শ্রীগুণমঞ্জরী আলবাটির ধারণ ॥ এইমত নানা সেবা করি সখীগণে। রাধাকৃষ্ণ শোয়াইলা করিয়া যতনে ॥ তবে তাঁহা হৈতে সখী বাহির হইলা। নিজ নিজ তল্পে যাঞা শয়ন করিলা ॥ কল্পবৃক্ষ-লতাবৃত কুঞ্জগণ যত। সবেই যাইলা তাঁহা হইলা নিদ্রিত ॥ শ্রীলীলামন্দির বাহে কুট্টিম আছয়। শ্রীরূপমঞ্জরী লৈয়া নিজ সখীচয় ॥ শয়ন করিলা তাঁহা নিজ নিজ তল্পে। নিশা-কেলি কথা এই কহিলাম অল্পে ॥ কবিরাজ গোসাঞি যাহা করিলা বিস্তার। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে বর্ণনা যাহার ॥ সেই নিত্যলীলা পায় মোর নমস্কার। যেই ইহা শুনে কৃষ্ণ প্রেম হয় তার ॥ রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত করি অভিলাষ। উপা-সনা চন্দ্রামৃত কহে লাল দাস ॥

ইতি শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতে দ্বিতীয় বিভাগে শ্রীকৃষ্ণস্য

বৃন্দাবনীয় নিত্যলীলা বর্ণনং নাম

সপ্তম কলা।

অথ অষ্টম কলা।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ এবে কহি কিছু রস-শৃঙ্গার বর্ণন। শ্রীরূপ পদারবিন্দ করিয়া স্মরণ ॥ শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থ অনুসার। কিরণ স্বরূপ কিছু কহিব তাহার ॥ সেই ত শৃঙ্গাররস পঞ্চ ভাবময়। ক্রমেতে কহিব শুন তাহার নির্ণয় ॥ বিভবানুভাব আর সাত্ত্বিক সঞ্চারি। স্থায়ীভাবসহ পঞ্চ কহিব বিবরি ॥ দুইরূপ হয় সেই বিভাব গণন। আলম্বন রূপ এক আর উদ্দীপন ॥ আলম্বন পুনঃ হয় দুই ত প্রকার। বিষয় আশ্রয় ভেদ দুই নাম তার ॥ বিষয় আলম্বন কৃষ্ণ নায়ক প্রধান। যথরতি ভেদ তার স্বরূপ আখ্যান ॥ প্রথমেত পূর্ণ পূর্ণতর পূর্ণতম। এই তিন রূপ তিন ধাম নিরূপণ ॥ দ্বারকাতে পূর্ণ মথুরাতে পূর্ণতর। পূর্ণতম গোকুলেতে শ্রীশ্যামসুন্দর ॥ পৃথক তিনেতে গুণ চারি চারি হয়। ধীরোদাত্ত আর ধীরললিত নিশ্চয় ॥ ধীরোদ্ধত সহ ধীরপ্রশান্ত গণন। প্রত্যক্ষ কহিয়ে এই চতুর্ধা লক্ষণ ॥ যেমত শ্রীরঘুনাথ গাম্ভীর্য্য বিনয়। সর্ব্বজনে সমাদৃশ ভাব আদি হয় ॥ ধীরোদাত্ত গুণ এই সংক্ষেপে কহিল। ধীর ললিতের কথা কহিতে হইল ॥ কন্দর্পের প্রায় তিঁহো প্রেয়সীর বশ। নিত্য নব নব তনু সদা ক্রীড়ারস ॥ অতি বিদগ্ধ রাজ পরিহাসে ধীর। নিশ্চিন্ত সতত মহা সুভোগ শরীর ॥ ধীর ললিতের এই কহিল লক্ষণ। ধীর উদ্ধতের

এবে শুন বিবরণ॥ ভীমসেন সমান ঔদ্ধত্যে শ্লাঘাবান। রোষ কৈতবাদি যুক্ত ধীরোদ্ধত নাম॥ যুধিষ্ঠির প্রায় জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মধারী। সমান প্রকৃতি ক্লেশ সহনাদি করি॥ বিনয়াদি বিবেচনা আদি গুণ যার। শাস্ত্রদর্শী যে ধীর প্রশান্ত নাম তার॥ প্রথমে কহিল তিন নায়ক লক্ষণ। এই চারি চারি গুণে দ্বাদশ গণন॥ তার মধ্যে পতি উপপতি দুই রূপ। দ্বাদশ দ্বিগুণে চতুর্ব্বিংশতি স্বরূপ॥ পুনশ্চ তাহাতে ভেদ এ চারি প্রকার। অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ, ধৃষ্ট কহি আর॥ একে অনুরাগী তাহে কহি অনুকূল। দক্ষিণ কহিয়ে যারে সর্ব্ব সমতুল॥ সাক্ষাতে বিনয় বাক্য পরোক্ষে অপ্রিয়। শঠের লক্ষণ এই নিশ্চয় জানিহ॥ অন্য কান্তা সম্ভোগচিহ্ন-যুক্ত নির্ভয়। মিথ্যাবাদী যেই তারে ধৃষ্ট করি কয়॥ পূর্ব্ব ভেদ যেই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। এই চারি চারি গুণে ষণ্ণবতি সার॥ সংক্ষেপে কহিল এই নায়ক লক্ষণ। রসের বিষয় যে বিষয়ালম্বন॥ আশ্রয়ালম্বনযুতা নায়িকাদি যত। তার ভেদ হয় তিন শত ষাটি মত॥ প্রথমেত মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা যে আর। এই তিন তার গুণমহিমা অপার॥ মুগ্ধা রোষ-যুক্তা হইলে করয়ে রোদন। মৌনি হঞা রহে মুখে না স্ফুরে বচন॥ মধ্যা প্রগল্‌ভা হয় তিন তিন মত। বিবরিয়া কহি এবে সেই ছয় তত্ত্ব॥ মধ্যা তিন শত তার শুন বিবরণ। ধীরমধ্যা, ধীরাধীরা, অধীরা গণন॥ ধীরমধ্যা নায়িকার যবে ক্রোধ হয়। বক্র উক্তি করি তবে পুবিত্রে ভর্ৎসয়॥ কঠিন মধুর যে মিশ্রিত কহে বাণী। সেই নায়িকারে ধীরাধীরা মধ্যে জানি॥ অধীরা মধ্যার

যবে হয় মানোদয় । নিষ্ঠুর বচন কহে জানিহ নিশ্চয় ॥ এইমত প্রগলভার হয় তিন রূপ । ধীর আর অধীর ধীরাধীর স্বরূপ ॥ রোষ সঙ্গোপন করি রতি উদাসীনা । ধীর প্রগলভার মধ্যে তাহার গণনা ॥ নিষ্ঠুর তর্জ্জন করে কর্ণোৎপল লঞা । কৃষ্ণকে তাড়ন করে প্রগলভা হইঞা ॥ প্রগলভা অধীর এই কহিল লক্ষণ । ধীরাধীর প্রগলভার শুন বিবরণ ॥ রোষ সঙ্গোপন করি কিঞ্চিৎ ভর্ৎসন । এই হয় ধীরাধীর-প্রগলভা লক্ষণ ॥ এই তিন তিন, ছয়, আর মুগ্ধা এক । সাত মত এই হয় নায়িকা প্রত্যেক ॥ স্বীয়া পরকীয়াতে এ সব গুণ হয় । সপ্ত দ্বিগুণেতে চতুর্দ্দশ সুনিশ্চয় ॥ মৌন না রোদন নাহি কেবল দক্ষিণা । অতি মুগ্ধা বলি তাঁরে করেন গণনা ॥ এই ত কহিল পঞ্চদশ পরকার । অষ্ট অষ্ট দশা পুনঃ এই সবাকার ॥ কৃষ্ণস্থানে বৃন্দাবনে করেন গমন । সিতাসিত পক্ষ বুঝি পরেন বসন ॥ পরম আনন্দ চিত্তে করে অভিসার । অভিসারিকা বলিয়া নাম যে তাহার ॥ কুঞ্জগৃহে সুরতের শয্যা সজ্জ করে । রমণ উৎসুকা অতি আরতী অন্তরে ॥ পুষ্পগন্ধ তাম্বূলাদি করেন রচন । বাসকসজ্জা নাম এ নায়িকা গণন ॥ কুঞ্জমধ্যে পুষ্পশয্যা সামগ্রী সাজিয়া । কৃষ্ণ আগমন পথ রহে নিরখিয়া ॥ কৃষ্ণ আগমনেতে বিলম্ব যদি হয় । উৎকণ্ঠা নায়িকা তারে কহেন নিশ্চয় । সে রাত্রে কৃষ্ণের যদি নহে আগমন । বিপ্রলব্ধা নাম সেই নায়িকাগণন ॥ প্রভাতে আইসে কৃষ্ণ রাত্রি গোঁয়াইয়া । অন্য কান্তা সম্ভোগের চিহ্ন গায়ে লৈয়া ॥ যেই নায়িকার স্থানে করেন গমন । তেঁহ কৃষ্ণ প্রতি করে

কোপ নিরীক্ষণ। স্বভাবানুরূপ করে ভর্ৎসন বর্জ্জন॥ খণ্ডিতানায়িকা নাম তাহার গণন। মানবতী সতী করে কৃষ্ণ প্রতি মান। মান খণ্ডাইতে কৃষ্ণ হন সাবধান॥ নিজ হস্তে পুষ্প মালা আদি যত্নে লইয়া। তাহারে সাধেন কৃষ্ণ ব্যগ্রতা করিয়া॥ না মানিয়া পুনঃ সেই ক্ষোভ উপজয়। নিরাশ হইয়া কৃষ্ণ কুঞ্জান্তরে যায়॥ তবে কৃষ্ণবিরহে সে মহাদুঃখ পায়। কেননা মানিনু বলি করে হায় হায়॥ নতিস্তুতি যত কৈল শ্রীশ্যামসুন্দর। তাহা স্মঙরিয়া তাপ পায় বহুতর॥ মানান্তে করয়ে তাপ সতী সুচরিতা। সেই নায়িকারে কহি কলহান্তরিতা॥ সুরতান্তে বেশ হেতু কৃষ্ণে আজ্ঞা করে। স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা কহি সেই নায়িকারে। যাহার নায়ক করে প্রবাস গমন। প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা সেই নায়িকাগণন॥ পঞ্চদশভেদ যেই পূর্ব্বেতে কহিল। এই অষ্ট শতোত্তর বিংশতি হইল। উত্তম মধ্যম ইথে কনিষ্ঠ প্রভেদ। একুনেতে তিনশত ষাটি এই ভেদ॥ ব্রজে রাধা চন্দ্রাবলী আদি গোপীগণ। কৃষ্ণের প্রেয়সী নিত্য সিদ্ধান্তে গণন॥ মুনি-কন্যা শ্রুতিকন্যা দেবী আদি আর। সাধন সিদ্ধার মধ্যে গণনা সবার॥ তারপর শুন ব্রজরামার স্বভাব। কেহ ত প্রখরা কেহ মধ্য মৃদ্বী ভাব॥ শ্যামলা মঙ্গলা আদি প্রখরাতে গণি। চন্দ্রাবলী ভদ্রা আদি মৃদ্বীভাব জানি॥ শ্রীমতী রাধিকা মধ্যা-স্বভাব নিশ্চয়। তার মধ্যে কেহ বা দক্ষিণা বামা হয়॥ শ্রীরাধিকা বামা মধ্যা স্বভাব ধরেন। ললিতা প্রখরাবামা স্বভাব হয়েন॥ বামামধ্যা স্বভাবা সে হন বিশাখিকা। বামামধ্যা স্বভাবেতে চম্পাকলতিকা॥

চিত্রাসখী হয়েন দক্ষিণা মৃদ্বীতরা। তুঙ্গবিদ্যা স্বভাবেতে দক্ষিণা প্রখরা॥ বামা আর মুখরাতে কহি ইন্দুরেখা। বামা মধ্যা রঙ্গদেবী সুদেবিকা লেখা॥ স্বপক্ষ সুহৃদ্‌পক্ষ প্রতিপক্ষ আর। তটস্থ পক্ষের সহ চারি ভেদ তার॥ রাধিকার স্বপক্ষেতে ললিতাদি সখী। সুহৃদ্ পক্ষেতে তবে শ্যামলাদি লিখি॥ প্রতিপক্ষে চন্দ্রাবলী করিলা গণন। তটস্থ পক্ষেতে ভদ্রা এই নিরূপণ॥ অতঃপর কহি কিছু দূতীপ্রকরণ। স্বয়ং দূতী আপ্ত দূতী দ্বিবিধ গণন॥ অত্যোৎসুকে লজ্জা ত্যাগে রাগেতে মোহিতা। আপনেই দৌত্যকার্য্যে হয় উপস্থিতা॥ স্বয়ং দূতী সেই হয় ত্রিবিধ প্রকার। বাচিকা আঙ্গিকা আর চাক্ষুষ ব্যাপার॥ বাচিক কহয়ে বাক্যে ব্যঙ্গ উক্তি কয়। শব্দ কিম্বা অর্থে ব্যঙ্গ দুই মত হয়॥ আঙ্গিকের অভিযোগ বহুত প্রকার। অঙ্গুলি স্ফোটন ছলে সম্ভ্রমাদি আর॥ নিজাধর দংশন দৌর্ব্বল্য প্রকটন। কর্ণকণ্ডু তিলক হারাদি গুম্ফন॥ চরণে পৃথিবী লেখা সখী আলিঙ্গন। তরুলতা অভিযোগ কৃষ্ণ নামের লিখন॥ চাক্ষুষের অভিযোগ নেত্রের প্রকাশ। নেত্রের ভ্রমণ নৃত্য নেত্রে নেত্রে হাস॥ অর্দ্ধ দৃষ্টি আর বাম চক্ষে প্রদর্শন। কটাক্ষাদি এই সব চাক্ষুষ গণন॥ আপ্ত দূতী হয় পুনঃ ত্রিবিধ প্রকার। অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারী আর॥ বাক্য বিনা ইঙ্গিতেই দৌত্য কার্য্য করে। অমিতার্থা নাম কহি সেই ত দূতীরে॥ আজ্ঞাতে সকল কার্য্য করে যেবা জন। নিসৃষ্টার্থা বলি সেই দূতীর গণন। পত্র লয়ে যেই দৌত্য কার্য্যকে সাধয়। পত্রহারী নাম তার জানিহ নিশ্চয়॥ বনদেবী পরিচারিকাদি

সন্ন্যাসিনী। শিল্পকারী আদি আর কহি দৈবজ্ঞানী॥ ব্রজে এই সব দূতী আর সখীচয়। দৌত্য কর্ম্ম করি কার্য্য দোঁহার সাধয়॥ সন্ন্যাসিনী তপস্বিনী নাম পূর্ণমাসী। লবঙ্গমঞ্জরী আদি পরিচারিকা দাসী॥ কৃষ্ণের দূতিকা আর যাঁরা বৃন্দা বংশী। প্রগল্‌ভা বচনে যাঁরা হয়েন প্রশংসী॥ প্রিয়-বাক্যে বৃন্দাদেবী অতি রসালিকা। অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য সাধে মুরলিকা॥ সখী বিবরণ পুনঃ শুন কিছু আর॥ ব্রজে রাধিকার সখী পঞ্চ পরকার॥ সখী, নিত্যসখী, আর প্রাণ-প্রিয় সখী। পরমপ্রেষ্ঠা সখীসহ এই পঞ্চ লিখি॥ তার মধ্যে সখী যেই কৃষ্ণে স্নেহাধিকা। বৃন্দা ধনিষ্ঠিকা আর কহি কুসুমিকা॥ রাধিকাতে স্নেহাধিকা সেই নিত্যসখী। কস্তুরিকা আর মণি মঞ্জর্য্যাদি লিখি॥ তার মধ্যে মুখ্যা যেই প্রাণসখী নাম। শশিমুখী বাসন্তিকা আদি অভিধান॥ প্রিয়সখী দোঁহাতেই স্নেহ সমতুলা। কুরঙ্গাক্ষী কন্দর্প সুন্দরী শশিকলা॥ তাতে মুখ্যা যেই সে পরম প্রেষ্ঠসখী। ললিতা বিশাখা আদি অষ্টজনা লিখি॥ যদ্যপি দোঁহাতে সবে সম স্নেহ ধরে। তথাপিহ রাধিকার পক্ষপাত করে॥ এবে কহি শুন কিছু বয়স নির্ণয়। ব্রজেতে গোপীর যেই বয়ঃক্রম হয়॥ বয়ঃসন্ধি নব্য আর ব্যক্ত যে যৌবন। পূর্ণ যে যৌবন এই চারি বয়ঃক্রম॥ কলাবতী আদি করি বয়ঃসন্ধিস্থিতা। কন্তাগণ আদি নব যৌবনেতে স্থিতা॥ শ্রীরাধিকা আদি ব্যক্ত যৌবনেতে স্থিতি। চন্দ্রাবলী আদি পূর্ণ যৌবনেতে খ্যাতি॥ বাল্য আর যৌবনের হয় ত একতা। বয়ঃসন্ধি কহি তারে প্রথম অবস্থা॥ আর উক্ত

স্তন হয় চঞ্চল লোচন। হাস্য সুমধুর এই নবীন যৌবন॥ কুচন্দ্ধ ব্যক্ত হয় ত্রিবলীর শোভা। উজ্জ্বলাঙ্গ ব্যক্ত যৌবন কামলোভা॥ নিতম্ব বিপুল হয় কৃশ মধ্যদেশ। উচ্চ কুচ-যুগ পূর্ণ যৌবন বিশেষ॥ আলম্বন বিভাবের এই ত কথন। উদ্দীপন বিভাবের শুনহ লক্ষণ॥ গুণ নাম তাণ্ডবাদি গীত গোদোহন। বেণুবাদ্য পদচিহ্ন নির্ম্মাল্য ভূষণ॥ বর্হাগুঞ্জা শ্যামমেঘ চন্দ্রিকা দর্শন। এই সব হইতে হয় কৃষ্ণ উদ্দী-পন॥ অতঃপর কহি অনুভাবের প্রস্তাব। ভাব বোধ করে তারে কহে অনুভাব॥ এই অনুভাব হয় তিন পরকার। অলঙ্কার উদ্ভাস্বর বাচিকাদি আর॥ অলঙ্কার পুনঃ হয় বিংশতি নির্ণয়। ভাব হাব হেলা শোভা কান্তি দীপ্তিকয়॥ মাধুর্য্যে প্রগল্‌ভতা ঔদার্য্য ধৈর্য্য কহি। লীলাবিলাস বিচ্ছিত্তি বিভ্রমতা এহি॥ কিলকিঞ্চিৎ মোট্টায়িত আর কুট্টমিত। বিব্বোক ললিত আর কহিয়ে বিকৃত॥ ঈষৎ চপল চক্ষু পরম সুন্দর। ভাব করি কহি তার রতি নাম ধর॥ তির্য্যগ্ গ্রীবা ভ্রূ আর নেত্র প্রকাশন। হাব করি কহি তারে সাধুগণ॥ কুচ স্ফুরণ পুলক আর নিবীর স্খলন। হেলা অনুভাব এই ধরয়ে লক্ষণ॥ সম্ভোগের অন্তে অস্তব্যস্ত অল-ঙ্কারে। অলসে অবশ অঙ্গ শোভা কহি তারে॥ যৌবনের মহাশোভা কান্তি যে কহয়ে। অপূর্ব্বানুভাব এই মহা-রসময়ে॥ দেশ কালোচিতে সম্ভোগে বৈশিষ্ট হয়। দীপ্ত নাম অনুভাব কহিব নিশ্চয়॥ নৃত্যের শ্রমেতে অঙ্গ শিথিলতা করে। মাধুর্য্য বলিয়া নাম কহি যে তাহারে॥ সম্ভোগের বিপরীতে হয় প্রগল্‌ভতা। রোষযুক্ত বিনয় সে কহি

ঔদাস্যতা॥ দুঃখ সম্ভাবনাতে প্রেমের নিষ্ঠা হয়। ধৈর্য্য করি কহি তারে জানিহ নিশ্চয়॥ পীতাম্বর শিখণ্ডাদি তনুতে ধারণ। সেই লীলার নাম কান্ত চেষ্টানুকরণ॥ কৃষ্ণসহ সম্ভোগে যে মুখ প্রফুল্লিতা। বিলাস কহি যে তারে অতি সুললিতা॥ অল্পমাত্র অভরণে মহাশোভা হয়। বিচ্ছত্তি বলিয়া নাম তাহার নির্ণয়॥ অভিসারে হার মাল্য স্থান বিপর্য্যয়। বিভ্রম কহিয়ে তারে জানিহ নিশ্চয়॥ পথেতে রোদন কৃষ্ণ করেন যখন। এককালে প্রকটয় সপ্ত ভাব গণ॥ গর্ব্ব অভিলাষ হাস্য ইষৎ রোদন। অসূয়াদি ভয় ক্রোধ একত্রে মিলন॥ হর্ষ হৈতে এই সব করয়ে উদয়। ইহারে ত কহি কিলকিঞ্চিৎ নিশ্চয়॥ পুলকাভিলাষ কান্তবার্ত্তার শ্রবণে। মোট্টায়িত ভাব নাম তাহার গণনে॥ বলাৎকারে কৃষ্ণ স্তন গ্রহণাদি করে। বাহ্যে ক্রোধ হয় কুট্টমিত কহি তারে॥ মনেতে বাঞ্ছিত বস্তু গর্ব্বে অনাদর। বিব্বোক কহি যে তারে শুন সাধুবর॥ ভ্রূ নেত্র অঙ্গ ভঙ্গি কঙ্কণ ঝনৎকার। ভ্রমরা তাড়নেতে ললিত নাম তার॥ নিজ কার্য্য উদ্ধারণে যবে লজ্জা করে। চেষ্টায় জানয়ে সে বিকৃতি কহি তারে॥ এই ত কহিল যে বিংশতি অলঙ্কার। মৌগ্ধ্যতা চকিত নাম দুই আছে আর॥ জানিয়া না জানে যেনো পুছে পিতমেরে। মৌগ্ধ অলঙ্কার নাম কহি যে তাহারে॥ প্রিয় অগ্রে ভ্রমর দেখিয়া হয় ভীত। অস্তব্যস্ত হয় তারে কহি যে চকিত॥ নীবি উত্তরীয় খসে কেশাদি স্খলন। জৃম্ভা নাসা প্রফুল্লিত গাত্রের মোড়ন॥ নিশ্বাসাদি করিয়া কতেক আর ভাব। ইহারে কহি যে উদ্ভাস্বর অনু-

ভাব ॥ বাচিকানুভাব হয় দ্বাদশ প্রকার। আলাপ বিলাপ কহি সংলাপাদি আর ॥ প্রলাপ অনুলাপ অপলাপ সন্দেশ। অতিদেশ অপদেশ আর উপদেশ ॥ নির্দ্দেশ ব্যপদেশ এই দ্বাদশ প্রকার। প্রত্যেক কহি যে শুন লক্ষণ তাহার ॥ চাটুপ্রিয় বচনেরে কহি যে আলাপ। দুঃখের বচন তারে কহি যে বিলাপ ॥ উক্তির প্রত্যুক্তি তারে কহি যে সংলাপ। ব্যর্থ বাক্য যেই তারে কহি যে প্রলাপ ॥ বার বার কহে, অনু-লাপ সেই কথা। অপলাপ পূর্ব্ববাক্য করয়ে অন্যথা ॥ প্রোষিত পীতমে বার্ত্তাপ্রেরণ সন্দেশ। তোর বাক্য মোর সেই বাক্য অতিদেশ ॥ অন্যার্থ কথন তারে কহি অপদেশ। শিক্ষার্থ বচন তাহে কহি উপদেশ ॥ সেই এই আমি তারে কহি যে নির্দ্দেশ। ছলে অভিলাষ উক্তি কহি ব্যপদেশ ॥ অতঃপর কহি অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ। চিত্তের ক্ষোভেতে যাহে ভাব প্রকটন ॥ স্তম্ভ, স্বেদ, লোমাঞ্চাদি আর স্বর-ভেদ। বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু প্রণয় প্রভেদ ॥ ধূমায়িতা, জ্বলিতা, দীপ্তা, উদ্দীপ্তা আর। সুদীপ্তা সহিত সেই পঞ্চ পরকার ॥ এক দুই ভাব প্রকটয়ে এককালে। ঈষৎ ব্যক্ত কেহ নাহি জানে লুকাইলে ॥ ধূমায়িত ভাব এই কহিল লক্ষণ। জ্বলিতা সাত্ত্বিক দুই তিন প্রকটন ॥ তাহা হৈতে এই হয় কিছু অতি জাত। দীপ্তা সাত্ত্বিক সেই চারি পাঁচ সাত ॥ লুকাইলে না লুকায় তাহার স্বভাব। উদ্দীপ্ত কহি যে এককালে অষ্টভাব ॥ সাত্ত্বিক সকলে শ্রেষ্ঠ কহি যে সুদীপ্তা। ক্রমে কহিলাম অষ্টসাত্ত্বিকবারতা ॥ এবে কহি কিছু ভাব সঞ্চারী বিচার। স্থায়ীভাবে হয় আগি তাহার

লঙ্কার ॥ সদা স্থির নহে কভু কোনো ভাবোদয়। ব্যভিচারী নাম তার কহি যে নিশ্চয় ॥ নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্ত, গ্লানি, শ্রম, মদ। গর্ব্বাশঙ্কা, ত্রাস, আর আবেগ উন্মাদ ॥ অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ মৃত্যালস্থ আর। জাড্য ব্রীড়া অবহিত্থা স্মৃতি বিতর্ক সার ॥ চিন্তা মতি ধৃতি হর্ষ উৎসুকতা কহি। ঔগ্র্যা-মর্ষা-সূয়া চাপল্য নিদ্রা এহি ॥ সুপ্তি বোধ এই ত তেত্রিশ ব্যভিচারী। সবার লক্ষণ এবে কহিব বিবরি ॥ নির্ব্বেদ কহিয়ে যেই আপন নিন্দন। বিষাদ কহিয়ে অনুতাপাদি করণ। আপন অযোগ্য বুদ্ধি তারে কহি দৈন্ত ॥ গ্লানি নিন্দা শ্রম কহি দুর্ব্বল্য যে জন্য। মদ নাম কহি মধু পানেতে মত্ততা। গর্ব্ব অহঙ্কার শঙ্কা আশঙ্কা নিষ্ঠতা ॥ ত্রাস অকস্মাৎ ভয়াবেগ চিত্তভ্রম। উন্মাদ হৃদয়ে যে করায় ব্যতিক্রম ॥ অপস্মৃতি কহি যেই ব্যাধি অপস্মার। ব্যাধি কহি জ্বর আদি মোহ মূর্চ্ছা সার ॥ মরণ কহিয়ে মৃতি আলস্থালসতা। জাড্য সে জড়তা আর ব্রীড়া যে লজ্জিতা ॥ অবহিত্থা কহি যেই আকার গোপন। স্মৃতি কহি পূর্ব্বকথা করায় স্মরণ ॥ বিতর্ক কহি যে অনুমানে হয় জ্ঞান। কি হবেক বলিয়া ভাবনা চিন্তা নাম ॥ বস্তু নির্দ্ধারণ মতি ধৃতি কহি ধৈর্য্য। হর্ষ আনন্দ উৎসুক্য উৎকণ্ঠা প্রাধর্য্য ॥ তীব্র স্বভাবতা তারে কহি যে উগ্রতা। অমর্ষতা কহি যেই ত অসহিষ্ণুতা ॥ অসূয়া কহি যে গুণে দোষ আরোপণ। চাপল্য কহি যে চিত্ত চঞ্চল করণ ॥ নিদ্রায় নিদ্রা, স্বপ্নে কহি যে সুষুপ্তি। নিদ্রা ত্যাগ হৈলে তারে কহি বোধ প্রাপ্তি ॥ এই ত কহিল ব্যভিচারীর লক্ষণ। এ চারি

প্রকার হয় তাহার ঘটন। ভাবোৎপত্তি ভাবসন্ধি শাবল্য যে আর। ভাবশান্তি সহ এই চতুর্থ প্রকার॥ ভাবোৎপত্তি কহি যেই ভাবের জনম। ভাবসন্ধি দুই চারি ভাবের মিলন॥ পূর্ব্বভাব লয় করি পরের প্রভাব। তাহারে কহি যে ভাব শাবল্য প্রভাব॥ ভাব অন্তর্দ্ধান হৈলে কহি ভাবশান্তি। এই ত কহিল ভাব সঞ্চারীর গতি॥ স্থায়ীভাব কহি যে মধুরা নামে রতি। সে রতির হয় পুনঃ ত্রিবিধেতে স্থিতি॥ সাধারণী, সমঞ্জসা, কহি যে সমর্থা। কুবুজাতে মহিষীতে গোপীগণে তথা॥ সাধারণী মণিবৎ অতি যে সুলভা। সমঞ্জসা চিন্তামণিসম সুদুর্ল্লভা॥ সমর্থা অনন্য লভ্যা কৌস্তুভ প্রভাব। এক ব্রজগোপীগণে বর্ত্তে সেই ভাব॥ সাধারণী কৃষ্ণেতে নিবিড় প্রেম নহে। পরোক্ষে সাক্ষাতে তার কিছু ভেদ কহে॥ নিজ সুখে সম্ভোগেচ্ছা নাম সাধারণী। সমঞ্জসা পতি পত্নী ভাবময় জানি॥ কৃষ্ণ সুখে আত্মসুখ তাৎপর্য্য তাহার। কৃষ্ণেতে নিবিড় প্রেম হয় ত যাহার॥ কৃষ্ণসুখ হেতু মাত্র সমর্থা কেবল। কৃষ্ণেতে নিবিড় প্রেম বিশুদ্ধ নির্ম্মল॥ এই ত কহিল রতি ত্রিবিধ স্বরূপ। ক্রমেতে কহিয়ে তার আধিক্যতা রূপ॥ সেই রতি দার্ঢ্য হৈলে কহি প্রেম নাম। প্রেমের উৎকর্ষতা কহি স্নেহ অনুপাম॥ সেই প্রেম অতিশয় হৈতে হয় মান। তাহা হৈতে উৎকর্ষতা প্রণয় আখ্যান॥ প্রণয়ের পরে হয় রাগের উৎপত্তি। রাগের পরমকাষ্ঠা অনুরাগ খ্যাতি। অনুরাগ গাঢ় হৈলে মহাভাব নাম। এই ত কহিল স্থায়ী ভাবের আখ্যান॥ যৈছে ইক্ষু বীজ, রস, গুড় খণ্ড সার। শর্করাদি সিতা মিশ্রি, সিতোৎ-

পলা আর ॥ ক্রমে স্বাদ, স্বরূপাদি বিভিন্ন লক্ষণ। তৈছে ইহা ক্রমে রতি প্রেমাদি গণন ॥ প্রেমের বিলাস রূপ স্নেহাদি বিকার। চিত্তের আর্দ্রতা কহি স্নেহ নাম তার ॥ চন্দ্রাবলী আদ্যে স্নেহ তদীয়তা ময়। আদর সংযুক্ত তারে ঘৃতস্নেহ কয় ॥ বস্তুর সংযোগে যৈছে ঘৃতে সুরসতা। পৃথকে সুরস নহে জানিবে সর্ব্বথা ॥ রাধাদির মধুস্নেহ মদীয়তা ভাব। স্বয়ং সুরসতাময় আদর অভাব ॥ তবে স্নেহাধিকা যেবা বাম্য প্রকটয়। সহেতু নির্হেতু সেই দুই মত হয় ॥ তাহারে কহি যে মান শুন তার কথা। চন্দ্রাবলী প্রভৃতির সে দাক্ষিণ্য যুতা ॥ কভু বাম্যগন্ধ হৈলে কুটিলতা আর। কিছু অনাদরে তদীয়ত্ব নাম তার ॥ রাধাদির মান তার নাম দুই হয়। কৌটিল্য ললিত, নর্ম্ম ললিত নিশ্চয় ॥ অত্যন্ত বিশ্বাস হৈলে কহিয়ে প্রণয়। মন দেহেন্দ্রিয়েতে একত্ব যবে হয় ॥ চন্দ্রাবলী আদির বিনয়যুক্ত সেই। মৈত্র সুমৈত্র সে প্রণয় নাম দুই ॥ রাধাদির স্ববশতাময় হয় সে প্রণয়। সখ্য সুসখ্যতা বলি দুই নাম হয় ॥ তারপর রাগ তাহার লক্ষণ। ক্রমেতে কহিয়ে এবে শুন সাধুগণ ॥ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা যদি হয় সুখ। সেই সুখ সুখ নহে মনে মনে দুখ ॥ চন্দ্রাবলী প্রভৃতির নীলী রাগ কহি। সলগ্নতা কিন্তু ভাব আবরণ সেহি ॥ ভদ্রাদির শ্যামা-রাগ চিরসাধ্য রূপ। শ্যামলাদি সুখ সাধ্য কুসুম্ভ স্বরূপ ॥ কিন্তু কিছু অন্যাপেক্ষা তাহাতে নিশ্চয়। সদ্গুণ হইলে পাত্র তাহে স্থির রয়। রাধাদির রাগ নাম মঞ্জিষ্ঠাগণন ॥ অন্যাপেক্ষা নাহি, নাহি ভাব আবরণ।

তারপর শুন অনুরাগের লক্ষণ॥ নিত্য নব নব হয় কৃষ্ণ দরশন। প্রেমেতে বৈচিত্র্য দশা করায় উদয়। সাক্ষাতে বিচ্ছেদ ভাবে জন্মিতে চাহয়॥ সেই অনুরাগ অতিশয় বৃদ্ধি হৈলে। মহাভাব বলি নাম তাহারে ত বলে॥ সেই মহাভাব হয় দুই ত প্রকার। রূঢ় মহাভাব এক অধিরূঢ় আর॥ নিমিষ সহিতে নারে কৃষ্ণ দরশনে। অদর্শনে এক ক্ষণ কোটীযুগ মানে॥ এই মত রূঢ় মহাভাবের লক্ষণ। তার পর শুন অধিরূঢ় বিবরণ॥ কোটি কোটি বৈকুণ্ঠাদ্যে যত সুখ নয়। তত সুখ হয় কৃষ্ণ দর্শনে নিশ্চয়॥ সমস্ত বৃশ্চিক আর সর্পাদি দংশনে। যত দুঃখ হয় তত কৃষ্ণ অদর্শনে॥ এইমত হয় অধিরূঢ় ভাব গণ। মোদনমাদন তাতে দুই দশা হন॥ মোদনের দশা যবে করয়ে উদয়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ-প্রেয়সীর মহা ক্ষোভ হয়॥ সুদীপ্ত সাত্ত্বিক আদি ভাবের বিকার। যাহা হৈতে হয় চিত্তে মহাচমৎকার॥ রাধিকার যূথ বিনা অন্যত্র না হয়। বিচ্ছেদে মোহন দশা তাহাতে উদয়॥ পট্ট মহিষীর কোলে কৃষ্ণচন্দ্র কাঁপে। পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা রাধা বিরহের তাপে॥ মহাক্ষোভ করি চিত্তে করে তিরস্কার। হেন দশা রোদনাদি হয় রাধিকার॥ মোহনের বৃত্তিভেদে দিব্যোন্মাদ নাম। ভ্রমময়ী দশা তাতে হয় অবিরাম॥ উদ্‌ঘূর্ণ হয় আর চিত্তের জল্পন। প্রায় ত রাধিকাতেই হয় ত মোহন॥ মাদনে অনন্ত ভাব যাহার উদয়। বনমালা মুরলীর প্রতি ঈর্ষ্যা হয়॥ পুলিন্দির প্রতি কহে সুশ্লাঘ্য বচন। তমালস্পর্শি লতার ভাগ্য যে বর্ণন॥ এই ত মাদন ভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠময়। একা শ্রীরাধিকা বিনু অন্যত্র

না হয় ॥ এই ত কহিল স্থায়ীভাব প্রকরণ। আশ্রয় নির্ণয় তার শুন দিয়া মন ॥ সাধারণী রতি হয় কুব্জা পর্য্যন্ত। সমঞ্জসা মহিষীর অনুরাগ অন্ত ॥ তার মধ্যে শ্রীরুক্মিণী আর সত্যভামা। চন্দ্রাবলী রাধিকার ভাবের উপমা। ব্রজেতে কৃষ্ণের হয় যত সখাগণ। অনুরাগ পর্য্যন্ত সবার গণন ॥ তাতে প্রিয় নর্ম্মসখা সুবলাদি করি। মহাভাব পর্য্যন্ত সে কহিল বিবরি ॥ আর ব্রজে গোপীগণে মহাভাব কহি। মাদন রাধার যূথে অন্যত্রেতে নাহি ॥ মাদন রাধাতে আর ললিতাদি সখী। মোদন কেবল এক রাধাতেই লিখি ॥ এই ত কহিল কিছু আশ্রয় প্রভেদ। এবে কহি সেই রস শৃঙ্গার বিভেদ ॥ বিপ্রলম্ভ, সম্ভোগ, রসের দুই অঙ্গ। ক্রমেতে কহি যে সেই দ্বিবিধ প্রসঙ্গ ॥ বিপ্রলম্ভ হৈতে হয় সম্ভোগ পুষ্টিতা। বস্ত্রে কষায়িতে যৈছে রাগের বৃদ্ধিতা ॥ সেই বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধেতে প্রকাশ। পূর্ব্ব-রাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস ॥ অঙ্গ সঙ্গ পূর্ব্ব যেই উৎকণ্ঠার রতি। তারে পূর্ব্বরাগ কহি শুন মহামতি ॥ তাহাতে যে হয় দশদশার সঞ্চার। সেই দশদশা ভেদ শুন এবে তার ॥ লালস উদ্বেগ আর কহি উজাগর। মালিন্য জড়িমা আর বৈবর্ণ্য অপার ॥ ব্যাধি উন্মাদ আর মোহ মৃত্যু গণি। এ সব লক্ষণে দশদশা অনু-মানি ॥ সহেতু নির্হেতু এই দুইরূপ মান। নির্হেতু আপনে সেই হয় অন্তর্ধান ॥ সহেতুক মান শাম্য হয় ত প্রকারে। সাম, ভেদ, দান, নতি, উপেক্ষা, রসান্তরে ॥ বিনয়ে মধুর-বাক্য, সাম কহি তারে। সুকোমল বাক্য শুনি

মান যায় দূরে॥ তারপর শুন আর ভেদের বারতা। নিজৈশ্বর্য্য জানাইয়া তার অযোগ্যতা॥ সুগন্ধিত মাল্য বস্ত্র করে বিদ্যমান। মানভঞ্জনের হেতু তারে কহি দান॥ ইহাতে সদয় নহে করে নমস্কার। তাহারে কহিয়ে নতি শুন আগে আর॥ ইথে যদি সাধ্য নহে ঔদাস্য প্রকাশে। উপেক্ষা কহিয়ে তারে শুনহ বিশেষে॥ শেষে ভয় দর্শাইয়া করায় কাতর। ইহারে কহিয়ে সে নিশ্চয় রসান্তর॥ যেইকালে হয় মান শান্তির লক্ষণে। ঈষৎ হাঁসয়ে অশ্রু বহয়ে নয়নে॥ এই ত কহিল কিছু মান প্রকরণ। প্রেমের বৈচিত্ত্য কথা শুন দিয়া মন॥ কৃষ্ণের নিকটে রহি অনুরাগ হৈতে। বিরহে কাতর হঞা না পায় দেখিতে॥ তবে আর শুন এবে প্রবাস কথন। কিছু দূর সুদূর প্রবাস দুই হন॥ গোচারণ আদিতে কিঞ্চিৎ কহি দূর। সুদূর যায়েন যবে মথুরাদি পুর॥ এই ত কহিল বিপ্রলম্ভ বিবরণ। সম্ভোগের শুন এবে চারি প্রকরণ॥ সংক্ষিপ্ত কহি যে এক সঙ্কীর্ণ যে আর॥ সম্পূর্ণ সমৃদ্ধিমান্ চতুর্থ প্রকার॥ পূর্ব্বরাগ পরে যেই প্রথম মিলন। কুচাদি ধারণ আর অধর খণ্ডন॥ মুখাদি চুম্বন এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ। তারপর শুন এই সঙ্কীর্ণ কথন॥ মানান্তে অসূয়াদি মাৎসর্য্য রোষাভাব। একত্রে মিশ্রিত সেই সঙ্কীর্ণ বিলাস॥ কিছু দূর প্রবসান্তে সম্পূর্ণ কহিয়ে। সুদূর প্রবাস অন্তে সমৃদ্ধি মানিয়ে॥ এই চারি কহিল সম্ভোগ বিবরণ। সম্ভোগের বহুবিধ হয় প্রকরণ॥ দর্শন কথন স্পর্শ পথাদি রোধন। রাসবিহারাদি জল-

কেলির করন॥ বংশীচৌর্য্য, নৌকাখেলা, দানলীলা আর। লুকায়ন, মধুপান অনন্ত প্রকার॥ এই ত কহিল রস-শৃঙ্গার ব্যাখ্যান। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি ইহার প্রমাণ॥ রস-তত্ত্ব জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে। প্রেমভক্তি মিলে রাধাকৃষ্ণের চরণে॥ এবে কহি কিছু এই গ্রন্থ অনুবাদ। যাহা হৈতে জানি এই গ্রন্থের সংবাদ॥ প্রথম কলায় আর দ্বিতীয় কলাতে। চৈতন্যপ্রভুর তত্ত্ব দুই পক্ষ মতে॥ প্রথমে সিদ্ধান্ত পক্ষ রস দ্বিতীয়ায়। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ আইলা নদীয়ায়॥ তৃতীয় কলায় আর চতুর্থ কলাতে। ব্রজ-বৃন্দাবনতত্ত্ব দুই পক্ষ মতে॥ তৃতীয়ে ঐশ্বর্য্য পক্ষ মাধুর্য্য চতুর্থে। উপাসনা বস্তু তত্ত্ব জানি সেই অর্থে॥ পঞ্চম কলায় আর ষষ্ঠ কলা হৈতে। কৃষ্ণ নরলীলা তত্ত্ব দুই পক্ষ মতে॥ পঞ্চমে সিদ্ধান্তপক্ষ রসে ষষ্ঠ কলা। প্রকটা-প্রকট দুই লীলারে বর্ণিলা॥ সপ্তমেতে নিত্যলীলা ব্রজের বর্ণন। অষ্টম কলাতে রস-শৃঙ্গার কথন॥ এই ত কহিল কিছু গ্রন্থ বিবরণ। দ্বিতীয় বিভাগ মধ্যে এতেক বর্ণন॥ এবে ত শকাব্দ কহি সঙ্কেত বিধানে। উপাসনাচন্দ্রামৃত প্রকাশ যে সনে॥ চন্দ্রের যতেক কলা আগে অঙ্ক ধর। তাহার উত্তরে তার অর্দ্ধ অঙ্ক ধর॥ তাহার উত্তরে পুনঃ অর্দ্ধ অঙ্ক তার। লিখিয়া বুঝহ এবে শকাব্দাঙ্ক সার॥ ১৬৮৪। শ্রীগুরু চরণপদ্ম করি আরাধনা। সকল বৈষ্ণব পায় করিয়ে বন্দনা॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ। স্বরূপ শ্রীরূপ আদি গৌরভক্তগণ॥ সবার চরণ পদ্মে কোটি নমস্কার। সবে দয়া করি মোর ক্ষম অপরাধ॥

মো পতিতে নিজগুণে সবে কৃপা কর। জন্মে জন্মে হই তোমা সবার কিঙ্কর॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ। উপাসনাচন্দ্রামৃত কহে লাল দাস॥

ইতি শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃতে দ্বিতীয় বিভাগে
শৃঙ্গার-রসাদি বর্ণনং নাম
অষ্টম কলা।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ।